কপিলের তেজ।

(পৌরাণিক নাটক।)

" And what is life ? An hour-glass on the run,
" A mist retreating from the morning sun,
" A busy, bustling, still repeated dream.
" Its length ? A minute's pause, a moment's thought.
" And happiness ? A bubble on the stream
" That on the act of seizing shrinks to nought.

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

১৭ নং সাগর দত্তের লেন, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

বৈশাখ, সন ১৩২২ সাল।

[মূল্য ১৲ এক টাকা

৭১ নং নেবুতলা লেন, কলিকাতা
“বাসন্তী প্রেসে”
শ্রীনন্দ লাল বেরা দ্বারা মুদ্রিত।

SEYNE PRESS.

উৎসর্গ।

মা ভারতি! তোমারই কল্পনাকুঞ্জ হ'তে পুষ্প চয়ন ক'রে এই পুষ্পহার গেঁথেছি। এ হার কা'কে দোব! লোকে যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে, আমিও তেমনি তোমারই কানন-কুসুম ল'য়ে তোমারই শ্রীচরণে অঞ্জলি দিলাম,—আমার তো কিছু নাই মা!

দীনভক্ত।

ভূমিকা।

ধর্ম্মই জাতির জীবন। সমাজ ও সাহিত্য তাহার অঙ্গ। নাটক, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি তাহার প্রত্যঙ্গ। সুতরাং জাতির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম প্রবাহিত না হইলে, কোন জাতি কখনও সজীব থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে কিছুদিনের জন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত নাটক প্রণয়ন বা অভিনয় একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এখন দেখিতেছি অনেক মাননীয় কবিদের কল্যাণে আবার তাহা পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে; ইহা আমাদের ভাবী মঙ্গলের সূচনা, সন্দেহ নাই।

উক্তরূপ আশায় প্রণোদিত হইয়াই আমি 'কপিলের তেজ' নামক নাটক রচনা করিয়াছি; এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা—নাটকের নাম 'কপিলের তেজ' হইল কেন? উত্তর—প্রথমতঃ কপিলের তেজে সগর-সন্তান ভস্ম হয়, এই ঘটনাটিই মদ্বিরচিত আখ্যায়িকার মজ্জা, দ্বিতীয়তঃ—নিস্তেজ বাঙ্গালী আমি—কপিলের তেজে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া ইহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছি। বাস্তবিক 'তেজ' পুরুষের একটি গুণ।

পুরাণবর্ণিত ঘটনা ঠিক রাখিয়া, স্থানে স্থানে কল্পনার সাহায্য লইয়াছি, নইলে নাটক হয় না। অসমঞ্জচরিত্র অবিকল ভাগবত হইতে গ্রহণ করিয়াছি; তবে, ইন্দ্র কর্ত্তৃক অসমঞ্জকে সগরের নিকট প্রেরণ বা অংশুমানের সহিত অসমঞ্জের পাতাল-পথে সাক্ষাৎ, এ ঘটনাগুলি শাস্ত্রে নাই, ইহা কল্পনা-প্রসূত। অন্যান্য চরিত্রসম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছুই নাই, তাহা পাঠকের রুচির উপর নির্ভর।

এই পুস্তক-প্রকাশে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল-প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ।

কার্ত্তিক, ১৩২১।

নাট্যবর্ণিত চরিত্রকলাপ।

পুরুষ।

কপিলদেব	নারায়ণের অবতার।
ইন্দ্র	দেবরাজ।
নারদ	দেবর্ষি।
বশিষ্ঠ	ব্রহ্মর্ষি, (রাজপুরোহিত)
অরিষ্টনেমি	রাজর্ষি, (সুমতির পিতা
সগর	অযোধ্যাপতি।
অসমঞ্জ	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
অংশুমান্	অসমঞ্জের পুত্র।
মধুভাণ্ড	বিদূষক।

মন্ত্রী, জনৈক প্রজা ও তাহার পুত্রগণ, বন্দিগণ,
প্রজাগণ, সগর-সন্তানগণ, প্রহরী,
ঋত্বিকগণ ও কর্ম্মকার।

স্ত্রী।

কেশিনী	সগরের জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী।
সুমতি	ঐ কনিষ্ঠা রাজ্ঞী।
শতপর্ব্বা	অংশুমানের স্ত্রী।

প্রজার স্ত্রী, অসমঞ্জের স্ত্রী, বন্দিনীগণ, অপ্সরাগণ,
সখিগণ ও পরিচারিকা।

কপিলের তেজ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজান্তঃপুর।

কেশিনী, সগর, ও সুমতি।

সগর। প্রিয়তমে!
ক্ষোভ রাখিবার স্থান নাহিক আমার!
একাধিক ষাটি-সহস্র নন্দন মোর,
একজনও মানুষ হ'ল না রাণি!
কত স্নেহে, কত যত্নে করিনু পালন!

পুত্রেরা আমার আনন্দে করিবে ক্রীড়া,—
সেই হেতু,
দশগুণে অট্টালিকা বৃদ্ধি করিলাম,
জলস্রোত প্রায় অর্থ করি ব্যয়,
অলকার মত সাজাইনু পুরী,
—পুত্রগণে প্রীতিদান হেতু।
শাস্ত্র-শিক্ষা, শস্ত্র-শিক্ষা দানিবার তরে
যথা সাধ্য করিনু প্রয়াস—
ভস্মে ঘৃত ঢালা হ'ল মোর।
'রত্ন-ব্যবসায়ী রত্ন তোলে—
রত্নাকর মথিয়া যেমতি—
সেই মত সসাগরা ধরা করিয়া মন্থন,
পরম সুন্দরী স্নুষা আনিলাম ঘরে।
কিন্তু সুখ কোথা, রাণি!
লোকে কয় পুত্র হ'লে মহাসুখী হয়।
কিন্তু আমি বরং ছিলাম সুখী
পুত্র মোর ছিল না যখন।

কেশিনী। মহারাজ! মোরা হীনমতি নারী,
পুত্রের কামনা করি'
কি কুক্ষণে চেয়েছিনু হর পাশে বর!

সুমতি। কেন, কুক্ষণ কিসের?
শুভক্ষণে চেয়েছিনু বর।
নৃপতি না হয়, পুত্র গর্ভে ধরেনি ধারণ,

কিন্তু তুমিতো লো, দিদি,
ধরিয়াছ জঠরে তনয়—
পুত্র-মুখে 'মা' 'মা' রব শুনেছ তো তুমি—
কি যে স্বর্গ-সুধা দিয়ে গঠিত তনয়,
তুমি তো বুঝেছ দিদি!
তবে, এ কথা কেমনে
উচ্চারণ করিলে বদনে?
মহারাজ!
সত্য বটে পুত্রগণ অশান্ত কিঞ্চিৎ;
—এখনও শিশু তারা—
জ্ঞান হ'লে হেন ভাব রবে নাকো আর।
শিশু কার শান্ত হয় রাজা?
তাই নিয়ে ক্ষোভ করা উচিত কি তব?

সগর। শিশু! শিশু কারে বলে?
ওদের বয়সে—পিতৃশত্রু করিয়া নিধন,
বসি' অযোধ্যার সিংহাসনে,
করিয়াছি প্রজার পালন।
ছিল শিশু যতদিন
কোন খেদ করি নাই আমি;
জানিতাম জ্ঞানোদয় হ'লে
এ অশান্ত ভাব থাকিবে না আর।
কিন্তু দিনে দিনে বাড়িছে বয়স,
বয়সের সনে অশিষ্টতা বাড়িছে প্রবল।

সুমতি! তোমার নন্দনগণ তবু ভাল—
যাহা কিছু করে নিজেদের মাঝে,—
ক্ষতিগ্রস্ত হয় না তাহাতে কেহ;
কিন্তু কেশিনী-তনয়
অসমঞ্জ অত্যাচারে
জর্জ্জরিত পৌরবাসী,—
ব্যাকুল অযোধ্যাবাসী অসমঞ্জ-হেতু।
মাতৃবক্ষ হ'তে সব দুগ্ধপোষ্য শিশু
সবলে ছিনায়ে ল'য়ে,
নিক্ষেপিয়া সরযূ-সলিলে,
উচ্চহাস্যে তাণ্ডব নর্ত্তন করে
পিশাচের মত—
নাহি দয়া মায়া প্রাণে—
পাষাণ হৃদয়!
—শমন সমান তারে ডরে প্রজাগণ
নাহি জানি হেন কুলাঙ্গার পুত্র
এল কোথা থেকে?

সুমতি। অসমঞ্জে কুলাঙ্গার বল কি কারণ?
ভুলেছ কি শিবের বচন!
ব'লেছিলেন তিনি—
কেশিনী তনয় হ'তে
ইক্ষ্বাকু-কুল লভিবে উন্নতি।
শিব-বাক্য মিথ্যা হবে ভবে?

কেশিনী। নহে মিথ্যা শিবের বচন—
শিব-বাক্য বেদ-বাক্য সম।
তবে অভাগিনী আমি,—
—অদৃষ্ট আমার মন্দ,
—নাহি জানি কিসে কিবা হ'ল!
দেবতার অপরাধ কি বল তাহায়!

সগর। প্রজাগণে মোর
দেখি স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত,
তাদের বেদনে, ব্যথা লাগে প্রাণে।
কি করিব হায়, বুঝিতে না পারি—
বসিয়াছি সিংহাসনে,
ন্যায়ের বিচার তরে,
কিন্তু অন্যায়ের অবতার তনয় আমার!

কেশিনী। মহারাজ!
অসমঞ্জ হেতু যদি, উৎকণ্ঠিত প্রজা,
পুরবাসী সন্ত্রাসিত সবে,
তবে তারে কেন, রাজা, না কর বর্জ্জন?
যদি একজনে তেয়াগিলে সবে সুখী হয়,
তবে পরিত্যাগ করহ তাহারে ঃ—
ত্যাগ করে বুদ্ধিমান্
সর্পদষ্ট অঙ্গুলি যেমন।
হোক্ প্রজা সুখী, রাজ্যে শান্তি হউক্ স্থাপন।

সগর। বিচক্ষণ পাত্র মিত্র সনে করিয়া মন্ত্রণা,

যাহা হয় করিব বিহিত শীঘ্র—
সহ্য নাহি হয় আর প্রজার বেদনা।

(সগরের প্রস্থান।)

সুমতি। দিদি, বড়ই নিঠুরা তুমি—
শিবরাত্রির সলিতার সম,
সবে মাত্র এক পুত্র তব—
তারে চাও করিতে বর্জ্জন ?
নাহি জানি প্রাণ তব কেমন কঠিন !
দেখ, দিদি, সহস্র যাটি তনয় আমার—
তবু আমি একজনে পারি না ত্যজিতে।

কেশিনী। বোন্, যদি পুত্র হেতু মোর
ঝরে জল প্রজার নয়নে—
পুরবাসী ব্যথা পায় প্রাণে,—
বল তবে সে পুত্রে কি ফল ?
কুলাঙ্গার পুত্র থাকা,
কাণা চক্ষু সম সে তো কষ্টই কেবল।

সুমতি। কি যে বল, বুঝিতে না পারি !
কঠোর যেমতি রাজা,
সেইমত তুমিও কঠোরা, দিদি !
আছে কত রাজা রাণী ধরণীর মাঝে,
চঞ্চলপ্রকৃতি পুত্র আছেও তাদের—
কিন্তু শুনি নাই কভু কেহ
প্রজা হেতু বিসর্জ্জন দিয়েছে নন্দনে !

কেশিনী। বিসর্জ্জন কি বলিছ বোন্—
প্রজার সুখের তরে,
হাসি' হাসি' দিতে পারি পুত্র বলিদান—
প্রজাগণ পুত্রাপেক্ষা কম নয় মোর।

সুমতি। না, মিলিল না তোমার সহিত।
যাহা ইচ্ছা কর তুমি, দিদি,—
কি আর বলিব বল?

(সুমতির প্রস্থান।)

কেশিনী। আশুতোষ! তব বরে পেয়েছি তনয়;
ব'লেছিলে তুমি—বংশধর হইবে নন্দন
—কিন্তু মম ভাগ্যদোষে হ'ল বিপরীত;
যাই হোক্—অসমঞ্জ যেথায় থাকুক্-
তবে পদে মিনতি আমার—
প্রাণে যেন বেঁচে থাকে বাছা।
তবু প্রাণ ঠাণ্ডা রহিবে আমার।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সরযূ নদীর তীর।

জনৈক প্রজা ও তাহার স্ত্রী-পুত্র।

প্রজা। চল, এ অযোধ্যা থেকে পালিয়ে চল। রাজপুত্রের অত্যাচার আর সহ্য হয় না!

স্ত্রী। রাজা এমন প্রজাবৎসল—তাঁর এমন অকাল্ কুষ্মাণ্ড ছেলে হ'ল কেন?

প্রজা। বরাৎ! আমাদের বরাৎ!

স্ত্রী। আচ্ছা, সবাই মিলে রাজাকে গিয়ে একবার ব'ল্লে হয় না?

প্রজা। তাঁর ছেলে,—ছেলের চেয়ে কি আর আমরা বড়! আর আমরা চুনো পুঁটি, রাজা রাজ্ড়ার কাছে ঘেঁস্‌রোই বা কেমন ক'রে বল?

(মধুভাণ্ডের প্রবেশ)

মধু। কি! কি! বড্ড আস্পদ্দা যে দেখ্ছি—রাজার নিন্দে ক'চ্ছ যে সব!

প্রজা। আজ্ঞে না।

মধু। আজ্ঞে না? এই আমি শুন্‌তে পেলুম্—আবার ব'ল্ছ—না? জান আমি কে?

প্রজা। আজ্ঞে—

মধু। আজ্ঞে কি?

প্রজা। আজ্ঞে—

মধু। আবার আজ্ঞে ? আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না ?

প্রজা। আজ্ঞে—আপনি—আপনি—

মধু। আমি—আমি নয় তো কি তুমি না কি ? দেখ্‌ছো আমার যজ্ঞ পৈতে ? কেমন, এইবার বুঝ্‌তে পেরেছ —আমি কে ?

প্রজা। আজ্ঞে—ব্রাহ্মণ—প্রণাম হই।

মধু। বেশ, বেশ, কল্যাণ হ'ক্—কল্যাণ হ'ক্। জান, আমি রাজার বিদূষক ? বিদূষক মানে কি জান ?

প্রজা। আজ্ঞে, জানি—মানুষের কত রকম রকম সক্ থাকে, আপনিও সেইরকম মহারাজের একটা সক্—বিদূষক।

মধু। হ্যা, হ্যা, হ্যা, হ্যা, বুদ্ধি আছে তোমার—বুদ্ধি আছে তোমার—কোন্ পাঠশালায় তুমি প'ড়েছিলে ?

প্রজা। আজ্ঞে, প'ড়্‌লুম্ আর কবে ! পাছে প'ড়্‌তে হয়—সেইজন্য ছেলেবেলায় বাপ্ মা,—যৌবনে যুবতী ভার্য্যা,—এই ইনি আমার পিণ্ডিরক্ষিণী,—তারপর এই বংশের কঞ্চিগুলি আমাকে অশ্বত্থগাছের শিকড়ের মত টেনে খাড়া ক'রে রেখেছে ;—প'ড়্‌লুম্ আর কবে।

মধু। ও বাবা ! না প'ড়েই এত শব্দার্থ বোধ ! প'ড়্‌লে তো তা হ'লে তোমার হাড়ে হাড়ে—গাঁটে গাঁটে—শব্দার্থ বোধ হ'ত।

স্ত্রী। আজ্ঞে, উনি ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটা মেধা নিয়ে জন্মেছেন

মধু। হ্যা মা, তা বুঝ্‌তে পেরেছি—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তা' এইগুলি কি সবই আপনার বংশরক্ষা ?

প্রজা। আজ্ঞে, সব গুলি যদি থাক্‌তো—

মধু। ও বাবা, আরও ছিল ? তা' এখনও ঝাড়টি মন্দ নয়। ভাবতুম্, বুঝি মহারাজ একাই বংশরক্ষা ক'রেছেন ?—তা নয়—ধাপে ধাপে, পইটেয় পইটেয় সবাই আছেন।

স্ত্রী। কোথাকার বামুন গা, তুমি! একে আমার হারা মরা ছেলে—নজর দিচ্ছ কেন গা!

প্রজা। চুপ্ কর্—চুপ্ কর্—রাজার বিদূষক।

স্ত্রী। তা ব'লে ছেলেকে গালাগাল দেবে—মা হ'য়ে শুন্‌বো!

মধু। না, মা, গালাগাল দোব কেন ? আশীর্ব্বাদ কচ্চি—তোমাদের আরও বংশবৃদ্ধি হ'ক। তা বেরালছানার মত টান্‌তে টান্‌তে সব কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

প্রজা। ওদের মাসীর বাড়ী।

মধু। তা' এ সব পোঁট্‌লা পুঁট্‌লী নিয়ে,—এই হাঁসের পাল ছেলে নিয়ে—এত রাত্তিরে কেন ? বল বাবা, আমার কাছে পুকুরচুরি ক'র না, সোজা কথাটা কি খুলে বল, নইলে নগরপালের কাছে ধ'রে নিয়ে যাব।

প্রজা। দোহাই, দোহাই ঠাকুর, আমাদের কোন মন্দ অভিপ্রায় নেই।

মধু। ভাল অভিপ্রায় তো আছে, সেইটেই না হয় ব'লে ফেল না।

প্রজা। ঠাকুর, আমরা বড় গরীব।

মধু। আমি কি বলছি যে তুমি সগর রাজার নাতি ! বল, বল, তল্পী-তল্পা নিয়ে রাতারাতি কোথায় পালাচ্ছ, শীগ্‌গীর বল।

প্রজা। তবে [illegible] কথা শুনুন ঠাকুর, কুমার অসমঞ্জের অত্যাচারে আমরা বড়ই উত্যক্ত, সেইজন্য রাজ্য ছেড়ে পলায়ন ক'চ্ছি।

মধু। কেন তোমরা রাজাব কাছে আবেদন ক'ল্লে না ?

প্রজা। রাজা কি আমাদের কথা শুন্‌বেন্ ? আর তাও বটে—আমরা গরীব, রাজার সম্মুখে কি রকম ক'রে উপস্থিত হব ?

মধু। আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে ; আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।

প্রজা। মাগী ! মাগী ! ছেলে সাবধান কর্ মাগী ! কুমার অসমঞ্জ আস্‌ছে, এখুনি সরযূর জলে ফেলে দেবে।

(অসমঞ্জের প্রবেশ)

অসমঞ্জ। বাঃ, বাঃ, ছেলের গাঁদি লেগে গেছে যে একেবারে !

(একটী ছেলেকে আক্রমণ)

পুত্র। মা—মা।

স্ত্রী। ওগো বাবা গো—আমার কি হ'ল গো !

প্রজা। কুমার ! আপনি আমাদের যুবরাজ, আপনি কোথায় অপরে অত্যাচার ক'ল্লে নিবারণ কর্বেন. তা নয় আপনি—

অসমঞ্জ। চোপ্—চোপ্, ব'কিস্ নি। আমি রাজপুত্র, আমার সখে বাধা দিস্ নি।

মধু। জীব-হত্যায় সখ? কুমার! মহাত্মা বাহুর পৌত্র হ'য়ে ধর্ম্মাত্মা সগর রাজার পুত্র হ'য়ে, এরূপ অধার্ম্মিক আপনি কেন হ'লেন! এ কুৎসিৎ সখ আপনার এল কেন? জগতে কি আর সখ নেই—রাজপুত্র আপনি, —মৃগয়া করুন।

অসমঞ্জ। তোমার সখে আমি সখ ক'র্ব্বো, না? দেখ না, গরীব মানুষ, এক পাল ছেলে, খাওয়াতে পার্ব্বে না, তার চেয়ে দু'টো জলে ফেলে দিলে, তবু কমে যায়; ওরাও ভব-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায়।

(সরযুতে পুত্র নিক্ষেপ)

স্ত্রী। ওগো, আমার কি হ'ল গো!

প্রজা। গরীব ব'লে কি পিতা মাতা পুত্রকে মেরে ফেল্‌তে পারে। আমাদের এমন দ'গ্ধে দ'গ্ধে মাচ্ছে'ন কেন, কুমার? একেবারে মেরে ফেলুন,—আপদ চুকে যাক্। আগে আমাদের মারুন, তারপর পুত্রদের মার্‌বেন্, তখন আর কেউ আমরা বাধা দিতে আস্‌বো না।

অসমঞ্জ। তবে আর মজাটা কি!

(অন্যান্য প্রজাগণের প্রবেশ)

সকলে। কি, কি, কি? হ'য়েছে কি?

প্রজা। ভাই, রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমাদের চোখের সাম্‌নে একটি পুত্রকে সরযূর জলে ফেলে দিয়েছে। তোমরা রক্ষা কর ভাই, নইলে সবাইকে মেরে ফেল্‌বে।

স্ত্রী। রক্ষা কর, রক্ষা কর বাবাগো।

মধু। ভয় নাই, ভয় নাই মা। কেঁদো না, কেঁদো না। প্রজাগণ! তোমরা নরপিশাচকে বন্দী ক'রে রাজার কাছে নিয়ে চল, তিনি বরং তোমাদের পুরস্কৃত ক'র্বেন।

অসমঞ্জ। বটে, ব্রাহ্মণ! আচ্ছা তোমাকে দেখ্‌ছি।

(প্রস্থান)

মধু। প্রজাগণ! তোমরা সকলে মিলে রাজার কাছে চল, এ অত্যাচার যাতে নিবারিত হয়, আমি তার চেষ্টা ক'চ্ছি।

সকলে। জয় হোক্! আপনার জয় হোক্।

মধু। আমি ন্যাক্‌ড়া-পরা বামুন, আমার আর জয়গান ক'র্ত্তে হবে না! এখন যাতে নিজেরা বাঁচ, তার চেষ্টা ক'র্বে এস দেখি। কাল প্রভাতে রাজসভায় নিয়ে যাব। দেখ' সব কথা গুছিয়ে ব'ল্‌তে পার্বে তো?

সকলে। খুব খুব।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজসভা।

সগর, অরিষ্টনেমি, মন্ত্রী, বন্দী ও বন্দিনীগণ।

(বন্দী ও বন্দিনীগণের গীত)

সূর্য্যবংশ-সিংহাসনে আজি শোভিত সগর নরপতি ;
দুর্জ্জন-দমন, সুজন-পালন, জয় জয় জয় জয় ভূপতি।
মেখলার মত বেড়িয়া ধরিত্রী,
রাজিছে রাজা, তোমার কীর্ত্তি,
তব পুণ্য-সুরভি মিশিছে সমীরে, কস্তুরী কর্পূর যেমতি ॥
পাপ তাপ ভীত তব প্রতাপে,
শত্রু শত্রুতা বিস্মৃত তব বীরদাপে,
সুবিশাল তব রাজ্যে, চন্দ্র সূর্য্যের নাহিক অস্তগতি।
রাজ্য আমোদিত ধূপ ধুনা গন্ধে,
বেদ সমুত্থিত সুমধুর ছন্দে,
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-সেবাকারী, প্রজা-রঞ্জন তুমি ছত্রপতি ॥

(বন্দী ও বন্দিনীগণের প্রস্থান)

সগর। অবিরত হৃদি জ্বলে চিন্তার অনলে !
বিষম সঙ্কট !
একদিকে অসমঞ্জ আত্মজ আমার,
অন্যদিকে প্রজাকুল সন্তানের মত,—
উভয়েই প্রিয় মোর কাছে।
কারে রেখে কারে বা ত্যজিব !
কি করিব, হে রাজর্ষি, দেহ উপদেশ,
কি করিলে এ সন্তাপে পাইব নিস্তার ?

কহ ঋষিবর, কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠানে
শান্তি লাভ করে নরে ইহ পরকালে ?

অরিষ্ট। মহারাজ ! ইহ পরকালে মোক্ষ লাভ
একমাত্র সুখের নিদান।
ইহলোকে পুত্র-পত্নী-পোষণ-নিরত,
ধন-ধান্য-সমাকুল অনভিজ্ঞ লোকে,
স্নেহপাশ-নিবদ্ধ মানব
সমর্থ নহেক কভু
পরম পদার্থ সেই মোক্ষ লভিবারে।

সগর। সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ,
আসক্তি-বিমুক্ত তুমি সংসার মাঝারে,
হে রাজর্ষি ! কহ মোরে—
কেমনে মানব মুক্ত হয় স্নেহ-পাশ হ'তে ?
বল, কিসে শান্ত হয় তৃষাকুল মানবের মন ?

অরিষ্ট। অতীব সুদৃঢ়, রাজা, স্নেহের বন্ধন,—
জ্ঞান-অস্ত্র বিনা তার নাহি হয় ছেদ।
জ্ঞান-বলে যবে নর বুঝিতে সক্ষম হয়,—
এ সংসারে কেহ কারো নয়—
ব্যাকুল তখনই সবে জ্ঞান-অস্ত্রে
মায়া-পাশ করিতে ছেদন।
তাই ব'লে মায়ার ছেদন নয়
বনবাসাশ্রম—সংসারে বিরাগ।
রহি' সংসার মাঝারে,

চেষ্টা কর নির্লিপ্ত থাকিতে।
দুগ্ধ যথা মিশায় সলিলে,
সেই মত না মিশিয়া সংসারের সনে,
মাখনের প্রায় চাহ ভাসিতে তাহায়।
“আমা ব্যতিরেকে পুত্র পরিজন
জীবন যাপন কেমনে করিবে,”
এই চিন্তা এককালে কর পরিত্যাগ।
স্বয়ং উৎপন্ন প্রাণী, স্বয়ং বর্দ্ধিত,
সুখ দুঃখ ভোগী,
মৃত্যুগ্রস্ত হ'য়ে থাকে নিজে।
জন্মান্তরীণ করমের ফলে হয় জীব,
পিতা মাতা সংগৃহীত,
কিম্বা স্বোপার্জ্জিত ধনে অধিকারী।
পূর্ব্ব জন্মে যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে,
তার তরে তদনুরূপ
ক'রেছেন নির্দ্দিষ্ট বিধাতা।
অতএব, দেখিতেছ রাজা,
মনুষ্য যখন মৃৎপিণ্ড সম,
আপনার করম অধীন—
তখন বুঝিতেছ, নৃপ,
কিরূপ নিষ্ফল তাহাদের পোষণ-ভাবনা ?
দেখিতেছ যবে স্বজন রক্ষণে তুমি
হইলেও একান্ত চেষ্টিত,

গ্রাসিবারে পারে সদা মৃত্যু তাহাদের;
যখন স্বজন-পোষণ তব শেষ না হইতে
মৃত্যু-মুখে নিপতিত হ'তে পার তুমি;
তোমার স্বজনগণ হইলে গতাসু,
সমর্থ নহেক যবে তুমি
সুখ দুঃখ তাহাদের পরিজ্ঞাত হ'তে;
যখন, জীবিত তুমি থাক বা না থাক,
পরিজনে তব, আপনার কর্ম্ম-নিবন্ধন ফল
হইবে ভুঞ্জিতে—
তখন, বলবান্ অদৃষ্ট ভাবিয়া
আপনার হিতচিন্তা করহ রাজন্।
কেহ কারো নয় এ সংসারে,
জানিয়া বিশেষ,
মোক্ষলাভে কর, রাজা, অন্তর নিবেশ।

সগর। ঋষিবর! হেন কার্য্য অনুষ্ঠানে
মোক্ষলাভ হবে কি আমার?
অশান্তি-অনলে জ্বলিছে হৃদয়—
পুনঃ তাহে শান্তিদেবী হবে কি আসীনা?

অরিষ্ট। মোক্ষই জগতে, রাজা,
একমাত্র পরম সুখের মূল।
যে জন সুমর্থ হয়,—
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য,
ক্ষুৎ-পিপাসাদি করিবারে জয়,

দ্যূত-ক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ,
সুরাপান, মৃগয়া বিষয়ে,
মোহবশে যেই জন আসক্ত না হয় ;
অল্প মাত্রে পরিতুষ্ট যেবা ;
প্রাসাদে, কুটিরে—পর্য্যঙ্কে, ভূতলে,—
উৎকৃষ্ট অন্নে, অথবা কদন্নে,
পট্টবস্ত্রে কিম্বা তৃণ-নির্ম্মিত বসনে,
বল্কলে, কম্বলে, চর্ম্মে সমজ্ঞান যার—
সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়,
অনুরাগ, বিরাগ, ভয়, উদ্বেগে যাহার
সমভাবে স্থির রহে প্রাণ,
ইহলোকে অনর্থের হেতু অর্থ অনিত্য ভাবিয়া,
নিত্যবস্তু অন্বেষণে, একাগ্র অন্তরে
হ'তে পারে প্রবৃত্ত যে জন,
সেই পারে মুক্তিলাভ করিতে যথার্থ।

সগর। ঋষিবর ! ইহলোকে পুত্র পরিজন,
আত্মীয়ের অত্যাচার দেখি'
মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি না জনমে কাহার ?

অরিষ্ট। যদি মোক্ষলাভে স্থিরবুদ্ধি হ'য়ে থাক তুমি
তবে মম বাক্য অনুসারে
মুক্ত ব্যক্তি সম রহ সংসার ভিতরে।

(মধুভাণ্ড ও প্রজাগণের প্রবেশ।)

সকলে। জয় হোক্ ! মহারাজের জয় হোক্ ! আমরা বিপন্ন

হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি; আমাদের রক্ষা করুন।

সগর। বল তোমাদের কিসের বিপদ?

প্রজাগণ। তুই বল্ না, তুই বল্ না।

সগর। বল, নির্ভয়ে বল। শঙ্কা কিসের? আমি তোমাদের রাজা, আমার কাছে ভয় কিসের? বল।

মধু। আজ্ঞে মহারাজ! ওরা রাজসভার কাণ্ডকারখানা দেখে হক্‌চকিয়ে গেছে। কি গো, বল না; এই যে সব এতক্ষণ লাফালাফি ক'চ্ছিলে!

সগর। কে, সখা নাকি? তা তুমিই না হয় বল না, তুমিও তো দেখ্‌ছি এর মধ্যে আছ।

মধু। আজ্ঞে, এর মধ্যে আমি একা কেন, এই মন্ত্রিমশাই, রাজর্ষি,—স্বয়ং মহারাজ পর্য্যন্ত এর মধ্যে র'য়েছেন।

সগর। না, না, তা' বলি নি,—তুমি তো এই প্রজাদের সঙ্গেই এসেছ।

মধু। ওঃ তাই বলুন। বামুনে বুদ্ধি কি না—বড্ড সূক্ষ্ম।

সগর। হ্যাঁ, তা' জানি। তা' যা' জান শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ব'লে ফেল না।

মধু। তবে শুনুন। কি গো, আমি ব'ল্লে চল্‌বে?

সকলে। খুব! খুব! আপনিই আমাদের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা।

মধু। চুপ্ চুপ্ বাইরে গিয়ে—বাইরে গিয়ে—নইলে মহারাজ মনে ক'র্ব্বেন ঘুস্ নিয়েছি।

সকলে। আচ্ছা, আচ্ছা, তবে আর দেরী ক'র্বেন না, তবে আর দেরী ক'র্বেন না।

মধু। তবে শুনুন মহারাজ—আপনার পুত্রের অত্যাচার তো এঁরা আর সহ্য ক'র্ত্তে পাচ্ছেন না। কারুর ছেলে কেড়ে জলে ফেলে দিচ্ছে, কারুর বুকে সেঁকুল কাঁটা বিঁধিয়ে তার সুন্দরী স্ত্রীটিকে নিয়ে পালাচ্ছে, এইরূপ নানান্ রকম অত্যাচার। আমার সাম্‌নেই এই ভদ্দর লোকটির একটি ছেলেকে সরযূতে ফেলে দিলে! যদিচ এখনও যা' আছে, সবাই মিলে এক সঙ্গে চেঁচালে কাণে তালা ধরিয়ে দিতে পারে। তবু হাজার হোক্ বংশ তো বটে—বংশ তো বটে!

সগর। তাইতো কি করি উপায়!
কতবার অসমঞ্জে ব'লেছি বুঝায়ে,
মিনতি ক'রেছি কত,
কিন্তু হয় নাই তাহে কোন ফলোদয়।
দিন দিন তা'র অত্যাচার-স্রোত
বাড়িছে প্রবল।
আর না করিব ক্ষমা!
পুত্র-স্নেহ হৃদয় হইতে
আজি করিলাম দূর।
পাষাণ সমান দৃঢ় করিব হৃদয়,
ভাবিব—

অসমঞ্জ বলি' কেহ ছিল না আমার।
কারো যুক্তি, কারো তর্ক শুনিব না আর।
প্রহরি! যাও—
কোথা আছে অসমঞ্জ আনহ ডাকিয়া।
প্রজার সমক্ষে,
এই দণ্ডে তারে আমি করিব বর্জ্জন।

(প্রহরীর প্রস্থান।)

মন্ত্রী। কিন্তু, নীতিজ্ঞ আপনি নৃপ,
আপনারে নীতি কি শিখাব।
জানেন সকলি
জ্যেষ্ঠ পুত্র—পিণ্ডস্থল তব
কেমনে করিবে, রাজা, তাহারে বর্জ্জন?

সগর। মরণের পরে এক গ্রাস পিণ্ডের কারণে—
এতগুলো প্রজার রোদন
শুনিয়া শ্রবণে,
মহা অত্যাচারী পুত্রে রাখিব যতনে?
মন্ত্রিবর!
জ্যেষ্ঠ পুত্র হস্তে পিণ্ড না পাইলে,
তৃপ্ত যদি নাহি হয় প্রেতাত্মা আমার,
অসন্তুষ্ট হয় পিতৃলোক,—
হোক্—ক্ষতি নাহি তায়—
প্রজা মোর থাকুক্ সুখেতে।
আর ভাব কি সচিব,

কুলাঙ্গার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি করে পিণ্ডদান,
তুষ্ট হ'য়ে সেই পিণ্ড
পিতৃলোকে করে কি গ্রহণ ?
আমি রাজা—
পুত্র পত্নী পরিবার নাহিক আমার,
প্রজা মোর সবে।
শাস্তি-দণ্ড ক'রেছি ধারণ—
দুর্জ্জন যে-জন, তারে করিব দমন,
শান্তি দান করিব সুজনে ;
পক্ষপাত ভেদাভেদ নাহিক তাহায়।

অরিষ্ট। সাধু! সাধু নরনাথ!
ভুবন ভরুক্ রাজা, কীর্ত্তিতে তোমার।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

সগর। কই, কি সংবাদ ? অসমঞ্জ কোথা' ?

প্রহরী। তিনি কুঞ্জবনে বায়ুসেবন ক'চ্ছেন আমি তাঁর কাছে আপনার আজ্ঞা নিবেদন ক'ল্লেম্; তিনি ব'ল্লেন আমি এখন যাব না।

সগর। দেখ সবে পুত্রের ব্যাভার!
না, আর নয়,
রাজ্য হ'তে বিতাড়িত না করি' তাহারে,
জলস্পর্শ করিব না আজি।
যাও প্রজাগণ,
নিশ্চিন্ত অন্তরে সবে আপন আবাসে।

এক দণ্ড পরে, কেহ আর
অসমঞ্জে অযোধ্যায় পাবেনা দেখিতে।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

সুমতি ও অসমঞ্জ।

সুমতি। জ্যেষ্ঠ পুত্র, বংশের দুলাল তুমি,
কোথা' যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
করিবে তোমায় নৃপ,
জননী তোমার ব্রাহ্মণ সজ্জনে কোথা'
ধন রত্ন আনন্দে বিলাবে,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ
ঊর্দ্ধ করে করিবে আশীষ,
হবে প্রিয় সবাকার,
তা' না সকলেই তব নামে করে মার মার।
এই কি রে ভাল যাদুমণি?
তব আচরণে ক্ষুব্ধ মহারাজ,
ক্ষুব্ধা অতিশয় জননী রে তোর!

পুত্র তুই, জানিস্ কি বাছা,—
কত ভালবাসে তোরে জনক জননী ?
প্রাণপাত করিবারে পারে
তোর মঙ্গলের তরে।
হেন পিতা-মাতা প্রাণে
ব্যথা দেওয়া উচিত কি তব ?

অসমঞ্জ। কেবা পিতা মাতা, পুত্র কেবা কার ?
কর্ম্মবশে আসিয়াছি ভবে,
চ'লে যাব কর্ম্মশেষ হ'লে।
নহে এক জন্ম মোর—
কত জন্ম, কত যুগযুগান্তর
গিয়াছে কাটিয়া—
পুনঃ কত যাইবে কাটিয়া ;
কত জনে বলিয়াছি জনক জননী,—
বলিব বা আরও কত জনে ;
পুত্র ভেবে মায়ার বন্ধনে
যেইমত তোমরা আমায় বাঁধিতে চাহিছ,
এইমত কত জনে পূর্ব্বে বেঁধেছিল,—
ভবিষ্যতে বাঁধিবে বা কত।
কিন্তু চিরদিন কেহ রাখিতে নারিবে।
এইরূপ নিত্য কত দেখিতেছ, মাতা,
বক্ষের শোণিত দিয়ে যে পুত্রে জননী
ক্ষুধা তৃষ্ণা তেয়াগিয়া করিছে পালন ;

আপ্রভাত সন্ধ্যাবধি
ললাটের স্বেদবারি ঝরায়ে চরণে,
যে পুত্রের স্বচ্ছন্দ বিধান হেতু
আকুল পরাণে ধনার্জ্জন করিছে জনক ;—
যেন নন্দন হইলে সুখী
চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হইবে তাহার—
সেই পুত্র একদিন কাটাইয়া মমতার ফাঁস,
স্নেহের বন্ধন সব করিয়া ছেদন,
ঘুমাল এমন—জননী জনক তার,
সারাটী জীবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া
সে ঘুম টুটিতে তার পারিল না আর !
বৃথা শোকে মগ্ন হ'য়ে
শুধু, নিজেদের ইহকাল
পরকাল করিল বিনাশ।
তবে, জেনে শুনে, সাধ ক'রে
কেন মাতা, বদ্ধ হও মায়ার বন্ধনে ?
মায়া যত বাড়িবে প্রবল
ইহজগতের দুঃখ তত বাড়িবে জননি !

সুমতি। হইতে রমণী যদি,—
কি যে উপাদানে গঠিত হৃদয় তার
বুঝিতে যদ্যপি—
বুঝিতাম, মায়াত্যাগ করিতে কেমনে ?
কত যোগী, ঋষি,

বনে বসি', আজীবন তপস্যা করিয়া,
তবু মায়া ছেদিতে না পারে ;
দারুণ সংসারী মোরা,—
কেমনে করিব বল সে মায়া ছেদন ?
শোন্ কথা, জনক জননী প্রাণে
আর বৎস, দিস্ নারে ব্যথা।
জানিস্ তো পিতারে তব ?
ক্রুদ্ধ হ'লে থাকে না ক' জ্ঞান।
ভয় হয়—পাছে তোরে করে বা বর্জ্জন।

অসমঞ্জ। হেন দিন হবে কি আমার !
সেই মতি হবে কি পিতার !
মুক্ত হব এ ভীষণ নাগপাশ হ'তে !
রাজপুত্র-মোহ ঘুচে যাবে হৃদয় হইতে,
রাজবেশ অলঙ্কার করি' উন্মোচন,
হাসিতে হাসিতে পরি'
জটা, চীর, বাকল বসন,
হাসিতে হাসিতে বনে করিব প্রয়াণ।
আর কতদিন—ভগবান্, কতদিন আর—
কতদিনে আর ব্রহ্মানন্দে পূরিবে হৃদয়,
কেটে যাবে ভ্রম-অন্ধকার,
স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটিবে অন্তরে।

(প্রস্থান।)

সুমতি। কি যে বলে ' বুঝিতে না পারি !
নহে তো এ অজ্ঞানের,
উচ্ছৃঙ্খল যুবকের কথা। ছত্রে ছত্রে-

(কেশিনীর প্রবেশ।)

কেশিনী। অসমঞ্জ ছিল না হেথায় ?
সুমতি। হ্যাঁ দিদি, এইমাত্র যাইল চলিয়া।
এতক্ষণ তারে যতনে বুঝা'তেছিনু।
কিন্তু সে, দিদি, কি যে কথা কয়,
এক বর্ণ বুঝিতে পারিনা তার।
তবে এটা বুঝিয়াছি—সেই কথা
সামান্য মানবে কভু পারে না কহিতে।
দিদি, নহে কুলাঙ্গার পুত্র তব,
ইক্ষ্বাকু কুলের মান রাখিবে নিশ্চয়,—
শিববাক্য মিথ্যা নাহি হবে।
কেশিনী। দেববাক্য বড়ই জটিল—
দেবলীলা অতীব রহস্যময়।
কি যে আছে তাঁর মনে, বোন্,
তিনিই জানেন তাহা।
শুনেছ সুমতি, আজি পুনঃ প্রজাগণ,
নন্দন বিপক্ষে মোর
জানাইতে অভিযোগ,
এসেছিল মহারাজ-পাশে !
সুমতি। কিবা অভিযোগ ?

কেশিনী। সেই একই পুরাতন কথা।
কারো পুত্রে সরযূতে ক'রেছে নিক্ষেপ,
কারো সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা হরণ ক'রেছে বলে—
সুমতি। মিথ্যা কথা দিদি!
অসমঞ্জের শুনিয়াছি কথা,
দেখেছি মূরতি মুহূর্ত্তেক আগে।
নরহত্যাকারী, পাষণ্ডের
সৌম্য মূর্ত্তি হয় না তেমন!
কথা শুনে তার প্রাণ গ'লে গেল!
হত্যাকারী, লম্পটেরা
সেই কথা পারে কি কহিতে?
কেশিনী। প্রজাগণ মিথ্যা কেন কহিবে সুমতি!
যাই হোক্—সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্,—
প্রজার সমক্ষে,
সভামাঝে মহারাজ ক'রেছে প্রতিজ্ঞা—
অসমঞ্জে না করি' বর্জ্জন
জলস্পর্শ করিবে না আজি।
সুমতি। এ বারতা কোথায় শুনিলে, দিদি?
কেশিনী। সভা-সংলগ্ন অলিন্দের গবাক্ষ হইতে
স্বকর্ণে শুনেছি আমি।
সুমতি। তবু স্থির ভাবে, এখনও
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা?
নাহি জানি কেমন জননী তুমি,

কেমন পরাণ তব !

কেশিনী। বল্ বোন্, কি করিব তবে ?
পতি মোর ক'রেছে প্রতিজ্ঞা,
পত্নী হ'য়ে কেমনে লঙ্ঘিব বল ?
বিধিলিপি অবশ্য পূরিবে।
ক্ষুদ্র নারী আমি,—
কি করিব বাদী হয়ে তায় !

সুমতি। না, তব সনে বাক্যালাপে নাহি ফলোদয়।
দেখি, অসমঞ্জ কোথায় গেল,
রাখিগে লুকায়ে তারে
নৃপতির কোপ-দৃষ্টি হ'তে।

(প্রস্থান।)

(সগরের প্রবেশ।)

সগর। কই, কই, কোথা অসমঞ্জ ?
বল রাজ্ঞি,
কোথায় নন্দনে তব রেখেছ লুকায়ে ?

কেশিনী। লুকাইয়ে রাখিব তনয়ে !
হেন পুত্রস্নেহ, রাজা, রাখিনি হৃদয়ে।
আর পতি তুমি মোর—
বর্জ্জন করিবে তা'রে
সভামাঝে ক'রেছ প্রতিজ্ঞা,
আমি, পত্নী হ'য়ে বাধা দিব
প্রতিজ্ঞা পালনে তব !

হেন হীনকুলে রাজা,
করি নাই জনম গ্রহণ।

সগর। কোথায় নন্দন তব জান না কি তবে?
শুনিলাম প্রহরীর মুখে
কুঞ্জবনে সেবিছে বাতাস;
যাইয়া তথায় দেখিলাম
কেহ কোথা নাই।

কেশিনী। আমিও জানি না প্রভু!
তবে, কিছু পূর্ব্বে ছিল এইখানে,
বাক্যালাপে মগ্ন ছিল সুমতির সনে;
আমি তা'রে তিন দিন দেখিনি নয়নে—
দেখিবার তরে তাই হেথা এসেছিনু আমি;
কিন্তু, শুনিলাম সুমতির মুখে,
এখনি সে যাইল চলিয়া।

সগর। বটে! তবে সুমতি নিশ্চয় তা'রে
রেখেছে লুকায়ে।
দেখি, কোপদৃষ্টি হ'তে মম
কে রাখে তাহারে। (প্রস্থান।)

কেশিনী। মহাদেব! বল দাও হৃদে,
বড়ই কঠোর কার্য্যে
অগ্রসর হইয়াছি আজি।
দেখ' দেব, বদ্ধ হ'য়ে পুত্র-মমতায়
কর্ত্তব্য-স্খলিত যেন না হই শঙ্কর! (প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

কুঞ্জবন।

অসমঞ্জ।

অসমঞ্জ। সৃষ্টির কি কৌশল সুন্দর!
সকলি নশ্বর—
তবু সত্য বলি' ভ্রম নিরন্তর!
চিরস্থায়ী এ সংসারে নহেক তো কিছু;
জানি, তবু মনে হ'লে ব্যথা লাগে প্রাণে।
হাসা'য়ে গগন, হাসা'য়ে ধরণী,
হাসি' হাসি' দিনমণি
ওই যে ফুটেছে সুনীল গগনে,
নিকুঞ্জ কাননে, ফলে ফুলে, তরু লতিকায়,
হাসির হিল্লোল ওই বহিয়া যে যায়,—
মুগ্ধ হ'য়ে দেখিতেছি বিস্মিত নয়নে,—
কতক্ষণ, কতক্ষণ রহিবে ও হাসি!
ক্ষণমাত্রে অন্ধকারে ঢাকিবে গগন,
লুকাইবে হাসি, লুকাবে তপন,
আঁধারে ডুবিয়া যাবে নিকুঞ্জ কানন
জানি সব—সে দৃশ্য স্মরিতে তবু,
প্রাণে বেদনা জাগে।
ধন, জন, প্রাণ-প্রিয় পরিজন,
আপনি, আপন জীবন,

অসত্য সকলি—
কিন্তু কিবা সত্য আবরণে ঘেরা!
মিথ্যা বলি' কে করে বিশ্বাস!
নহে সামান্য শকতি!
কে তুমি হে শক্তিমান্—কে তুমি মহান্!
মিথ্যা এই মায়া-জাল হ'তে মুক্ত কর মোরে।
হীন আমি,—
চরণে তোমার মোরে করিয়া বিলীন
নিত্য যাহা, সনাতন, নহেক নশ্বর যাহা—
সেই সত্যালোক দেখাও আমারে প্রভু!

(লতাগুল্মাদির মধ্যে উপবেশন করিয়া গীত)

কে তুমি শক্তিমান্!
দৃশ্য কি অদৃশ্য, সাকার কি নিরাকার, কে তুমি মহান্!
কেমন যে তুমি কভু দেখিনাই,
শুধু শকতির তব পরিচয় পাই,
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ব্যোম্, মরুৎ, লইয়া প্রপঞ্চ এ পঞ্চ ভূত.
কি খেলা খেলিছ—ভাবিতে হারাই জ্ঞান।
এ নশ্বর বিশ্ব কি শকতি-বলে,
সত্য, বাস্তব বুঝাও সকলে,
জ্ঞান দিয়া পুনঃ বল কি কৌশলে, রাখ সবে মুহ্যমান।
সত্য কি আছে দেখাও আমারে,
শিখাইয়ে দাও চিনিতে তোমারে,
লহ-লহ মোরে মিশায়ে তোমাতে,
আমিত্ব-মত্ততা মম হোক অবসান্।

(গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ হওন ও দূরে সুমতির প্রবেশ।)

সুমতি। কই, কোথায় অসমঞ্জ!
পাতি পাতি খুঁজিলাম সব,
কোথাও না দেখা পেনু তার;
অসমঞ্জ! অসমঞ্জ!
নাহিক'উত্তর কোন—
এখানেও আসে নাই তবে।
ওকি! ওকি!
প্রস্তর-মূরতি সম বন-অন্তরালে
ওই যে কে রয়েছে বসিয়া!
ওই যে, ওই যে, অসমঞ্জ, বৎস মোর!
হেথায় লুকায়ে আছ?
আর আমি ত্রিভুবন মরিতেছি খুঁজে।
অসমঞ্জ! অসমঞ্জ!
একি, নিষ্পন্দ শরীর—
পাষাণ-মুরতি সম অচল অটল!
একি, কি হ'ল বাছার!
অসমঞ্জ! অসমঞ্জ!
কি হেতু নীরব বৎস,
কেন আঁখি নিমীলিত?
চেয়ে দেখ, চাঁদমুখে কথা কও বাপ্।
মহারাজ এখনি আসিবে
তোমা', করিতে বর্জ্জন।
ওঠ বৎস, লুকাইয়ে রাখিগে তোমারে

(দূরে সগরের প্রবেশ ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি ।)

সগর। ওই যে, আর কোথা যাবে !
সুমতি র'য়েছে হোথা—
ওইখানে হতভাগ্য আছে সুনিশ্চয়।
দৃঢ় হও মন,—নয়ন,
মিনতি তোমারে,
অগ্রসর হইও না
সগরের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে।
মর্ম্ম ! ব্যথা পাও যদি, রাখিও অন্তরে,—
যেন লেশ মাত্র ঘ্রাণ তার
কেহ না জানিতে পারে।
দিনকর, বংশের আকর,
তব তেজে হ'য়ে গরীয়ান্
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
দেখ' দেব, মুক্ত যেন হই তাহা হ'তে।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ !
যে শক্তির বলে, সত্যরক্ষা তরে,
ক'রেছিলে স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় ;
বংশধর আমি হে তোমার—
সেই শকতির এক কণা
দাও হে আমারে আজি,
মুক্ত হই সত্যপাশ হ'তে।

সুমতি। সর্ব্বনাশ ! মহারাজ !

অসমঞ্জ ! অসমঞ্জ !

সগর। সুমতি !

মাতার অধিক স্নেহ দেখি যে তোমার !

সুমতি। অসমঞ্জে গর্ভে ধরি নাই ব'লে,
বলিছ এমন ? গর্ভে ধরি নাই বটে,
কিন্তু যে রাজা, এতটুকু হ'তে
বক্ষের শোণিত দিয়ে
অসমঞ্জে ক'রেছি পালন।

সগর। বেশ, মহত্ত্ব তোমার। ছাড় এবে,
কুলাঙ্গারে রাজ্য হ'তে করি বিতাড়িত।
একি, যোগে মগ্ন নন্দন আমার !
নরহত্যাকারী, পাষণ্ড, লম্পট !
কৌশলও শিখেছ বিস্তর '
ভণ্ড, ভাবিয়াছ মনে,
এই রূপ ধ্যানেতে নিমগ্ন রহি'
বক-তপস্বীর ভাবে ভুলাবে আমায় !
কিম্বা এ কৌশল তোমার, সুমতি ?
যারই হোক্, বৃথা এ প্রয়াস !
প্রজাগণে দিয়াছিস্ ব্যথা
না করি' বর্জ্জন তোরে
জলস্পর্শ করিব না আজি।
ওঠ্ কুলাঙ্গার,
দূর হ' রে এই দণ্ডে সাম্রাজ্য হইতে।

সুমতি। মহারাজ! পুত্র—

সগর। পুত্র! কে পুত্র আমার!
না, না, কেহ নাই মোর।
কর্ত্তব্যের কাছে পুত্র পরিবার কিবা!
আমি রাজা—
প্রজার পালন কর্ত্তব্য আমার;
সে কর্ত্তব্যের তরে
ভীষণ পাতক যদি হয় করিবারে—
হাসিমুখে তাহাও করিব;—
এতটুকু কুণ্ঠা কভু আনিব না মনে।
অসমঞ্জ!
এই দণ্ডে দূর হ' রে সাম্রাজ্য হইতে।

(সবলে অসমঞ্জের হস্তাকর্ষণ ও তাহার ধ্যান ভঙ্গ হওন।)

অসমঞ্জ। এঁ্যা! এঁ্যা! কোথায় মিশাল
সেই সঙ্গীত লহরী! জ্যোতির্ম্ময় তেজ!
কোথায়—কোথায় লুকাল সব!

সগর। ভণ্ডামিতে ভুলাবি আমায়?
দূর হ', দূর হ' রে কুলাঙ্গার,
এই দণ্ডে সাম্রাজ্য হইতে।
কেহ যদি রাজ্যমাঝে দেখে পুনরায়,
শিরশ্ছেদ হইবে রে তোর!

অসমঞ্জ। এতদিনে পূরিল কামনা মোর।
মহারাজ!

সংসারের চোখে তুমি জনক আমার.
তুমি মোর পালিকা জননী,—
লহ দোঁহে নমস্কার মোর;
চলিলাম আমি,
অযোধ্যায় আর পুনঃ কেহ না দেখিবে মোরে।

(অসমঞ্জের স্ত্রীর প্রবেশ।)

স্ত্রী। কোথা যাও, অধিনীরে ফেলি', প্রাণনাথ!
দাসী আমি, সাথে লও আমারে তোমার, প্রভু!

অসমঞ্জ। যাইতেছি শৃঙ্খল কাটায়ে
পুনঃ প্রিয়ে, আসিয়াছ শৃঙ্খল পরাতে পায়!
কার দাসী তুমি? কারে প্রভু বল?
সকলেই দাস দাসী সংসার মাঝারে।
প্রভু শুধু একজন—
শক্তিমান ভগবান্ যিনি;
কর তাঁর সেবা।
এ সংসারে সকলি অনিত্য
একমাত্র সনাতন, নিত্যবস্তু তিনি।
কায়মনোপ্রাণ ঢেলে দাও চরণে তাঁহার।
কতবার এ কথা তো ব'লেছি তোমায়,
আপনা বিস্মৃত তুমি কেন হও, প্রিয়ে?

স্ত্রী। তুমি মোর প্রভু, আমি দাসী তব।
জীবনে এ জানিয়াছি সার —
পতি ভিন্ন অন্য প্রভু

রমণীর নাহিক দ্বিতীয় আর।
তুমি আর ভগবান্
দাঁড়াইয়া পাশাপাশি থাক যদি দোঁহে,
অগ্রে আমি পূজিব চরণ তব,
ভগবানে পূজা দিব পরে।
সাথে লও প্রভু!
আমারে না লইলে সঙ্গেতে,
কার্য্য-সিদ্ধি হবে না তোমার।

সগর। রাজার নন্দিনী তুমি, রাজ-পুত্র-বধূ।
কুলাঙ্গার সনে কোথা যাইবে জননি!
অন্তঃপুর-নারী তুমি, রহ অন্তঃপুরে।
কি করিবে মা, অদৃষ্ট তোমার!
তাই, হেন পতি করিয়াছ লাভ।
ভগবানে জানাও বেদনা,
ভাব মনে পতিহীনা তুমি,
পতি তব গিয়াছে মরিয়া।

স্ত্রী। মহারাজ, আপনি রমণী হ'লে এ কথা কখনও ব'লতে পার্ত্তেন না। ধার্ম্মিক স্বামীর সঙ্গে যে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে, যে ক্রিয়ানুষ্ঠানে রমণীর বিবাহ হয়, অধার্ম্মিক স্বামীর সঙ্গেও সেই মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে, সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে, সেইরূপ অগ্নিসাক্ষী ক'রে কি রমণীর বিবাহ হয় না? মহারাজ, পতি ভীষণ পাতকী হ'লেও রমণীর নিকট দেবতার মত পূজনীয়।

কিন্তু আমার স্বামী তো অধার্ম্মিক নন্;—মহারাজ!
আপনি আমার স্বামীকে চিন্‌তে পাল্লেন না!

অসমঞ্জ। ওকি! ও আবার কিবা বলিতেছ তুমি?
যদি দেবসম পূজনীয়
ভাব তুমি পতিরে তোমার,
তবে, করিতেছি আজ্ঞা যাহা করহ পালন।
আছে তব কুসুম-কোমল সুকুমার শিশু,
করহ পালন তারে,
নৃপতির স্নেহ-সুশীতল ছায়ায় রহিয়া।
যাইতেছি মায়ার বন্ধন কাটি',
মায়া-ডোরে আর মোরে বাঁধিও না প্রিয়ে!

(ধীরে ধীরে কেশিনীর প্রবেশ।)

আসিয়াছ মাতা?
এতক্ষণ প্রতীক্ষায় আছিনু তোমার।
লহ মাতা প্রণাম আমার—
রাজ্য ত্যজি', যাইতেছি পিতার আদেশে।

স্ত্রী। মা, মা, কি হোল আমার মা!

কেশিনী। কাঁদিও না বাছা, ডাক ভগবানে—
রণে, বনে, দুর্গমে, কান্তারে—
স্বামীরে তোমার, বাছারে আমার
রক্ষিবেন তিনি।
অসমঞ্জ, করিলে এমন কাজ,
প্রতিকার নাহিক যাহার;—

যাও বৎস, কি আর বলিব তোমা,
বেঁচে থাক—যেথা থাক তুমি।

অসমঞ্জ। মহারাজ!
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদিবে আকাশে,
তব যশ গাইবে সংসার।
আত্মত্যাগ ক'রেছ মহৎ,—
প্রজার কারণে, আপন নন্দনে ক'রেছ বর্জ্জন।
কিন্তু, পুত্রনাশ ক'রেছি যাদের সরযূ-সলিলে,
হরিয়া সবলে রূপবতী ভার্য্যা যাহাদের
হৃদয়ে দিয়েছি ব্যথা,
বর্জ্জনে আমার—সে ব্যথা না ঘুচিবে তাদের।
কিন্তু পিতা,
কারো হৃদয়ের ক্ষোভ রাখিব না আমি।
যোগ দৃষ্টি দিতেছি সবায়—
দেখ সবে কুঞ্জবনে,
মহানন্দে খেলিতেছে তারা।
কাহারেও মারিনি জীবনে,
বলাৎকার করি নাই কোন রমণীরে,—
জননী আমার সবে।
তবে, চলিলাম আমি, মহারাজ!
যার যেবা শিশু নারী অর্পিও তাহায়।

(অসমঞ্জের প্রস্থান।)

সগর। বৎস! বৎস আমার!
না বুঝিয়া নিজপায়ে মেরেছি কুঠার।
সত্যই তোমারে বৎস, পারিনি চিনিতে!
কই, কই, কোথা গেল নন্দন আমার!
অসমঞ্জ! অসমঞ্জ!
ভস্ম মাঝে ছিল বহ্নি,—হীরক অঙ্গারে—
হীন আমি—কেমনে বুঝিব বাপ্।

সুমতি। মহারাজ, চিরকাল ব'লেছি তো আমি,
অসমঞ্জ নহেক সামান্য।
শিববরে জন্মেছে কুমার
সূর্য্যবংশ পবিত্র করিতে।

সগর। ওহো! না বুঝে কি কার্য্য করিলাম!

(মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম ও সুমতি ও কেশিনী কর্ত্তৃক ধৃত হওন।)

কেশিনী। শান্ত হোন্ মহারাজ,
আপনি অধীর হ'লে
স্থির রব আমরা কেমনে?

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ-কক্ষ।

সগর, অরিষ্টনেমি, বশিষ্ঠ ও মন্ত্রী।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! ভবিতব্য যা', হ'য়েছে, তার জন্য অনর্থক ক্লেশ ক'রে কেন হৃদয়ের শান্তি নষ্ট ক'চ্ছেন? আপনার ও আপনার পূর্ব্বপুরুষের সুকৃতির বলে অসমঞ্জের মত পুত্র পেয়েছেন; আপনার পুত্র মহাযোগী, একি কম সৌভাগ্যের কথা! না, মহারাজ, আর খেদ ক'র্বেন না। যার প্রতিকার নাই, তার জন্য দুঃখ ক'রে লাভ কি! দেখুন, পুত্রশোকে মুহ্যমান্ হ'য়ে, আপনি কিরূপ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়েছেন! যজ্ঞাদিতে আর আপনার স্পৃহা নাই, শাস্ত্রালোচনায় আপনি বীতরাগ, সকল কার্য্যেই যেন আপনি উদাসীন। কেন, যার জন্য এই সব ক'চ্ছেন তিনি আপনার কার্য্য ক'রে যাচ্ছেন; আপনি কেন তবে হেলায় আপনার ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'চ্ছেন।

সগর। আমার মস্তিষ্ক বড়ই দুর্ব্বল। বলুন কি ক'র্ব্বো? কি ক'র্লে জীবনে শান্তি পাব বলুন, আমি এখনি তা' ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছি।

বশিষ্ঠ। আমি পুরোহিত আপনার হিতের জন্য ব'ল্‌ছি,—আপনি নবনবতি অশ্বমেধ সম্পন্ন ক'রেছেন, পুনরায় আর একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন। আপনার চিত্ত শান্ত হবে, আপনি প্রাণে আনন্দ অনুভব ক'র্ত্তে পার্ব্বেন।

অরিষ্ট। মহারাজ! বশিষ্ঠদেব যা' ব'ল্‌ছেন্ সেই মত কার্য্য করুন, আপনি যজ্ঞের আয়োজন করুন। শত অশ্বমেধ পূর্ণ হ'লে আপনার অনন্ত স্বর্গ হবে।

সগর। মন্ত্রিবর!

এইক্ষণে কর তবে যজ্ঞের উদ্যোগ।
অশ্বমেধ রীতি নীতি জান তো সকলি,—
অন্বেষিয়া আন এক সুলক্ষণ বাজী,
জয়পত্র বাঁধিয়া ললাটে তার,
মহর্ষির আজ্ঞা অনুসারে,
শুভলগ্নে ছেড়ে দাও পৃথিবী-ভ্রমণে।
র'য়েছে সহস্র ষাটি তনয় আমার,
তুরঙ্গ রক্ষণে সবে করিব নিযুক্ত।

বশিষ্ঠ। ধীরে, ধীরে, ব্যস্ততার নহে কার্য্য এই।
অশ্বমেধ সংখ্যা শত করিবে পূরণ,
ভাব কি রাজন্,
বিনা বিঘ্নে হবে সম্পাদন?

বিঘ্নহীন স্থান দেখি'
নির্দ্দেশিতে হবে যজ্ঞ-ভূমি।
অতি সাবধানে, স্থির করি' মস্তিষ্ক নৃপতি,
মঙ্গল মুহূর্ত্ত দেখি'
প্রতি কার্য্য হবে আরম্ভিতে।
এ যজ্ঞের এতটুকু ক্ষুদ্র উপচারও
শুভ লগ্ন বিনা যেন
সংগৃহীত নাহি হয় কভু।

সগর। করিবেন যেরূপ আদেশ,
সেই মত হবে অনুষ্ঠান।

বশিষ্ঠ। বেশ, আজি হ'তে মহিষীর সনে,
শুদ্ধাচারে থাক সংযমনে ;
চলিনু আশ্রমে আমি,—
শুভলগ্ন করিয়া গণনা,
করিবারে যজ্ঞের উদ্যোগ,
অনুমতি দানিব তোমায়।
খুব সাবধান—
এতটুকু ছিদ্র যেন না হয় যজ্ঞেতে।

সগর। আশীর্ব্বাদ সবই আপনার।
প্রণাম চরণে দেব !

বশিষ্ঠ। হোক্ বৎস, কল্যাণ তোমার।
শান্তিলাভ করহ জীবনে।

(প্রস্থান।)

সগর। আসুন,

রাজন্যগণে জানাই গে' এ শুভ-বারতা।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

অযোধ্যা—পুরস্থ প্রাঙ্গণ।

কেশিনী সুমতি ও অংশুমান্।

অংশু। ঠাকুরদাদার জোর বরাৎ, ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি।

কেশিনী। কেন, তোমার হিংসে হ'চ্ছে ?

অংশু। হ্যাঁ, না, একটু একটু হ'চ্ছে বই কি !

সুমতি। তা', তুমিও ক'রে ফেল না। শুধু ডাইনে বাঁয়ে কেন ? অধঃ, উর্দ্ধে, সম্মুখে, পশ্চাতে চিনির নৈবিদ্যি খাও না !

অংশু। পাই কই ?

সুমতি। আমাদের একজনকে নেবে ?

অংশু। হ'লে মন্দ হয় না, হ'লে মন্দ হয় না,—তবে কি না এক বোঁটায় দুটি ফুল ফুটে আছে, ভাঙ্গবো ! আহা কি রূপ ! আচ্ছা, ঠাকুমা, যৌবনে তোমরা আরও সুন্দরী ছিলে, না ?

কেশিনী। ও খুব, খুব।

অংশু। কি রকম, কি রকম, শুনি।

সুমতি। ও, সে এত সুন্দরী ছিলুম্, যে সে বড্ড সুন্দরী ছিলুম্।

অংশু। বাঃ, আমিও তো বেশ বুঝলুম্! কি রকম সুন্দরী ছিলে, তাই বল।

সুমতি। অপ্সরা দেখেছিস্?

অংশু। না, তা' আর কোত্থেকে দেখ্‌বো।

সুমতি। তবে, তোকে কি ক'রে বোঝাই।

অংশু। আচ্ছা, ধর, অপ্সরা দেখেছি—

সুমতি। আমরা সেই অপ্সরার মত সুন্দরী ছিলুম্।

অংশু। ওঃ, তাহ'লে তো তোমরা বড্ড সুন্দরী ছিলে, ঠাকুমা!

কেশিনী। ওঃ বড্ড! বড্ড! নইলে তোমার ঠাকুর্দ্দা আমাদের বিয়ে করে!

অংশু। ঠাকুর্দ্দা বুঝি তোমাদের বিয়ে ক'ল্লে?

কেশিনী। তোমার কি রকম মনে হয়?

অংশু। এঁ্যা, ঠাকুর্দ্দা তোমাদের বিয়ে ক'ল্লে! না, একেবারে অরসিক! আমি ভেবেছিলুম্ বুড়োর কিছু রসবোধ আছে; না, একেবারে অরসিক! একেবারে! বিয়ে ক'ল্লে? আর তোমরাও স্থুড়্ স্থুড়্ ক'রে ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে চ'লে এলে?

কেশিনী। কেন, এতে কিছু ভুল হ'য়েছে?

অংশু। ভুল? ও বাবা, সাংঘাতিক ভুল হ'য়েছে। সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখে, কোথা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে

থাক্‌বে, মুখে-মুখে দুটো একটা কবিতা আওড়াবে, কত নিশ্বেস ফেল্‌বে, কত বুক চাপ্‌ড়াবে, তা নয়, চোখে দেখা—আর বিয়ে! এমন সৌন্দর্য্যের পশরা, দাম তুল্‌তে পাল্লে না? আরে ছ্যা! তোমাদের বুঝি এ চোরাই রূপ? তাই যা পেয়েছ তাতেই তাড়াতাড়ি ঝেড়ে দিয়েছ?

সুমতি। তোমার মত খ'দ্দের পাব জান্‌লে আমাদের প্রাণটাকে ধ'রে রাখ্‌তুম্। কি বল, দিদি?

কেশিনী। তাইত।

সুমতি। তা', নাত্‌বউকে ভাল ক'রে শিখিয়ে দিতে হবে, বেশ ক'রে যেন পা টা টিপিয়ে নেয়। এমন রসিকচন্দ্র স্বামী!

অংশু। ঐ, তোমাদের বুড়ো প্রাণ আস্‌ছেন, আমি পলায়ন দি'। আবার ভাব্‌বেন, আমার অংশে ভাগ বসাতে এসেছে। একটু যে নিরিবিলি কথা কইবো তারও যো নাই।

সুমতি। পালাবে কোথায়? আগে মহারাজকে সব কথা বলি

অংশু। মহারাজকে বল্‌বে এ কথা জন্মে হয় নি। তাহ'লে কোন শালা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা ক'র্ত্তো। বাবা, তোমরা যে আমায় দয় মজাতে চাও দেখ্‌ছি।

কেশিনী। (আত্মগত) আজ যে মহারাজের মুখে একটু হাসি দেখ্‌ছি! মহাদেব!

অংশু। কি বাবা, তুমি আবার কি মন্তর আওড়াচ্ছ

(সগরের প্রবেশ।)

সগর। কি, কি, হয়েছে কি ?

অংশু। দোহাই, দোহাই ঠাকুরদাদা, আমার কোন অপরাধ নেই। আপনার মহিষীরা, এই দেখুন আমায় পাক্ড়াও ক'রেছে।

সগর। তুমি হয়তো ওদের কিছু ইসারা ক'রেছিলে ?

অংশু। কিছু না। হ্যাঁ গো, তোমাদের কিছু ক'রেছি, বল না ?

সুমতি। তুমি আমাদের বিয়ে ক'রেছ ব'লে, ওর হিংসে হ'চ্ছে।

সগর। এইতো, কি বল্‌ছে কি ?

অংশু। ও একেবারে মিথ্যে কথা। ডাহা মিথ্যে। শুন্‌বেন্ না, আপনি শুন্‌বেন্ না। ওরাই ব'ল্‌ছিল যে আমাদের একজনকে নেবে ?

সুমতি। না, গো, এই আমাদের রূপের কত সুখ্যাতি ক'চ্ছিল।

সগর। হ্যাঁ রে শালা ? আয় তবে দুজনে বদ্‌লাবদ্‌লি করি আয়। নাতবউকে দে আমায়, আর তুই এদের নে।

অংশু। বাবারে! তার চেয়ে বলুন না কেন, আমার গলায় ছুরি দেবেন। বাবা, খুব মেয়েমানুষ যাহোক্ তোমরা।

(প্রস্থানোদ্যত।)

সগর। শোন্, অংশুমান্, যাস্ নি—কথা আছে।

অংশু। আমার সঙ্গে আবার কথা কিসের ?

সগর। আমি শীঘ্রই অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হব।

অংশু। সত্যি নাকি ?

সগর। আমি কি মিথ্যা ব'ল্‌ছি।

অংশু। তাহ'লে কবে হবে ?

সগর। তার এখনও ঠিক নেই। বশিষ্ঠদেব যে দিন ব'লবেন, সেই দিন থেকে আরম্ভ হবে। কেশিনি, সুমতি, তোমরা আজ হ'তে শুদ্ধাচারে সংযম ক'রে থাক। এইবার আমার শতাশ্বমেধ পূর্ণ হবে। এ যজ্ঞ পূর্ণ হ'লে, আর আমাদের পৃথিবীতে আসতে হবে না।

অংশু। কোথায় যাবেন ঠাকুর্দ্দা ? স্বর্গে ? উঁহু, তবেই হ'য়েছে !

সগর। কেন ? কি হ'য়েছে ?

অংশু। কি হ'য়েছে ! জানেন তো সেখানে সহস্রলোচন ইন্দ্র আছে। এই রূপের পশরা, এই ফুটন্ত-কমল তার কাছে নিয়ে গেলে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে ঠাকুর্দ্দা ! আপনার চোখে ধূলো দিয়ে একেবারে হজম,—বুঝ্‌তে পেরেছেন ?

সগর। ছিঃ তিনি দেবরাজ, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।

অংশু। আমিও তাঁর চরণে কোটী কোটী প্রণাম ক'চ্ছি। তবে কিনা ঠাকুর্দ্দা, বড় ভয় করে। বেজায় লম্পট। গুরুপত্নীর লোভই সংবরণ ক'র্ত্তে পার্লে না, তা'—না, ঠাকুরর্দ্দা, অমন কাজটি ক'রবেন্ না, অমন কাজটি ক'রবেন্ না। যেতে হয়, আপনি একলা স্বর্গে যাবেন, এঁদের নিয়ে যাবেন না। কেন ভোগা দিয়ে কেড়ে নেবে !

সুমতি। আমরা তো আর পাপিনী নই, আমাদের কি ক'র্বে !

অংশু। হ্যাঁ, হ্যাঁ ! সুন্দর পুরুষ দেখে মন ঠিক রাখ্‌তে পার,

তবেই তো বুঝ্‌তে পারি। এখন আর বুঝ্‌বো কি ক'রে বল! দেখ্‌বার মধ্যে দেখ্‌ছো তো দিন রাত কেবল আমার এই বুড়ো ঠাকুর্দ্দাটিকে,—

সগর। দূর শালা, আমি বুড়ো! বুড়ো, বুড়ো, ব'লে বুঝি আমার প্রেয়সীদের ভাঙ্‌চি দিচ্ছিস্‌!

কেশিনী। কে বলে আমাদের স্বামী বুড়ো!

অংশু। না, এ বুড়ো খুব গুণীন্‌! পায়ের ধূলো দিন্‌ ঠাকুর্দ্দা—পায়ের ধূলো দিন্‌।

সগর। থাক্‌, থাক্‌; আমি বিশ্রামাগারে যাচ্ছি, তোর পিতৃব্যদের ডেকে দে' দিকি। (অংশুমানের প্রস্থান।

কেশিনী। মহারাজ! আজি শিবপূজা সার্থক আমার।
যে অবধি অসমঞ্জ গিয়াছে চলিয়া,
মুহূর্ত্তের তরে বদনে তোমার
হেরি নাই হাসি, প্রাণনাথ!
বিদ্যুদ্বিকাশ সম ক্ষীণ হাসি
ফুটাতে অধরে তব,
দুইজনে মোরা করিয়াছি কতই প্রয়াস!
প্রফুল্ল আনন তব হেরিতে বাসনা করি',
এ দীর্ঘ দিবস ধরি',
অর্পিয়াছি হর-শিরে
রাশি রাশি কত বিল্বদল!
এ দাসীর প্রতি এতদিনে
হ'য়েছেন তুষ্ট আশুতোষ।

মহারাজ !
আজি এক পর্ব্বত-প্রমাণ ভার
ঘুচিল হৃদয় হ'তে,
হেরি' হাসি ও বিধুবদনে।

সগর। মুখে হাসি, সত্য লো কেশিনি !
কিন্তু মোর হৃদয়ে অঙ্গার !
অবিমৃষ্যকারিতার বশে
করিয়াছি যেই মহা ভ্রম,
নারিলাম করিবারে যাহার সংশোধন,—
যতদিন রহিবে জীবন,
পুড়িবে অন্তর মোর অনুতাপানলে।
রাজর্ষি অরিষ্টনেমি
কত উপদেশ দিয়াছেন মোরে ;
কিন্তু তাহে হয় নাই কোন ফলোদয়।
পুরোহিত আজি পুনঃ
দিয়াছেন উপদেশ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
ব'লেছেন তিনি—
নিরাপদে যজ্ঞ পূর্ণ হ'লে,
চিত্তের প্রসাদ আমি লভিব নিশ্চয়।
শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-বলে, এ হৃদি অনলে,
নির্ব্বাপিত করিবেন তিনি।
দেখি—কি বা হয়, অদৃষ্টে আমার !

সুমতি। মহারাজ ! লাভ তথা বিশ্বাস যথায়।

পুরোহিত-বাক্যে যদি, রাখহ বিশ্বাস,
কাম্যবস্তু অবশ্য লভিবে তুমি।
'হবে তব চিত্তের প্রসাদ'
এই কথা, তিনি ব'লেছেন ব'লে,
অনাস্থায় কর যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
ভাব কি রাজন্!
কাম্যবস্তু কভু তব হইবে কি লাভ!
দুঃখ শোক মুছে ফেল হৃদয় হইতে,
মুছে ফেল মনের কালিমা,
প্রাণ ঢেলে যজ্ঞে ব্রতী হও,
যজ্ঞ ফল অবশ্য করিবে লাভ।

সগর। সুমতি, আমরা মানব—
বিধাতার যন্ত্রনির্বিশেষ।
যেই ভাবে, যারে তিনি করেন চালিত,
সেইমত চলিতে হইবে তারে।
বুঝিয়াছি সার,—
বৃথা তর্ক, বৃথা যুক্তি, বৃথা উপদেশ,
তাঁরি ইচ্ছা হইবে পূরণ।
সে ইচ্ছার কাছে,
কারো ইচ্ছা স্থান নাহি পাবে।
চল যাই, বিশ্রাম আগারে,
কহিয়াছি পুত্রগণে, আসিতে তথায়।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

নন্দন-কানন।

ইন্দ্র ও অপ্সরাগণ।

(অপ্সরাগণের গীত।)

ফুটিল নন্দনে পারিজাত, সুরভি ভাসিছে সমীরে ;
পুলক-কম্প্র, নাচিছে উর্ম্মি, মন্দাকিনীর শুভ্র নীরে।
মরমের মাঝে মরম শিহরি,'
কে যেন কি তানে বাজায় বাঁশরী,
মিলন-বাঞ্ছা জাগায়ে পরাণে, আনে কি কম্প শরীরে!
শ্লথ অঙ্গ, চরণ, হস্ত, অঞ্চল চঞ্চল, বসন ত্রস্ত,
আকুল কুন্তল, মুক্ত কবরী,
যেন কে দেছে নয়নে কুহক ভরি,'
কে যেন উলটি' দিয়াছে সকলি, হৃদয়ে পশিয়া ধীরে।
এসেছিনু দেখ বঁধু হে,—
মালাগাছি তব গলায় পরাতে,
একি হ'ল হায়!
হাত হ'তে এঁকে মালা খ'সে যায়,
বড় আবেগে গেঁথেছি,—
তুমি কি নেবে না গো, তুলে মালাটীরে ?

ইন্দ্র। চুপ,—কে গায়! বুঝি দেবর্ষি নারদ আসছেন।

(গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ।)

প্রাণের টানে, গাওরে বীণে, হরি হরি হরি বোল ;
হ'য়ে মন বিভোর, আপন হারা, তোল রে হরি নামের রোল,
হরি নামের তুলা নাইরে কিছু আর,
(সে যে) সকল ধর্ম্মের সেরা, ওরে নিখিল বেদের সার,

(সে যে) সত্ত্বগুণে অলঙ্কৃত, হবে রজোতম বিদূরিত,
হওরে হরির নামে বিভোল্।
হরির নাম যেথা হয়, তপন-তনয়, দাঁড়িয়ে থাকে যোজন দূরে,—
সদা জীবের দুঃখে, হরির চক্ষে, বহে ধারা ঝুরে রে!
ডাক্ পরাণ ভ'রে অবোধ ওরে, দিবে তোরে শীতল কোল্।
(বড় দয়াল হরি যে।)
ক্রিয়া কাণ্ড ধর্ম্ম কর্ম্ম, হরিই সবার মূল মর্ম্ম;
নানারূপে, নানা সাজে, একই হরি সকল কাজে,
আমি হরি, তুমি হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হরি,
হরি বিনা গতি নাহি আর, হরি বলি হরি বোল্।

ইন্দ্র। স্বাগত দেবর্ষি!
নন্দন-কানন আজি পবিত্র হইল মম
তব সম হরি-ভক্ত চরণ পরশে।
দরশনে তব,
দেবরাজ আজ হইল পবিত্র।
লহ দেব, কোটী কোটী প্রণাম আমার।

নারদ। স্বস্তি! (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকরণ।)

ইন্দ্র। ওকি, দেব! আশীর্ব্বাদ সনে,
দীর্ঘশ্বাস ত্যজিলে কি হেতু?
কাঁপে প্রাণ, বল মহাত্মন্!—
অজ্ঞানে চরণে, ক'রেছি কি কোন অপরাধ,
বিরাগ ভাজন যাহে হ'য়েছি তোমার?

নারদ। না, না, অতিশয় তুষ্ট আমি তব আচরণে
তবে ভাবিতেছি মনে,
দেবরাজ অপ্সরাকূল সনে,

নিশ্চিন্ত অন্তরে,
র'য়েছেন কি করিয়া বিলাসে বিভোর—
ইন্দ্র। কেন দেব, পুনঃ কি কোথাও,
ঘটেছে বিপদ মোর ?
আবার কি কোন অরি,
তুলিয়াছে শির, প্রভু, বিপক্ষে আমার ?
ওহো, নিশ্চিন্ত অন্তরে,
ভাগ্যে মোর সুখভোগ লেখে নি বিধাতা !
জান যদি, বল, বল হিতাকাঙ্ক্ষী ঋষি !
কোন্ দুষ্ট উঠেছে আবার,
সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিতে আমার ?
মধ্যগীতে ছিঁড়ে দিতে সুখ-বীণা-তার ?
উৎসব-সঙ্গীত চাহে,
মিলাইয়া দিতে তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে ?
ওহো চিরশত্রু দানব আমার।
নারদ। নহেক দানব এবে।
ইন্দ্র। কে তবে আবার ?
নারদ। মানব।
ইন্দ্র। মানব ! মর্ত্ত্যবাসী দুর্ব্বল মানব !
ব্যাধি, জরা, মরণের অধীন মানব,—
অমরের সনে চাহে করিতে শত্রুতা !
ধিক্ মোরে ! ধিক্ দেবরাজ নামেতে আমার !
আজীবন লাঞ্ছনা ভুঞ্জিতে,

বুঝি বিধি স্বর্গরাজ্য দিয়াছেন মোরে !
বল ঋষি, কেবা সে মানব,
চাহে যেবা ইন্দ্রসনে করিতে বিবাদ ?

নারদ। নাহি চাহে ইন্দ্র সনে করিতে বিবাদ,
মাত্র শুধু ইন্দ্রত্ব কামনা তার।

ইন্দ্র। তবে আর বিবাদের বাকী কি রহিল ঋষি ?
ক্ষুদ্র এক বিহঙ্গের নীড় হ'তে
বাহির করিতে গেলে তৃণ একগাছি,
সে বিহঙ্গ যদি বাধা দেয়,
শক্তি অনুসারে তার,—তবে আমি ইন্দ্র,—
নির্ব্বিবাদে ছেড়ে দোব ইন্দ্রত্ব আমার !

নারদ। তা' কি কেউ ছাড়ে দেবরাজ !
পদে পদে অরাতি ফিরিছে তব।
উত্তমে না কার বল হয় আকিঞ্চন ?
তুমি ইন্দ্র—
সকলের লোভ এই ইন্দ্রত্বপরে,—
তাই ব'লে তুমি কেন
নির্ব্বিবাদে দিবে হে ছাড়িয়া ?
তুমি রাজা, যেমন করিয়া পার,
ছলে, বলে, অথবা কৌশলে কর প্রতিকার।

ইন্দ্র। নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! প্রতিকার করিব নিশ্চয়।
কহ ঋষিবর, কেবা সে মানব ?
ইন্দ্রত্ব কামনা করি',

করিতেছে কিবা অনুষ্ঠান ?
দান, ধ্যান, যজ্ঞ, যাগ,
করিতেছে ঊর্দ্ধ পদে, বাতাহারে,
কিম্বা অতি তপস্যা কঠোর ?
বল ঋষি, কেবা সে মানব ?
এই ক্ষণে কার্য্যে তার
উপস্থিত করিব ব্যাঘাত।
যদি তপ করে, অপ্সরা পাঠাব,
মদনে মাতাব, ভাঙ্গিব তপস্যা তার ;
দান, ধ্যান, যজ্ঞ, যাগে নিয়োজিত যদি,—
মহাবিঘ্ন আনিব তাহায়।
বল ঋষি, কিবা করে,—কেবা সে মানব ?

নারদ। সূর্য্যবংশ-অবতংশ সগর ভূপতি।
ঊনশত অশ্বমেধ হ'য়ে গেছে তার,
এবে শত সংখ্যা পূরণের করে আয়োজন।
পূর্ণ যদি হয় এই যাগ,
মহাভাগ! শতক্রতু হইবে সগর,
সুনিশ্চয় ইন্দ্রত্ব করিবে লাভ।

ইন্দ্র। এই সূর্য্যবংশ চিরকাল মহাশত্রু মম।
সূর্য্যবংশে পৃথু নরপতি,
যে লাঞ্ছনা ক'রেছে আমার;
মনে হ'লে আজও দেব,
হয় প্রাণে হিংসার সঞ্চার।

তারপর অম্বরীষ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ
ইন্দ্রত্ব প্রয়াস করি',
বিধিমতে সাধিয়াছে শত্রুতা আমার।
পুনঃ সগরের ইন্দ্রত্ব কামনা!
চলিনু দেবর্ষি, যে উপায়ে পারি,
যজ্ঞ বিঘ্ন করিব তাহার।
দেখি, কাড়ি' লয় কি করিয়া ইন্দ্রত্ব আমার!

নারদ। করি আশীর্বাদ, পূর্ণ হোক্ অভীষ্ট তোমার।

(ইন্দ্রের প্রস্থান।)

ইন্দ্রিয়ের সেবা শুধু ভাবিয়াছ সার—
পদে পদে তাই তব এত বিড়ম্বনা।
যাক্,—বংশ বড় বেড়ে গেছে সগর রাজার,
ধ্বংস তার বিধাতার ইচ্ছা এইবার;
তুমি তাহে উপলক্ষ হবে শচীপতি!
হরি বোল! হরি বোল!
কেন যে এ গড়া, কেনইবা এ ভাঙ্গা,
এ রহস্য বুঝিতে পারিনা আমি।
যাই, দেখি এবে সহস্রলোচন,
কি করিয়া রক্ষা করে ইন্দ্রত্ব আপন,
সগরের যজ্ঞ পণ্ড করে কি করিয়া।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

মধুভাণ্ড ও ইন্দ্র।

মধু। কে বাবা তুমি? সর্ব্বাঙ্গে চোক্ নিয়ে কে বাবা তুমি? তুমি কি আনারস নাকি?

ইন্দ্র। আমি—আমি। এ ছাড়া আর আমার অন্য পরিচয় নাই। ছাড়, পথ ছাড় দেখি।

মধু। দাঁড়াও না বাবা, ভাল ক'রে দেখি। তুমি একটু রকমারি রকমের কিনা! তা' কে তুমি বাবা চোক্-সর্ব্বস্ব, অনুগ্রহ ক'রে ব্রাহ্মণকে পরিচয়টা দাও না বাবা!

ইন্দ্র। আমি? আমি কিছুই নয়।

মধু। তা ব'লে তো তোমাকে একেবারে শূন্যি ব'ল্‌তে পারি না। এমন জলজ্যান্ত মানুষটা দাঁড়িয়ে র'য়েছ। আমার বড় কৌতূহল হ'চ্ছে বাবা, ব'লে ফেল না বাবা, কে তুমি? আচ্ছা, এই সব চোক্‌গুলোতেই কি দেখ্‌তে পাও?

ইন্দ্র। সর, সর, আমাকে বকিও না।

মধু। তোমায় আর বকাতে পার্লুম্ কোথা বাবা, আমই তো তখন থেকে ব'কে ব'কেই ম'চ্ছি,—মুখে ফেকো প'ড়ে গেল।

ইন্দ্র। কেন, বক্‌ছো কেন? দরকার কি?

মধু। ঐ টুকু যদি বুঝ্‌তে পার্ব্ব, তাহ'লে আর এ গেরো ঘট্‌বে কেন? আচ্ছা, বলনা বাবা, তোমার চোক্ আছে ব'লে তাইতো তোমায় জিজ্ঞেস ক'চ্ছি,—নইলে কি আর জিজ্ঞেস কর্ত্তুম্। আচ্ছা, এই সময়ে যদি খুব ঝড় উঠে, এক আঁচ্‌লা ধূলো তোমার চোকের ভেতর ঢুকে যায়, তাহ'লে তুমি কি কর? হাত তো সবে দেখ্‌ছি দুটো,—একসঙ্গে এতোগুলো চোক্ কর্ কর্ ক'র্‌লে রগ্‌ড়াবে কি ক'রে?

ইন্দ্র। না, আচ্ছা লোকের পাল্লায় তো পড়া গেল! আমার সমস্ত কাজ মাটী ক'রে দিলে!

মধু। কি এমন রাজকার্য্যে যাচ্ছ বাবা? আমি যা' যা' জিজ্ঞেস ক'চ্ছি ব'ল্লে তো এতক্ষণে কোন্ কালে বলা হ'য়ে যেত'—বল না বাবা।

ইন্দ্র। কি ব'লবো?

মধু। ওঃ, তুমি বুঝি একটু দেরীতে বোঝ? তা' তা' যাক্, তাতে আর কি হ'য়েছে? তাতে আর কি হ'য়েছে! সবাই কি সমান—সবাই কি সমান! হ্যাঁ, কি জিজ্ঞেস ক'চ্ছিলুম্? যা' সব ভুলে গেছি। আচ্ছা, যা মনে আস্‌ছে তাই জিজ্ঞেস করি, কেমন? তোমার প্রেয়সী আছে?

ইন্দ্র। তাতে তোমার দরকার কি?

মধু। চটো কেন বাবা? চটো কেন বাবা? আমার অন্য অভিপ্রায় নেই। তবে ব'লছি কি—তোমার প্রেয়সীর

সঙ্গে যখন প্রেমালাপ কর,—তখন চোক্ চেয়ে থাক না চোক্ বুজে থাক ? চোক্ চেয়ে প্রেমালাপ ক'র্‌তে গেলে তো তাঁর আঁচলে তোমার চোক্ জ্বালা ক'র্‌তে পারে ?

ইন্দ্র। এ সব কি কথা ?

মধু। হ্যাঁ হ্যাঁ একটু অশ্লীল বটে! একটু অশ্লীল বটে! তবে কিনা, আমার বড্ড কৌতূহল হ'য়েছে—

ইন্দ্র। না, তুমি বড় অভদ্র। তুমি কি রকম লোক ?

মধু। এই—এই—ব্রহ্মলোক।

ইন্দ্র। সে কি ?

মধু। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণ ? ব্রাহ্মণ ? ব্রাহ্মণ হ'য়ে লোকের সঙ্গে কথা কইতে জান না ?

মধু। সেকি বাবা চোক্-সর্ব্বস্ব, এত কথা কইলুম্ আবার কথা কইতে জানি না। তা' আমাকে কিছু না বল মহারাজের কাছে যা হয় বল্‌বে এস না। আমি তোমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) না এর কাছ থেকে স'র্‌তে হবে নইলে সব গোলমাল ক'রে দেবে।

(মধুভাণ্ডের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রের প্রস্থান।)

মধু। ওঃ বাবা! গিছি, গিছি রে বাবা! ওরে বাবা! কে বাবা তুমি চোক্-সর্ব্বস্ব ? আমার চোক্ যে গেল রে বাবা!

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। কে তুমি? দেখি তোমার চ'খে কি হ'য়েছে?

(মধুভাণ্ডের চক্ষে হস্তপ্রদান।)

মধু। এ কি বাবা! চোক্-সর্ব্বস্ব, এ কি ভোল ফেরালে বাবা? এর মধ্যে আমার চোকে ধূলো দিয়ে কি ক'রে বুড়ো বামুনটি হ'য়ে গেলে বাবা?

নারদ। কি ব'ল্‌ছো তুমি? আমি যে নারদ।

মধু। ব'ল্লে বিশ্বাস ক'র্বো কেন বাবা? এই দেখ্‌লুম্ হাতে, পায়ে, নাকে, কাণে, গায়ে, মাথায় চোক্ ড্যাব্ ড্যাব্ ক'চ্ছে, এর মধ্যে নারদ সাজ্‌লে কি করে বাবা!

নারদ। তুমি কি ক্ষিপ্ত হ'য়েছ?

মধু। তা' এখনও কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনা বাবা! দেখ' বাবা, চোক্-সর্ব্বস্ব, আমার বাম্‌ণীর সিঁথের সিঁদুরটি এখনি মুছে দিও না বাবা! মহারাজের যজ্ঞটা শেষ হ'লে যা' হয় ক'রো, বাবা! ওঃ, এখন বাড়ীতে ফিরতে পার্লে যে হয় গো! ঠিক্ হ'য়েছে,—বেরোবার সময় বাম্‌ণী আমার আঙ্গুল কাম্‌ড়ে দেয় নি ব'লেই আজ এই গেরো ঘটেছে।

নারদ। ব্রাহ্মণী বুঝি তোমার প্রত্যহ আঙ্গুল কাম্‌ড়ে দেন?

মধু। আর, সে কথায় আর কাজ কি ঠাকুর, তুমি আপনার কাজে যাও,—আমি চল্লুম্। (দ্রুত প্রস্থান।)

নারদ। ওহে, শোন না—শোন না।

মধু। (নেপথ্যে) আর একদিন তখন শুনবো, বাবা। এখন বড় পেট ব্যথা ক'চ্ছে।

নারদ। ব্রাহ্মণ নিশ্চয় দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখেছে। তাহ'লে
তিনি এখানে এসেছেন ; দেখি কি করেন।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

যজ্ঞস্থল।

অশ্বহস্তে সগর, সগর-সন্তানগণ, অংশুমান, বশিষ্ঠ, অরিষ্টনেমি,
কেশিনী ও সুমতি।

বশিষ্ঠ। মহারাজ ! মহিষীর সনে, দুইজনে এই
মন্ত্রপূত জয়পত্রখানি,
বেঁধে দাও তুরঙ্গ-ললাটে।

(সগর ও কেশিনীর তথাকরণ।)

১ম পুত্র। ঋষিবর ! শুভলগ্নের কত দেরী আর,
কতক্ষণে ছাড়িবেন হয় ?

বশিষ্ঠ। শীঘ্র বৎস, ছেড়ে দিব হয়,
হ'য়েছে সময়,
অল্পই বিলম্ব আছে আর।
দেখ' সাবধানে, অশ্ব পাছে করিও গমন।
ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ,
অক্ষত শরীরে, যদি অশ্ব ফিরে,
পিতৃযজ্ঞ তবে তোমাদের হবে সম্পূরণ।

তাই বলিতেছি বৎস, খুব সাবধান হ'য়ে,
অশ্ব ল'য়ে করিবে গমন।

সগর। বৎসগণ!
মহর্ষির বাক্য সবে করিলে শ্রবণ?
খুব সাবধান,—
শুভকার্য্য শুভপ্রদ বটে,
কিন্তু তাহে নানা বিঘ্ন ঘটে;
বিঘ্নবিনাশন, হরিরে স্মরণ,
করি' বৎস, লয়ে যেও হয়।
আছ সহস্র ষাটি সোদর তোমরা,
তোমরা রহিতে যদি মোর
যজ্ঞ বিঘ্ন হয়,—
মম মনোব্যথা রাখিবার ঠাঁই
তবে রহিবে না আর।

১ম পুত্র। কেন পিতা, কেন পুরোহিত,
এত চিন্তা কর কি কারণ?
এ তিন ভুবনে, কে এমন
আছে শক্তিমান্—
যুঝে যেবা মোসবার সনে!

২য় পুত্র। কারেও না করি ভয়,
দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
চক্রপানি, শূলপানি, কিম্বা পুরন্দর—
হয় হেতু আসে যদি, করিতে সমর,

হেলায় জিনিয়া তারে আনি' দিব বাজী,—
নিরাপদে যজ্ঞপূর্ণ করিও জনক!

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। সন্তানের কর্ম্মই তো এই!—
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

সগর। কে দেবর্ষি! আসুন, আসুন দেব,
আজি মোর পরম সৌভাগ্য।
বুঝেছি নিশ্চয়,
যবে যজ্ঞভূমে হ'য়েছেন দেবর্ষি উদয়,
নাহি চিন্তা আর,
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে আমার।
তবু দেব, কর আশীর্ব্বাদ,
মনোবাদ করহ ভঞ্জন।

নারদ। মুক্তকণ্ঠে করি আশীর্ব্বাদ—
যজ্ঞপূর্ণ হইবে তোমার;
জীবনের শেষে, বৈকুণ্ঠ প্রদেশে,
অনন্ত—অনন্ত কাল পত্নীসনে করিবে বসতি

(মধুভাণ্ডের প্রবেশ।)

মধু। মহারাজ! মহারাজ!

সগর। একি সখা কাঁপ্‌ছ কেন?

মধু। আমাকে ভূতে পেয়েছে।

সগর। সে কি?

মধু। আজ্ঞে হ্যাঁ। চোকো ভূত। ওরে বাবারে, এই যে

চোক্-সর্ব্বস্ব, আমার আগে এখানে এসে প'ড়েছ ? দোহাই বাবা, চোক্-সর্ব্বস্ব! ক্ষীর, সর, ছানা, মাখম যা চাও দোব, যজ্ঞটা ভালয় ভালয় শেষ হ'তে দাও বাবা।

সগর। কি ব'ল্ছো সখা, তুমি কি উন্মাদ হ'য়েছ ?

নারদ। আজ্ঞে, আমাকে পথে দেখে অবধি ঐ রকম তুড়িলাফ্ খাচ্ছেন।

মধু। তুমি যে আমায় দম্ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছ বাবা, এখন তুড়িলাফ্ খাব না তো কি খাব বল ? যজ্ঞেতে কত ভাল মন্দ জিনিস হ'য়েছে, তুমি কি আমায় খেতে দিচ্ছো বাবা!

সগর। তোমার কি হ'য়েছে সখা, দেবর্ষিকে চিন্তে পাচ্ছ না ?

মধু। মহারাজ! বিশ্বাস ক'র্ব্বেন না, বিশ্বাস ক'র্ব্বেন না ওর কোন পুরুষে দেবর্ষি নয়, ও সেজেছে, দেখ্তে পাচ্ছেন না ? একটু আগে ওর সর্ব্বাঙ্গে চোক্ ছিল।

বশিষ্ঠ। মহারাজ, ব্রাহ্মণকে স্থির হ'তে বলুন, শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'য়েছে।

সগর। কিঞ্চিৎ স্থির হও সখা, আমার যজ্ঞ পণ্ড ক'রো না।

বশিষ্ঠ। বাজাও মঙ্গলবাদ্য,

শঙ্খধ্বনি কর মা জননি!

নেপথ্যে বাদ্য ও সুমতির শঙ্খ বাজাওন।)

এইবার সাবধানে

অশ্ব ল'য়ে তোমা' সবে করহ গমন।

মহারাজ! বসি' এই কুশাসনে,
হ'য়ে পূর্ব্বমুখ মহিষীর সনে,
গঙ্গাজলে কর আচমন।

(অশ্ব লইয়া কোলাহল করিতে করিতে সগর-সন্তানগণের প্রস্থান ; নির্দ্দিষ্ট কুশাসনে সগর ও কেশিনীর বসিবার উপক্রম ও আকাশে বিদ্যুদ্বিকাশ ও ঘন ঘন বজ্রধ্বনি।)

সগর। একি! একি! একি! ঋষিবর!
অকস্মাৎ একি অমঙ্গল!
ঘন ঘন কেন বজ্রাঘাত!
দিক্ অন্ধকার,—
জলধরে ঘন ঘন করে হের
দামিনী বিহার!
প্রলয়-আঁধারে যেন ছাইল মেদিনী!
ঋষিবর!
হেন মহাবিঘ্ন যদি কার্য্যের প্রারম্ভে,
নাহি জানি অবসানে কিবা হবে তার।
কাজ নাই যজ্ঞেতে আমার।
আচমন করি নি এখনও।
কুলিশ-নিনাদে মোরে
ভগবান্ করিতেছে মানা।
না না, প্রারম্ভে এ বিঘ্ন হেরি'
করিব না যজ্ঞ আরম্ভন।

অরিষ্ট। অজ্ঞান সমান বাণী কহ কি কারণ?

সকলি প্রস্তুত ;—
দেবগণে করিয়া আহ্বান,
হইয়াছে প্রজ্বালিত যজ্ঞের অনল,
অশ্ব ল'য়ে পুত্রগণ তব,
ত্রিভুবন বিচরণে হইল বাহির ;—
না না হ'য়োনা অজ্ঞান,
কর আচমন, শুভকাল হ'তেছে বিগত।

কেশিনী। হরিরে স্মরণ করি' ব'স মহারাজ!
কত মহাপাতকের ফলে হ'তেছে এমন,
যজ্ঞভঙ্গ করি' আর
মহাপাপ কুড়ায়ো না প্রভু!

সগর। তবে দেব, করাও সংকল্প মোরে।
যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ
আপনার যজ্ঞ যদি করেন পূরণ,
পূর্ণ তবে হবে সুনিশ্চয়—নহে—

নারদ। ভেবো না রাজন্!
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে তোমার।
তবে কেবল সংশয়,
নিরাপদে হয় কি না হয়।

সগর। আছে যাহা অদৃষ্টে আমার, ঘটিবে তাহাই।
বৃথা চিন্তি' কি করিব আর!
ঋষিবর! সংকল্প করাও মোরে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ——পার্শ্বে সরোবর।

অসমঞ্জ। উভয়ই সমান।
যে তপন গগনে হাসিছে,
যে তপন সলিলে ভাসিছে,—
উভয় সমান।
কি পার্থক্য উভয়ের মাঝে
নারি বুঝিবারে।
উভয়েই আরক্ত বরণ,
উভয়েরি মাঝে আছে কাঞ্চন কিরণ;—
না, না, সলিলস্থ সূর্য্যে
কই নাহি তো কিরণ!
তাপ আছে উর্দ্ধের তপনে,
কিন্তু কোথা তাপ এ তপনে

বায়ু-প্রভাবে সলিলস্থিত সূর্য্যবিম্ব ছিন্ন ভিন্ন হওন

একি! একি হোল!
সামান্য এ সমীর-সংঘাতে,
ভেঙ্গে গেল সরসীর রবি!

কিন্তু টলে নি তো অম্বরের রবি !
সে তো বেশ রহিয়াছে স্থির !
এইখানে প্রভেদ দুইয়ের মাঝে।
ওই সত্য, মিথ্যা এই রবি,
ওই কায়া—এই ছায়া ;
ওই জাগ্রত—এ স্বপ্নাবস্থা তার।
যথা, রক্তজবা স্ফটিকে বিম্বিত হ'য়ে,
ধরে ঠিক জবার আকার,
কিন্তু সেই নহে সত্য জবা,
সেইমত ওই সূর্য্য-প্রতিবিম্ব
পড়িয়া সলিলে
ধরে মাত্র সূর্য্যের আকার।
কিন্তু গুণ তার নাহি পায় কভু।
এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও
সেই এক ব্রহ্মপ্রতিরূপ।
বায়ুর হিল্লোলে,
যথা, হয় ছিন্ন ভিন্ন সরসীর রবি,
কিন্তু, স্থির রহে গগনে তপন,
সেইমত প্রতিদিন এ ধরণী,
হইতেছে ছিন্ন ভিন্ন কালের প্রবাহে।
মহাব্রহ্ম কিন্তু সদা
অচঞ্চল, স্থির, অবিনাশী।
ওকি, কোথা হ'তে আসে এক সুলক্ষণ হয় !

জয়পত্র র'য়েছে ললাটে বাঁধা।
হয় অনুমান,—
কারো অশ্বমেধ যজ্ঞের তুরঙ্গ।
সুনিশ্চয় সুসজ্জিত সেনাবৃন্দ
আসিছে পশ্চাতে;
থাকি লুকায়ে বনের মাঝে,
আপনার মনে সব যাইবে চলিয়া
নহে, প্রশ্ন করি' প্রশ্নের উপর
জ্বালাতন করিবে আমায়।

(পশ্চাৎ হইতে ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। যাচ্ছ কোথায়? ঘোড়াটা ধর না।

অসমঞ্জ। কে আপনি?

ইন্দ্র। আমি যেই হই না, ব'ল্‌ছি, ঘোড়াটা ধর না।

অসমঞ্জ। আমি দরিদ্র ভিখারী, ঘোড়া নিয়ে আমি কি কর্ব্বো!

ইন্দ্র। সেইজন্যই তো ব'ল্‌ছি, দুঃখ ঘুচে যাবে।

অসমঞ্জ। আমার তো কোন দুঃখ নাই।

ইন্দ্র। সেকি দুঃখ নাই! কি ব'ল্‌ছ তুমি? তেল অভাবে মাথায় জটা প'ড়ে গেছে,—তোমায় দেখে বোধ হ'চ্ছে, তোমার বয়স বেশী নয়, কিন্তু এরি মধ্যে তোমার গায়ের মাংস পাকিয়ে এসেছে, টেনা কৌপীন প'রে র'য়েছ, আবার ব'ল্‌ছো আমার দুঃখ নেই! ঘোড়াটা ধর না, দুঃখ ঘুচে যাবে।

অসমঞ্জ। দুঃখ ঘুচে যাবে! আমার এক দুঃখ আছে, ভগবানকে

দেখ্‌বো, বল, সত্য ক'রে বল,—ঘোড়া ধ'র্‌লে আমার সে দুঃখ ঘুচ্‌বে? তা'হলে কি আমি ভগবানের দর্শন পাব?

ইন্দ্র। দূর পাগল্ ভগবানের দর্শন কি কেউ পায়।

অসমঞ্জ। পায় না! প্রাণের টানে তাঁকে ডাক্‌লে তিনি আসেন না! যাও, তোমার মন্ত্রণা আমি শুন্‌তে চাই না।

ইন্দ্র। ভাল কথা, ব'ল্‌তে এসেছিলুম, শুন্‌লে না! বেশ! তবে কিনা শুন্‌লে রাজা হ'য়ে যেতে।

অসমঞ্জ। রাজা! আমি রাজত্ব পায়ে ঠেলে চ'লে এসেছি। আমি মহারাজ সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র—এখনও যদি ইচ্ছা করি, এখনও যদি পিতার কাছে ফিরে যাই, আমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হ'তে পারি। আমাকে রাজত্বের লোভ দেখাও!

ইন্দ্র। এঁ্যা, তুমি মহারাজ সগরের পুত্র? এ তো তাঁরই যজ্ঞের ঘোড়া। তা তুমি এমন অবস্থায় এখানে কেন? তোমার পিতা কি তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন?

অসমঞ্জ। হ্যাঁ। না,—তাঁর কোন অপরাধ নেই, আমি নিজে এসেছি।

ইন্দ্র। কেন?

অসমঞ্জ। আমি পার্থিব সুখের প্রার্থী নই।

ইন্দ্র। তোমারও কি ইন্দ্রত্ব কামনা না কি? তোমার পিতা তো ইন্দ্রত্ব কামনা ক'রে যজ্ঞ ক'চ্ছেন!

অসমঞ্জ। অতি তুচ্ছ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব
তাতে মোর নাহি আকিঞ্চন।

ইন্দ্র। হ্যাঁ, বাবা, বেশ লক্ষ্মী ছেলে তুমি। কি হবে ইন্দ্রত্ব! ইন্দ্রত্বের মতন এমন পাজী জিনিষ আর দুটি নেই, কেবল দৈত্যদের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা—একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোবার যো নেই।

অসমঞ্জ। নাহি অন্য কামনা আমার।
চরণের রেণু আমি যাঁর,
মিশাইতে চাই আমি চরণে তাঁহার।
নাহি ইন্দ্রত্ব কামনা,
স্বর্গপদে নাহিক বাসনা,
কুবের, ভাণ্ডার যদি,
ল'য়ে আসে সম্মুখে আমার,
লোষ্ট্র স্তূপ সম আমি দেখিব তাহায়।
মহারাজ সগরের
জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী-গর্ভে জন্ম মোর,
জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি, ছিনু
জনক জননীর একমাত্র আদরের ধন;
বিমাতা আমার না ছিল বিমাতা,
মাতার অধিক স্নেহ ক'রেছে আমায়;
ছিল মোর আদরিনী জীবন-সঙ্গিনী;
লতা সম জড়াইয়ে এ দেহ-পাদপে,
নয়ন রঞ্জন তাহে

ফুটেছিল একটি কুসুম।
হইয়াছি বনবাসী সকল ত্যজিয়া,
যে চরণ-আশে,
অতি তুচ্ছ ইন্দ্রপদ সে চরণ পাশে।

ইন্দ্র। বেশ, বাবা, বেশ। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্। আচ্ছা, তুমি এমন লক্ষ্মী ছেলে, তোমার বাবা এমন পাজী কেন বল দেখি? সে বেচারী ইন্দ্র কোথায় স্বর্গে একটু জায়গা নিয়ে প'ড়ে আছে, তার ওপর তোমার বাবার লোভ প'ড়্লো কেন বল দেখি? ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য এক মহাযজ্ঞ ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন! এমন হিংসুকুটে লোকও তো কোথাও দেখি নি!

অসমঞ্জ। তিনি যে ইন্দ্রত্ব কামনা ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'চ্ছে'ন, এ কথা তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?

ইন্দ্র। নাও কথা! দেশে দেশে কত ঢ্যাঁট্‌রা পিটিয়ে দিয়েছে আর বলে কিনা তুমি জান্‌লে কোথা থেকে!

অসমঞ্জ। বড়, ভুল বুঝেছেন তবে জনক আমার।
নাহি জানি হেন বুদ্ধি কে দিল তাঁহারে!
থাকিতে ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বসারাৎসার;
ভবার্ণবে মোক্ষসেতু চরণ যাঁহার,
জগতের গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু,
রমাপতি হরি চিন্তামণি,
করিলেন ইন্দ্রত্ব কামনা!

কায়া ছাড়ি' ছুটিলেন, ছায়ার পশ্চাতে !
রত্ন ত্যজি' করিলেন স্ফটিকে বাসনা !
জ্যোতির্ম্ময় তপন তেয়াগি',
আকিঞ্চন হ'ল কিনা খদ্যোতে তাঁহার !
কি প্রভেদ চন্দনে পুরীষে,
অনুমিত হ'ল নাকি তাঁর !

ইন্দ্র। (স্বগতঃ, বড্ড ব'ল্‌ছে বড্ড ব'ল্‌ছে ! যাক্ এখন স'য়ে থাকি—যদি একে দিয়ে আমার কার্য্য উদ্ধার হয়। (প্রকাশ্যে) তা দেখ, তুমি কেন তোমার পিতাকে গিয়ে মানা কর না। মানুষ হ'য়ে দেব্‌তার সঙ্গে বিবাদ করাটা কি ভাল !

অসমঞ্জ। আমি নির্ব্বাসিত—
রাজ্যে মোর প্রবেশের নাহি অধিকার।
আর যবে সংকল্প করিয়া
যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছেন তিনি,
যজ্ঞ ভঙ্গ কেমনে করিব তাঁর !

ইন্দ্র। দেবতাদের নিয়েই যজ্ঞ। দেবতার বিরুদ্ধে যজ্ঞ যজ্ঞই নয়। এ যজ্ঞ ভাঙ্গাতে দোষ কি ! আহা ! তুমি এমন সোনার চাঁদ ছেলে; তাই ভাব্‌ছি, তুমি যদি থাক্‌তে তাহ'লে এমন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কখনও হ'ত না। তুমি ঠিক ব'লেছ, ইন্দ্রপদ অতি তুচ্ছ। দেখ, আমার বড় ইচ্ছা হয় মানুষের উপকার করি, তোমার পিতাকে এই গর্হিত কার্য্য থেকে ফেরাই। কিন্তু কি

ক'র্বো, আমি গরীব, রাজার সঙ্গে কি আর কথা কইতে পারো, যে বুঝিয়ে ব'ল্‌বো ! আহা ! তুমি যদি গিয়ে একবার তোমার পিতাকে ব'ল্‌তে ? আর যাবেই বা কি ক'রে বল, তোমাকে আবার তাড়িয়ে দিয়েছে।

অসমঞ্জ। বুঝিয়াছি—

মহাপ্রাণ, দেবভক্ত, তুমি নরোত্তম,
তাই, দেবদ্বেষী যজ্ঞে তব কাঁদিছে পরাণ।
স্থির হও, যজ্ঞভূমে এখনি যাইব,
এ যজ্ঞ ভাঙ্গিতে
যথাসাধ্য করিব প্রয়াস।

ইন্দ্র। আহা ! আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি তোমার ভগবদ্ভক্তি অচলা হোক্। চল বাবা, চল, এখান থেকে চ'লে যাই এস, ঐ ঘোড়ার পেছনে কোলাহল ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে সব আস্‌ছে। (উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

অরিষ্টনেমি ও সুমতি।

সুমতি। একি হোল পিতা ! ঘুচাইতে এক মনোব্যথা,
দ্বিগুণ, দ্বিগুণ ব্যথা বাড়িল পরাণে।
ভেবেছিনু যজ্ঞকার্য্যে রহিবে ব্যাপৃত রাজা,

শান্তি পাবে প্রাণে,—
কিন্তু কই কিছুই তো হ'ল না জনক !

আরব্ধ। ধীরে ধীরে হইবে জননি !
না হইলে যজ্ঞ পূর্ণ,
বল মাতা যজ্ঞফল লভিবে কেমনে !

সুমতি। সব সত্য জানি পিতা।
কিন্তু যে অমঙ্গল,
হেরিয়াছি যজ্ঞের প্রারম্ভে,
মনে তো হয় না আমার,
যজ্ঞপূর্ণ হইবে আবার।
যেই দিন হ'তে হইয়াছে যজ্ঞের সূচনা,
দিবানিশি শুনি যেন,
মৃদুস্বরে কাঁদে কে ললনা.
একা না রহিতে পারি,
মনে হয় যেন কত শূন্যদেহধারী,
আশে পাশে ফিরিছে আমার।
বামেতর আঁখি অঙ্গ, কাঁপিছে নিয়ত,
খাঁ খাঁ করিতেছে অন্তর আমার।

অরিষ্ট। কিছু নয় উহা, মানসিক দুর্ব্বলতা শুধু।
সংসার নহেক মাতা,
মানবের সাজান বাগান।
যেখানে যেমন সাজে তরুলতা.
মনোহর সরোবর।

আঁখিসুখকর কৃত্রিম নির্ঝর,
যেখানে যা সাজে—
সেইমত রহিবে সাজান।
সুষমা ছড়ায়ে, তরুলতা ভ'রে,
কেবল ফুটিবে তাহে
মনোমত সুগন্ধি কুসুম।
এ সংসার নিবিড় অরণ্য,—
আছে তাহে আলোক আঁধার।"
কভু, কুটিল কাঁটায় দেহ ক্ষত ক'রে দেয়,
কভু গাছ গুল্ম লতা পাশে এক
স্বচ্ছনীর ক্ষুদ্র সরোবর,
শান্তিসুধা দিয়ে আহা জীবন ভাসায়!
কভু শঙ্কায় শিহরে প্রাণ,
তমোময় ঘন বন নেহারি' নয়নে,
বনফুলে ঘেরা, স্বভাব নিকুঞ্জ হেরি',
পরক্ষণে ভুলে যায় প্রাণ।
সংসারের খেলা এইরূপ, জানিও জননি!

(সগরের প্রবেশ।)

সগর। এই যে রাজর্ষি, এখানে আপনি?

অরিষ্ট। হ্যাঁ বৎস—আহার হ'য়েছে তব?

সগর। হ্যাঁ হ'য়েছে আহার।
নাহি জানি প্রভু, কতদিন আর,
এ আহার হইবে করিতে।

যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই মঙ্গল।

অরিষ্ট। ওকি বৎস,

জ্ঞানী হ'য়ে করিতেছ মরণ কামনা?

মহাপাপে হয় নর মৃত্যুর অধীন;

সেই মৃত্যু চাহিছ স্বেচ্ছায় তুমি?

সগর। আমিও তো মহাপাপী ঋষি!

নহে কেন হৃদয়ের শান্তি ভঙ্গ হবে?

কত উপদেশ তুমি, দিতেছ আমায়,

বশিষ্ঠাদি মুনি ঋষি,

চিত্তস্থির করিবারে মোর,

করিতেছে কতই কৌশল;

কিন্তু দেব, মরুভূমে সলিল সেচন প্রায়,

হইতেছে নিষ্ফল সকলি।

অরিষ্ট। জ্ঞানী হ'য়ে, তুমি যদি হওহে অজ্ঞান

কারো সাধ্য নাই তোমা' পারে বুঝাইতে।

বড় দুঃখ হয় রাজা,—জ্ঞানী হ'য়ে,

অজ্ঞানের মত যদি করে আচরণ।

কি প্রভেদ রহে তবে জ্ঞানীতে অজ্ঞানে?

জ্ঞান শিক্ষায় কিবা প্রয়োজন তবে,

জ্ঞানের যাথার্থ্য যদি

উপলব্ধি করিতে নারিলে।

শোন রাজা,—তুমি কৃতি,

ভারাক্রান্ত হৃদি ল'য়ে করিও না ক্রিয়

চেষ্টা কর, নারায়ণে করহ মিনতি,—
প্রাণে শান্তি আনিতে তোমার। (প্রস্থান।)

সুমতি। মহারাজ! শান্ত কর মন,
নহে অমঙ্গল ঘটিবে ভীষণ।

সগর। শকতি তো নাহিক আমার কোন।
সবে মিলে ডাক ভগবানে,
তিনি যদি দেন শান্তি—
তবে শান্তি পাইব পরাণে।
হ্যাঁ, যাও, সুমতি! আহার করগে প্রিয়ে,
ভুলে গেছি কথায় কথায়,
তৃতীয় প্রহর বেলা অবসান প্রায়। (প্রস্থান।)

সুমতি। এই যাইতেছি আমি।
ভগবান্! ধর্ম্মশীল রাজা,
নাহি জানি কোন্ মহাপাপে
হেন সাজা দিতেছ তাঁহায়!

(কেশিনীর প্রবেশ।)

কেশিনী। সুমতি, মহারাজ এসেছিলেন?

সুমতি। হ্যাঁ, এসেছিলেন, চ'লে গেলেন।

কেশিনী। কোথায় গেলেন?

সুমতি। বোধ হয় বাইরেই গেছেন। কেন দিদি, কিছু প্রয়োজন আছে?

কেশিনী। না প্রয়োজন কিছু নেই, তবে—

সুমতি। কি দিদি?

কেশিনী। দেখ্ বোন্,—

আজ কয়দিন ধ'রে, অসমঞ্জ তরে,
প্রাণ মোর, করিছে কেমন !
সতত অধীর, স্তনে ঝরে ক্ষীর,
আহারে বিহারে,
উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে,
মনে হয় দূরে কাছে,
অসমঞ্জ যেন মোর ফেরে পাছে পাছে,
অভাগীরে 'মা' বলিয়া ডাকে।
চক্ষু বুজে শিবপূজা করি ;
সহসা শিহরি,—মনে হয়,
অসমঞ্জ দাঁড়ায়ে র'য়েছে পাশে।
পারিস্ বলিতে বোন্,
কেন মোর হ'তেছে এমন ?
লোকে বলে সন্তানের অমঙ্গল হ'লে,
মার প্রাণ আগে কেঁদে ওঠে।

সুমতি। এইবার বুঝেছ তো সন্তানের মায়া ?
হায় ! আগে যদি বুঝিতে পারিতে দিদি !

কেশিনী। বুঝিয়াছি সেইদিন হ'তে
যেইদিন পুত্র গর্ভে ক'রেছি ধারণ।
কিন্তু বল্ বোন্, কি করিব আমি ?
পতি পুত্র শীর্ষোপরে,
শাস্ত্রকারে কর্ত্তব্যে যে ক'রেছে স্থাপন

সকলি যে হীনপ্রভ হ'য়ে যায়
কর্ত্তব্যের কাছে,—
সৌরকর পাশে হয় যথা ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা।

সুমতি। তুমি দেবী।

কেশিনী। ছি, ছি, সামান্য এ মানবীর সনে,
করিও না দেবীর তুলনা—
অমর্য্যাদা হইবে তাঁদের।

সুমতি। মানবী যদিও হও,
মানবীর শ্রেষ্ঠা তবে তুমি।
আমি,—দাসীযোগ্যা নহিও তোমার।

কেশিনী। সে কি দিদি, তুমি ভাগ্যবতী।

সুমতি। সৌভাগ্য কি কম তব, আমার অপেক্ষা ?
যোগী পুত্র করিয়াছ গর্ভেতে ধারণ,—
যার তরে পবিত্র হইল
এই ইক্ষ্বাকুর কুল।

কেশিনী। অযোগ্যে করিয়া খ্যাতি,
অবমান ক'রনা খ্যাতির।
যাক্, কি বলিতেছিলাম—
হ্যাঁ,—কেন দিদি হ'তেছে এমন,
পারিস্ বলিতে ?

সুমতি। চুপ্ কর দিদি, ক'য়োনা ও সব কথা,
অংশুমান্ আসিছে এদিকে।
পরাণের ব্যথা চাপিয়া পরাণে,

ওর সনে হাসিমুখে, কথা ক'য়ো দিদি !
হেসে খেলে বেড়ায় বালক—
চিন্তা-শিলা-ভার আর
চাপায়ো না হৃদয়ে উহার।

(অংশুমানের প্রবেশ।)

অংশু। কিহে, তুজনে কি হ'চ্ছে ? কর্ত্তা কোথায় ?

সুমতি। তোমার সে খবরে দরকার কি !

অংশু। ও বাবা—ফোঁস্ ! কি হ'য়েছে কি ? রাগারাগি হ'য়েছে নাকি ?

সুমতি। রাগারাগি সে তোদের হয়, আমরা অত রাগারাগির ধার ধারি না।

অংশু। তা বই কি—এখন কি আর তার বয়স আছে ! এখন যে রাগারাগি ক'র্ত্তে গেলে এই রকম অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে—বুঝেছ তো—

সুমতি। তাইতো,—এখনও আমদের যা রূপ আছে—তোদের মাগেরা আমাদের পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুলের যুগ্যি নয়।

অংশু। তা' অবিশ্যি—তা' অবিশ্যি ব'ল্‌তে পার—রূপ একটু আছে বটে—নইলে আর আমি তোমাদের কাছে এমন ক'রে ঘুর্‌ঘুর্ ক'রে আসি।

সুমতি। বেশ, রূপ আছে তো স্বীকার করিস্ ?

অংশু। হ্যাঁ, তা তো স্বীকার ক'চ্ছি। রূপটা কি জান—তাঁবার বাসন, যত মাজ্‌বে—তত চক্ চক্ ক'র্বে।—তোমাদের অনেকদিনের পুরোণো রূপ কিনা—অনেক-

দিন ধ'রে ঘ'স্‌ছ মাজ্‌ছ—সেইজন্যে এখনও বেশ চক্‌চকে আছে—কিন্তু এদিকে যে ঝর্‌ঝরে হ'য়ে এসেছে।

সুমতি। তা' বই কি!

অংশু। তা' বইকি ব'ল্লে আর কি হবে বল!

সুমতি। মহারাজ এখনও—আমাদের কত ভালবাসেন জানিস্!

অংশু। মহারাজেরও তথৈবচ কিনা। তাঁরও যে এখন আর নূতন কাড়্‌বার উপায় নেই। ফোগ্‌লা দাঁতে ফক্ ফক্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ডাক্‌বেন্—'প্রিয়ে'—'প্রাণেশ্বরী'!—তোমরা অমনি নদ্‌গদ্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে গিয়ে পান ছেঁচে দেবে। অন্য মেয়েমানুষ কি আর এ সব সইবে!

কেশিনী। বটে, মহারাজের নিন্দে ক'চ্ছ! মহারাজ বুড়ো!—

অংশু। ঘাট্ হ'য়েছে আমার! মহারাজ আবার বুড়ো! তা' চুলগুলো পেকে গেছে—হোমের ধোঁয়া লেগে লেগে বুঝি? তা' হ'তে পারে—ছেলে বেলা থেকেই বিস্তর যজ্ঞ ক'চ্ছেন!—আর দাঁতগুলো প'ড়্‌লো কি ক'রে বল দেখি—হর্‌তুকি খেয়ে খেয়ে বুঝি? হর্‌তুকি তো ভক্ষ্যদ্রব্যই হজম করে জান্‌তুম্—আজ জান্‌লুম হর্‌তুকির দন্ত হজম কর্‌বারও বেশ ক্ষমতা আছে! তা' ঠাকুমা—ঠাকুর্দ্দাকে হর্‌তুকির মাত্রা একটু কমিয়ে দিতে ব'ল—শেষকালে হর্‌তুকি মহাপ্রভু কোন্‌দিন আবার সবশুদ্ধ হজম ক'রে ফেল্‌বেন।

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। ছোট মা, খাওয়া দাওয়া কি ক'র্ব্বেন না! বেলা যে গেল।

সুমতি। এই যাই চ'।

কেশিনী। তুই এখনও খাস্‌নি? চ' চ'।

(অংশুমান ভিন্ন সকলের প্রস্থান।)

অংশু। আহা! কি ভালবাসা গো! নিজে খেয়ে তুই এখনও খাস্‌নি। ঐ আবার ঝড় উঠ্‌লো—এ কালবোশেখী ঝড়ের জ্বালায় অস্থির।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ উদ্যান—লতাকুঞ্জ।

(লতাকুঞ্জ মধ্যে শতপর্ব্বা ও সখিগণ।)

সখিগণের নৃত্য গীত।

মেঘ কেটে গেছে সই;
দেখ ধীরে, অম্বরে, চন্দ্রমা হাসিছে ওই।
থেমে গেছে ঝঞ্ঝা, চেয়ে দেখ সই,
মৃদুল মলয় বহিছে,
শোন নীরবে, শাখা শিরে ওই,
পিক পাপিয়া গাহিছে,
সুবিমল জোৎস্নায়, ভুবন গগন ভ'রেছে সই

চল সখি চল, বকুলের মূলে,
কত ঝ'রেছে কুসুম, মালা গাঁথিগে' তুলে,
বঁধু এলে তার পরাইয়ে গলে,
প্রণয়ের খেলা খেলিব সই।
ভ'রে দিব কুঞ্জে, কত প্রেম-মুখর চপল হাসি,
গাহিব গান, উছলিবে কত সুখ-সুধা রাশি,
বঁধুর সনে, প্রেম-স্বপনে, রহিব মগনা সই।

(সখিগণের প্রস্থান।)

(অংশুমানের প্রবেশ।)

অংশু। বাঃ, দিব্যি তো নাচ গান চ'ল্‌ছিল—ওরা চ'লে গেল কেন—চ'লে গেল কেন?

শত। কেন আমাকে কি ভাল লাগে না?

অংশু। আরে ছ্যা! তুমি আবার একটা তুমি—তা' আবার ভাল লাগ্‌বে!

শত। আমি তবে কি!

অংশু। তুমিই বলনা কেন তুমি কি!

শত। আমি জানি না—তুমিই বল না আমি কি।

অংশু। ব'ল্‌বো—ব'ল্‌বো! তুমি একটি সুন্দর মেয়েমানুষ—না!

শত। আহা বড্ডই তো ব'লেছ!

অংশু। কেন ছোট্টই বা কোনখানটায় ব'ল্‌লুম্। বিশেষণ দিয়ে বলি নি ব'লে ব'লছ? আচ্ছা—শোন তবে অনুপ্রাসের ছটা দিয়ে বলি তবে শোন—তুমি একটি সুন্দর, সুখসেব্য, সুধার সরোবর—তুমি মানব-মন

মত্ত-মাতঙ্গ-মোহিত-কারিণী একটি বেশ ফুট্‌ফুটে মেয়েমানুষ—আরও বল্‌বো ?

শত। না থাক্—যথেষ্ট হ'য়েছে—আগে এই অনুপ্রাসেরই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি—তারপর আবার।

অংশু। আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালবাস ?

শত। ভালবাসা—ভালবাসা! সে আবার কি!

অংশু। ভালবাসা কাকে বলে জানো না—বুঝিয়ে দোব! সে বেশ মজার জিনিস,—এই তুমি যদি আমাকে ভালবাস—তাহ'লে আমাকে দেখ্‌লেই—তোমার মুখ রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে;—বুক দুরদুর ক'র্ত্তে থাক্‌বে,—কোন কথা বলি বলি ক'রে ব'ল্‌তে পার্ব্বে না—আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'ল্লে মর্ম্ম পর্য্যন্ত শিউরে উঠ্‌বে। আবার আমি যখন কোথাও দূরে চ'লে যাব তুমি আমায় দেখ্‌বার জন্য কত কাঁদ্‌বে, কত গান গাইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা—আমায় যদি ভালবাস—তাহ'লে তোমার মনে হবে—তুমি আর নেই।

শত। ও বাবা—এর নাম মজার জিনিস! এতো রোগ! সাধ ক'রে কে আবার রোগকে ডাকে!

অংশু। রোগকে কি আর ডাক্‌তে হয়—রোগ আপনিই আসে। যেমন হিম লাগাও—অসুখ কর্ব্বে,—তেম্‌নি রূপ দেখ, ভালবাসা তোমার প্রাণটা ঘিরে ফেল্‌বে ?

শত। সত্যি নাকি!

অংশু। পরখ কর, এই দেখ, আমি কত সুন্দর—আমার দিকে চাও—এখনি আমাকে ভালবেসে ফেল্‌বে।

শত। তুমি আবার সুন্দর কোন্‌খানটায়।

অংশু। বটে—আমার রূপ দেখে সকলে হাঁ হ'য়ে চেয়ে থাকে।

শত। অপরূপ দেখেও তো লোকে হাঁ হ'য়ে থাকে।

অংশু। আমায় দেখে যে লোকে চোখের পাতা ফ্যালে না।

শত। তাহ'লে তাদের চোখের ব্যারাম আছে—আমার তো তোমাকে দেখ্‌লেই চক্ষু বুজে আসে।

অংশু। তাই নাকি! তবে তুমি আমাকে ভালবাস।
(শতপর্ব্বার হস্ত ধারণ।)

শত। কি রকম!

অংশু। আর কি রকম, গায়ে হাত দিতেই যে কথা ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো—মুখটা একেবারে সিঁদূর হ'য়ে গেল যে—কেমন আমায় দেখ্‌লে ভালবাসা হয় না—না? আমার রূপ নেই না? কিগো বলনা, চুপ্‌ ক'রে রইলে কেন?

শত। তোমার রূপ নেই! তোমার রূপে আমি বিভোর—তোমার সৌন্দর্য্যে আমি আত্মহারা।

গীত।

তুমি, সুন্দর দুগ্ধ-ধবল-জ্যোছনা,
নির্ম্মল-নীল-নিশীথ-গগনে,
আঁখিরঞ্জন তুমি ফুল্ল কুসুম,
উষা-কিরণ-রঞ্জিত কুঞ্জকাননে।

তুমি, তরঙ্গ-রঙ্গ-ভরা-সাগর-ছবি,
তুমি, পশ্চিম গগনে, অস্তগামী রবি,
তুমি, নীহার-মণ্ডিত প্রান্তর শ্যামল,
মধুকর করম্বিত ফুল্ল কমল,
তুমি, পুণ্য-তপোবন মম নয়নে।
তুমি, বিহগ কণ্ঠের মধুর গীতি,
গত জীবনের সুখের স্মৃতি,
তুমি শান্তি, তুমি প্রীতি,
তুমি ধর্ম্ম তুমি নীতি,
ইহ পরকাল তুমি হে আমার জীবনে।

(পরস্পরের হস্তধারণ, পশ্চাতে অসমঞ্জের প্রবেশ ও উভয়ের সঙ্কুচিত হওন।)

অংশু। কে তুমি ?

অস। আমি সন্ন্যাসী।

অংশু। তা' সন্ন্যাসী—এখানে কেন ? একেবারে অন্তঃপুরে !

অস। আমার অন্যায় হ'য়েছে। কিন্তু কি ক'র্‌বো—আমার অনেক দিনের স্মৃতি—ভুল্‌তে পারিনি। আর সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। মহারাজ সগরের অন্তঃপুরে কি সন্ন্যাসীর প্রবেশ নিষেধ ?

অংশু। কি ব'ল্‌ছো !

অস। না, কিছু নয়। আমি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বো।

অংশু। তিনি যজ্ঞভূমে আছেন—যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, সেইখানে নিবেদন ক'র্‌লেই—

অস। আচ্ছা আমি সেইখানেই যাচ্ছি। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

অংশু। না না তার জন্য আর কি হ'য়েছে।

অস। যদি কিছু না মনে করেন—তাহ'লে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো।

অংশু। বিলক্ষণ! খুব জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন।

অস। আপনি মহারাজ সগরের কে?

অংশু। আমি তাঁর পৌত্র।

অস। তোমার পিতা মাতা আছেন?

অংশু। না। তাঁরা পরলোকে।

অস। দুঃখ ক'রো না বাবা। পিতা মাতা কারুর চিরকাল থাকে না। এ সংসারে সকলি অনিত্য—একমাত্র ভগবানই নিত্য; আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি, তোমার সেই ভগবানে মতি হোক্।

অংশু। আপনার অকস্মাৎ আগমনে আপনার উপর দুর্ব্বিনীত হ'য়েছিলুম্—অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন। (প্রণাম করণ) সন্ন্যাসীকে প্রণাম কর (শতপর্ব্বার প্রণাম করণ।)

অস। চিরায়ুষ্মতী হও মা। তুমি দুঃখিত হ'য়ো না বৎস—অজ্ঞানাবস্থার অপরাধ—অপরাধ মধ্যেই পরিগণিত নয়। এখন যদি আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার কর—আমি পরম আপ্যায়িত হব।

অংশু। কি ক'র্ত্তে হবে বলুন।

অস। যদি কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার ক'রে—আমায় মহারাজের কাছে নিয়ে যাও—

অংশু। বেশ আসুন।

অস। কারণ—যজ্ঞস্থান কোথায়—আমি তো তা' জানি না।

অংশু। বেশ, চলুন—আমি নিয়ে যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

মধুভাণ্ড ও নারদ।

মধু। আচ্ছা—নারদ ঠাকুর—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্বো ব'ল্‌বে ?

নারদ। কি জিজ্ঞাসা কর না—কেন ব'ল্‌বো না।

মধু। আচ্ছা—স্বর্গ এখান থেকে কত দূর ?

নারদ। ও যদি দূর মনে কর—তাহ'লে কোটী কোটী যোজন দূরে—আর যদি কাছে মনে কর—তাহ'লে তোমার মুটোর ভেতর।

মধু। এ কি রকম কথা হোল! আচ্ছা—তোমরা স্বর্গের লোক—কি সোজা কথা কইতে জান না ?

নারদ। কেন ?

মধু। কেন আবার কি—এমন কথা ব'ল্‌বে—যার টীকা ভাষ্য—কথার চেয়ে ওজনে বেশী হ'য়ে যাবে।

নারদ। আচ্ছা যাক্ স্বর্গ—অনেক দূরে—কেন তোমার সেখানে যাবার ইচ্ছে আছে ?

মধু। আদৌ না।

নারদ। সেকি! স্বর্গে যেতে ইচ্ছে হয় না?

মধু। কি ক'র্বো ঠাকুর—ইচ্ছেটা আমার কিছু বেয়াড়া। তা আচ্ছা—আমরা যে এইখানে হোম যাগ ক'রে ঘী টি পোড়াই—তোমরা কি স্বর্গ থেকে তার গন্ধ পাও?

নারদ। কেন বল দেখি?

মধু। না তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি—মহারাজ যজ্ঞ আরম্ভ ক'রে অবধি তুমি যে ছিনে জোঁকের মত—এইখানকার মাটী কাম্‌ড়ে প'ড়ে র'য়েছ—ব্যাপার কি! তোমায় খবর দিলে কে!

নারদ। খবর আর দেবে কে, বেড়াতে বেড়াতে এসে দেখ্‌লুম্‌—মহারাজ যজ্ঞ ক'চ্ছেন—তাই—

মধু। তাই একেবারে গাঢ় প্রবাস—

নারদ। মহারাজকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি কি না।

মধু। কেন, মহারাজের উপর হঠাৎ এতটা অনুগ্রহের কারণ কি?

নারদ। আমরা স্বর্গের লোক—আমরা বিশ্বপ্রেমিক। ঈশ্বরের সৃজিত জীবমাত্রকেই আমরা ভালবাসি।

মধু। ছুঁচো, পেঁচা, ইন্দুর, বাঁদর, মেয়ে মদ্দ—কেউ আর তোমাদের কাছে বাদ যায় না বল?

নারদ। আমরা যে বিশ্বপ্রেমিক—আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সকলকেই আমরা ভালবাসি।

মধু। বটে—তাহ'লে তোমরা এক একটি প্রেমের লাট্টু

বল। আচ্ছা, ঠাকুর তুমি যে ব'ল্লে—মহারাজকে ভালবাস—আমি তো মহারাজের কাছে কতদিন র'য়েছি—কিন্তু তোমাকে তো কখনও আস্‌তে দেখিনি।

নারদ। প্রয়োজন না হ'লে কি ক'র্ত্তে আস্‌বো !

মধু। তা' এখনই বা তোমার কি এত মাথাব্যথা ধ'র্‌লো,—যে একেবারে হত্যা দিয়ে এসে প'ড়েছ। বল না ঠাকুর—মহারাজের ঘাড়টি কি মট্‌কাতে চাও ?

নারদ। ছি, ছি, তুমি কি ব'ল্‌ছো—মহারাজকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি।

মধু। কিন্তু মহারাজ যে তোমাকে দেখ্‌লেই একেবারে অগ্নিশর্ম্মা !

নারদ। না, না, তুমি মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছো—মহারাজ আমায় কত ভক্তি করেন।

মধু। ও সব মিছে—সব মিছে। লোক দেখানো—লোক দেখনো।

নারদ। না, না—তুমি মহারাজের নিন্দে ক'রে তাঁর উপর আমার অন্তর চটিয়ে দি'চ্ছ। তুমি মহারাজকে ভালবাস ব'লে, আমি তাঁকে ভালবাসাতে তোমার হিংসে হ'য়েছে—বুঝ্‌তে পেরেছি।

মধু। আমি মহারাজকে ভালবাসি কে ব'ল্লে ?

নারদ। কেন আমার কি চোখ্ নেই—মহারাজ—মহারাজ ছাড়া তোমার মুখে আর অন্য কথাই নেই।

মধু। তাই বুঝি তুমি ঠাওরালে—আমি মহারাজকে ভালবাসি। আরে পাগল—আমি খোসামুদে—মহারাজের খোসামোদ করি।

নারদ। কেন খোসামোদ কর কেন?

মধু। নইলে আমি শুদ্ধ যে উপে যাই।

নারদ। কি রকম?

মধু। দু চারটে হাসি ঠাট্টার কথা ক'য়ে যতদিন মহারাজের সখটা জমিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বো—ততদিনই তো আমি বিদূষক হ'য়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।—মহারাজের সখ ফুরুলে আর বিদূষকে প্রয়োজন কি! তখন যে আমার আস্তিত্বই লোপ হ'য়ে যাবে।

নারদ। আচ্ছা—তুমি যে সময়টা মহারাজ—মহারাজ ক'রে বেড়াও—এই সময় যদি হরির নাম নিতে—

মধু। তোমার যদি কেউ গুষ্টিবর্গ থাকে—তাকে শেখাও না গে—আমার অত বুজরুগি কর্ব্বার সখ নেই।

নারদ। বুজরুগি কি ব'ল্‌ছো।

মধু। এই দেখে শুনেই ব'ল্‌ছি।—মুখে ব'ল্‌বো 'হরি' 'হরি' —আর মনে ভাব্‌বো—কার সর্ব্বনাশ করি—কার সর্ব্বনাশ করি। ও হরিও যেমন চক্রী—তাকে যে ডাকে সেও তেমনি চক্রী।

নারদ। কি রকম?

মধু। আর কি রকম কি—দর্পণে নিজের মুখ দেখ না—বুঝ্‌তে পার্‌বে এখন। ঐ যে বীণা বাজিয়ে ঘাড় মুখ নেড়ে

রাগিণী ভাঁজ—ওতো রাগিণী ভাঁজা নয়;—এক একটী মৎলব ভাঁজ কর—বুঝ্‌তে পারি না কি ঠাকুর! এই যে তোমার তুম্বুরুটি—এর ভেতরে মৎলব একেবারে লি লি ক'চ্ছে।

নারদ। বড় দুঃখিত হলুম্—তোমাকে আমি কত ভালবাসি,—কিন্তু তুমি—

মধু। কি ক'র্ব্বো ঠাকুর—আমি বড় অপ্রেমিক। ওকি! অংশুমানের সঙ্গে—কে ও সন্ন্যাসী! অসমঞ্জ না! দাঁড়াও—দাঁড়াও ঠাকুর আমি আস্‌ছি।

(মধুভাণ্ডের প্রস্থান।)

নারদ। মহামায়ার মায়ার প্রভাবে সকলেই মুগ্ধ। মনে ক'চ্ছে —এই প্রবাসের পান্থ-নিবাসই বুঝি এদের চির নিবাস। এই প্রবাসের সঙ্গীই বুঝি এদের চিরসঙ্গী।

(ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। দেবর্ষি!

নারদ। দেবরাজ! কি সংবাদ!

ইন্দ্র। আমি সগরের নির্ব্বাসিত পুত্র অসমঞ্জকে—তার পিতার কাছে পাঠিয়েছি। সে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে—সে তার পিতাকে এ যজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত ক'র্ব্বে। কি এ কৌশল ভাল নয়?

নারদ। কৌশল—মন্দ নয়—কিন্তু আমার বোধ হয় ফলপ্রদ হবে না!

ইন্দ্র। কেন?

নারদ। মহারাজ সগর যে যজ্ঞ ভঙ্গ করেন—আমার তো এমন বিশ্বাস হয় না।

ইন্দ্র। পুত্রের অনুরোধ রক্ষা ক'র্বেব না ?

নারদ। স্বয়ং নারায়ণের অনুরোধ বোধ হয় রাখ্‌বেন্ না।

ইন্দ্র। তাহ'লে উপায় ?

নারদ। উপায় আমি কি ক'রে ব'ল্‌বো। তুমি রাজা—রাজনীতি জান—আমি কি ক'রে ব'ল্‌বো।

ইন্দ্র। দেবর্ষি, ছলনা ক'র্বেবন না।

নারদ। এর আর ছলনা করা করি কি ! তোমার রাজ্য তুমি রাঁখ্‌তে পার—থাক্‌বে।

ইন্দ্র। দেখি ; অসমঞ্জ ফিরে আসুক্। যদি কৃতকার্য্য হয় ভালই—নচেৎ অশ্বকে হরণ ক'র্বেবা।

নারদ। বেশ। যা' কর্ব্বার শীগ্‌গীর শীগ্‌গীরই ক'র—ঘোড়া ফিরে এলেই যজ্ঞ পূর্ণ হবে।

ইন্দ্র। ঐদিকে চলুন দেবর্ষি, কে আস্‌ছে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

যজ্ঞক্ষেত্র।

বশিষ্ঠ ও সগর।

বশিষ্ঠ। অশ্ব সম মানবের মন,
যদি দৃঢ় করে থাক রশ্মি ধ'রে
চলিয়ে ফিরিবে সদা তোমার ইচ্ছায়।
কিন্তু একবার যদি রশ্মি ছেড়ে দাও,
তীব্র তেজে ছুটিবে সে মানস-তুরঙ্গ,—
করি তোল্‌পাড়—অন্তরের অন্তর অবধি,—
সহজে ধরিতে তারে, নারিবে না আর।
বল, পরের অধীন হ'তে, কেবা সাধ করে!
মহারাজ! সুখ দুঃখ নহেক বিভিন্ন.
শুধু মাত্র মনের অবস্থা।
আপন আয়ত্তে যদি
মনেরে আনিতে পার,—
সুখ দুঃখের ভেদাভেদ,
কভু আর বুঝিতে নারিবে তুমি,—
সুখ দুঃখ দেখিবে সমান চোখে।

(অংশুমান্‌সহ অসমঞ্জের প্রবেশ।

অংশু। পিতামহ!
সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন ইনি আপনার.

দেখি তোর মায়া কেমনে কাটায়।

অংশু। পিতা! পিতা! আমি তব অভাগা নন্দন,—
তাই বুঝি তব স্নেহে হ'য়েছি বঞ্চিত!
পিতা! এমনি অধম আমি,
যাঁর হ'তে দেখিনু পৃথিবী,
তাঁর সেবা করিতে নারিনু কভু।
তুমি মহাত্মন্,
কর পিতা এ দাসের প্রার্থনা পূরণ,
শ্রীচরণ সেবি' তব
করি মম সার্থক জীবন।

অস। আরে অবোধ বালক!
আমার চরণ সেবি' হইবে কি ফল!
আমি ক্ষুদ্র কীট,—তুচ্ছ তৃণাদপি,
মহাসাগরের এক ক্ষুদ্র বিম্ব অতি,—
ভঙ্গুর নশ্বর,—
কি ফল হইবে বৎস আমারে সেবিয়া!
সাগরের সেবা কর,—
নশ্বর জীবন তব হইবে সার্থক।

অংশু। শুনিয়াছি জ্ঞানীজন মুখে,—
"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ
পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে,
প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"।

তুমি তুষ্ট হইলে জনক,
নারায়ণ পরিতুষ্ট হবে মম 'পরে।

অস। মম তুষ্টি চাও যদি,
মম আজ্ঞা করহ পালন,—
সেবাপ্রার্থী হ'য়োনা আমার।

অংশু। আজ্ঞা তব করিব পালন, কিন্তু পিতা,
বড়ই কঠোর আজ্ঞা ক'রেছ প্রচার।

সগর। অসমঞ্জ! অসমঞ্জ!
নাহি জানি হৃদি তোর কি পাষাণে গড়া!
পিতা ব'লে ডাকিল তনয়,
তবু হৃদি গলিল না তব।
অংশুমান্!
শীঘ্র ডেকে দে' রে তোর পিতামহীগণে,
তা'রা যদি এ বন-কুরঙ্গে
গৃহ-মাঝে পারে বাঁধিবারে।

(অংশুমানের প্রস্থান।)

অসমঞ্জ। মহামায়া! পুনঃ ধীরে ধীরে
মায়াজাল করিছ বিস্তার বেশ!
পিতা! আজি প্রার্থনা লইয়া এক,
আসিয়াছি তোমার সমীপে,—
সে যাচ্ঞা আমার কি পো, করিবে পূরণ?

সগর। বল বৎস, কি তব প্রার্থনা,—
এই দণ্ডে করিব পূরণ।

পূর্ণ করিবারে বৎস, তোমার প্রার্থনা,
প্রস্তুত তো র'য়েছি সতত।
দুঃখ এই—তুমি কভু
মম পাশে চাও নাই কিছু।

অসমঞ্জ। শুনিলাম লোক মুখে,
ইন্দ্রত্ব কামনা করি',
মহাযজ্ঞ করিতেছ তুমি,
আর অনুষ্ঠান দেখিয়া যজ্ঞের,
মনে হয় কথা মিথ্যা নয়।
পিতা! দেবদ্বেষী যজ্ঞে তোমা'কে দিল মন্ত্রণা?

বশিষ্ঠ। দেবদ্বেষী নহে বৎস, কভু এই যাগ।
মানব মাত্রেই করে স্বর্গের প্রয়াস,
শান্তি-আশ কেবা নাহি করে এ সংসারে?
জনক তোমার
শান্তিহারা হ'য়েছিল প্রাণে;—
চিত্তের প্রসাদ দান করিতে উঁহায়,
আমি ওঁরে এই যজ্ঞে করায়েছি ব্রতী।
ইন্দ্র-দ্বেষ নহে কভু সংকল্প মোদের।

অসমঞ্জ। তবে আর কোন নাহিক প্রার্থনা মোর।
দেবদ্বেষী যজ্ঞে ব্রতী, হ'য়েছেন শুনি',
এসেছিনু—যজ্ঞ-নিবারণ করিতে প্রার্থনা,
চলিলাম তবে,
কার্য্য শেষ হ'য়েছে আমার।

(মধুভাণ্ডের প্রবেশ।)

মধু। কুমার! কুমার! আমায় ক্ষমা কর। আমিই তোমায় সন্ন্যাসী সাজিয়েছি।

অসমঞ্জ। কে ব্রাহ্মণ!
উপকার করি' ক্ষমা চাহে কে আবার!
পরম হিতৈষী বন্ধু তুমি হে আমার,
তুমিই আমার,
পরিষ্কার করিয়া দিয়াছ পথ।

(কেশিনী, সুমতি ও অংশুমানের প্রবেশ।)

সুমতি। কই! কই! অসমঞ্জ কই রে আমার!

কেশিনী। এই যে আমার বাপ্!
অসমঞ্জ আসিবে বলিয়া,
তাইরে সুমতি,—
ক'য়দিন হ'তে হ'তেছিল ব্যাকুল পরাণ।
ভাল আছ বাপ্?
আমি তব পাষাণী জননী,—
পাষাণ-পরাণে তোমা' দিয়েছি বিদায়,
বুঝি শুভ বার্ত্তা তব,
লইবারো অধিকার নাহিক আমার।

সগর। কেশিনি! সুমতি!
বন-বিহঙ্গেরে রাখ পিঞ্জরে পূরিয়া,
নহে এইক্ষণে যাইবে উড়িয়া।

সুমতি। পেয়েছি যখন আর কি যাইতে দিব!

বক্ষঃ-মাঝে রাখিব লুকায়ে।

অসমঞ্জ। একি! একি! কেন হয় চঞ্চল হৃদয়!
নারায়ণ! বহু কষ্টে
অগ্নিকুণ্ড হ'তে হ'য়েছি বাহির—
পুনঃ একি অগ্নি-পরীক্ষার মাঝে,
ফেলিলে আমায়!
না, পালাই পালাই, বড়ই দুর্ব্বল হৃদি
সর্ব্বনাশ এখনি ঘটিবে।

(অসমঞ্জের প্রস্থান।)

সগর। চ'লে গেলি বাপ্!
মরুভূমে মরীচিকা সম
দেখা দিয়ে কেন তৃষ্ণা বাড়ালি দ্বিগুণ!

কেশিনী। মহারাজ! ধৈর্য্য ধর, কি করিবে,—
পুত্র-সুখ নাহিক মোদের ভালে।
আমি জননী—বাছারে আমার
দশ মাস ধ'রেছি জঠরে,
স'য়েছি দারুণ প্রসব বেদনা,
বাছারে করিতে পুষ্ট,
হৃদয়ের রক্ত ক্ষীর কারি'
অর্পিয়াছি বদনে তাহার,
অবিকার চিতে
মল মূত্র পরিষ্কার করিয়াছি তার,—
সে হেন সন্তানের বিরহ-যাতনা,

অবলা রমণী হ'য়ে সহিতেছি আমি—
আর তুমি—

সগর। তুমি পাষাণী জননী।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

পথ।

অসমঞ্জ ও ইন্দ্র।

ইন্দ্র। কি গো, কি হোল ?

অসমঞ্জ। কে আপনি ? আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন ?

ইন্দ্র। তা থাক্‌বো না। দেবদ্বেষী যজ্ঞ ক'রে মহারাজের সর্ব্বনাশ হবে—জেনে কি আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি ! তারপর কি হোল ? কৃতকার্য্য হ'য়েছ তো ?

অসমঞ্জ। দেখুন আপনি ভুল শুনেছিলেন—মহারাজ তো ইন্দ্র-দ্বেষী যজ্ঞ ক'চ্ছে'ন না।

ইন্দ্র। সেকি ঊনশত অশ্বমেধ তাঁর করা হ'য়ে গেছে—এইবার শতসংখ্যা পূর্ণ হবে। তা'হলেই তিনি শতক্রতু হ'য়ে স্বর্গের সিংহাসনে ব'স্‌বেন।

অসমঞ্জ। না, সেইরূপ তো তাঁর অভিপ্রায় নয়।

ইন্দ্র। না, না, তুমি ছেলেমানুষ—তোমাকে ভুলিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে।

অসমঞ্জ। আমি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের মুখে শুনেছি। আপনাকে কে এ কথা ব'ল্লে?

ইন্দ্র। সকলেই ব'ল্লে—আবার কে এ কথা ব'ল্লে? ইন্দ্রদ্বেষ যজ্ঞের সঙ্কল্প না হ'লেও কার্য্যগতিকে যে তা' হ'য়ে প'ড়্ছে।

অসমঞ্জ। কি রকম?

ইন্দ্র। শতাশ্বমেধ পূর্ণ হ'লেই ইন্দ্র হ'য়ে যাবে!

অসমঞ্জ। তাহ'লে শত অশ্বমেধ যজ্ঞই কি ইন্দ্রত্বের মূল্য? তাহ'লে যার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ কর্ব্বার ক্ষমতা আছে সেই তো ইন্দ্র হ'তে পারে?

ইন্দ্র। তা' পারে।

অসমঞ্জ। আহা, ইন্দ্রের দুঃখ স্মরণ ক'রে আমার কষ্ট হ'চ্ছে। নিশিদিন দানবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত, তারপর মানবের দ্বারাও তাঁকে মাঝে মাঝে উদ্বাস্ত হ'তে হয়। ভাব্‌তুম্—ঐশ্বর্য্য শুধু বুঝি দুর্ব্বল মর্ত্ত্যবাসীকেই উন্মাদ ক'রে দেয়; অর্থ মানবেরই অনর্থ ঘটায়—তা নয়, অর্থ সর্ব্বত্রেই অনর্থ করে—তার স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ নাই—দেবতা মানব বিচার নাই। জ্ঞানীরা যথার্থই ব'লেছেন অর্থ সর্ব্ব অনর্থের মূল।

ইন্দ্র। তার কোন ভুল নাই। অর্থের মাদকতায় মুগ্ধ হ'য়ে

নিজে দেবরাজ আমি স্বর্গ ছেড়ে আজ কয়দিন এ পৃথিবীতে ভ্রমণ ক'চ্ছি! পৃথিবীর বাতাসে আমার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে, কিন্তু কি ক'র্ব্বো—উপায় নাই—নইলে ইন্দ্রত্ব যায়।

অসমঞ্জ। আপনি দেবরাজ?

ইন্দ্র। আমিই অভাগা দেবরাজ। তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী আমি। আমার মত বিপদ, আমার মত চিন্তা—কারও নাই। তুমি মর্ত্ত্যবাসী—তবু তুমি আমার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তোমার হৃদয়ে যে শান্তি-রাজ্য আছে আমার স্বর্গরাজ্য তার কাছে অতি তুচ্ছ।

অসমঞ্জ। তবে ইন্দ্রপদ ত্যাগ করেন না কেন?

ইন্দ্র। ঐ তো অর্থের মাদকতা। ত্যাগ ক'র্ত্তে পার্লে আমার আর দুঃখ কিসের। কিন্তু অর্থ ত্যাগ করা বড়ই শক্ত। অর্থের অস্বাদ যে না পেয়েছে তার প্রাণে অর্থ লিপ্সা নাও জগতে পারে, কিন্তু অর্থের আস্বাদ পেয়ে তাকে ত্যাগ করা বড়ই কঠিন।

অসমঞ্জ। যদি অর্থকে ধূলি জ্ঞান ক'র্ত্তে পারেন।

ইন্দ্র। সে রকম কজন পারে! তোমার মত একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের প্রলোভন ছেড়ে কজন আস্তে পারে! তুমি আমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক উচ্চ।

অসমঞ্জ। আমি ক্ষুদ্র কীট। আমায় কেন প্রশংসা ক'চ্ছেন?

আমি তবে চল্লুম্। আপনার দুঃখে আমি বড়ই দুঃখিত।

(অসমঞ্জের প্রস্থান।)

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। ঐ যে অসমঞ্জ চ'লে যাচ্ছে। কি ব'ল্লে ?

ইন্দ্র। ব'ল্লে বশিষ্ঠ ব'লেছে ইন্দ্রদ্বেষ এ যজ্ঞের সংকল্প নয়।

নারদ। তুমিও তাহ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়েছ—বল ?

ইন্দ্র। সে কি—কি ব'ল্‌ছেন্।

নারদ। আর কি ব'ল্‌ছি—ঘোড়া যে ফিরে এল !

ইন্দ্র। সে কি !

নারদ। আবার সে কি ! এল ব'লে ! ঐ যে কি রকম ছুটে আস্‌ছে দেখ্‌ছো না ?

ইন্দ্র। তাইত !

নারদ। আর কি এইবার—স্ত্রী পুত্ত্রদের নিয়ে এস গিয়ে—পৃথিবীতে বাস কর।

ইন্দ্র। কি ব'ল্‌ছেন্ ! না, না,—আমি অশ্ব অপহরণ করি।

নারদ। সে কথা তো অনেক দিন থেকেই শুন্‌ছি।

ইন্দ্র। ও বুঝিছি আপনি ব্যঙ্গচ্ছলে আমাকে অশ্বাপহরণের উপদেশ দিচ্ছেন। আমি চল্লুম্—এখনি অশ্ব অপহরণ ক'র্ব্বো। সগরের যজ্ঞ—কিছুতেই পূর্ণ হ'তে দোব না। (ইন্দ্রের প্রস্থান।)

নারদ। করিছেন লীলা লীলাময়।
কোন্ কার্য্যের কিবা ফল, কে ক'রে নির্ণয়।

শঙ্কর সঙ্গীতে যবে
দ্রব হ'ল বিষ্ণুর চরণ
পদ্মযোনী সেই বারি,
রাখিলেন কমণ্ডলু মাঝে।
ধরাবাসী জীবেরে তরাতে,
সেই বারি গঙ্গারূপে
অবতীর্ণা হবে অবনীতে—
আজ হ'তে কারণ সূত্রের তার
হইল আরম্ভ।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ-কানন।

(শতপর্ব্বার গীত।)

সেদিন ও ছিল মধু যামিনী,
পূর্ণ চাঁদিমা আকাশে;
সেদিন ও মলয় বহিয়াছিল,
কুঞ্জ ভরিয়া ফুলবাসে।
তরুলতা মর্ম্মরি'
উঠেছিল শিহরি'
সেদিন ও পাখী গেয়েছিল,
ভেসেছিল তান বাতাসে।

সেদিনের মত সবই আছে আজ,
সেই বিশ্বের শোভা, প্রকৃতির সাজ,
সেই সমীরণ, সেই ফুলবন,
সেই ফুল রাশি, জোছনার হাসি,
সবই আছে তবু সকলি মলিন,—
সে আজিতো নাহি মম পাশে।

(সঙ্গীতকালীন শতপর্ব্বার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে অংশুমানের প্রবেশ ও তাহার অতিনিকটস্থ একটি প্রস্তরবেদিকায় অংশুমানের উপবেশন; সঙ্গীত শেষে অকস্মাৎ অংশুমানকে দেখিয়া শতপর্ব্বার আশ্চর্য্য ও লজ্জিত হওন।)

শত। ও মা, তুমি এইখানে ব'সে র'য়েছ—আর আমি—তুমি এসেছ—আমাকে ব'ল্‌তে নেই!

অংশু। ব'ল্লে কি আর এমন একখানি সুধানিষ্যন্দি সঙ্গীত শুন্‌তে পেতুম্। আহা! কি সুন্দর! এখনও প্রাণের তারে বাজ্‌ছে!

শত। তুমি আজকাল যেন একটু কবি হ'য়ে প'ড়েছ।

অংশু। কেন গা'—আমার গায়ের চার্‌দিকে ভ্রমর ট্রমর বুঝি-খুব উড়ছে?

শত। সে আবার কি!

অংশু। তুমি যে ব'ল্‌ছো—আমি কবি হ'য়েছি—

শত। তা' তাতে গায়ের চার্‌দিকে ভ্রমর ঘুর্‌বে কেন?

অংশু। ঘুর্‌বে না! কবি হ'লে কত বাটী বাটী ফুলের মধু, কত আঁচ্‌লা আঁচ্‌লা চাঁদের সুধা খেতে হয়। ফুলের মধুগুলো যদি কবিরাই সব পান ক'র্লে—

তাহ'লে ভ্রমর বেচারীরা যায় কোথা বল! কাজেই কবিদের চারদিকে ঘুরবে না তো কি ক'র্বে।

শত। ও মা, তবেই তো মুস্কিল!

অংশু। মুস্কিল কেন?

শত। মুস্কিল নয়—তোমার কাছে—আমি যাব কি ক'রে গো—ভোমরাকে যে আমার বড় ভয় করে।

অংশু। এঁ্যা—তবে আমি কবি হব না—কেমন?

শত। কিন্তু আজকাল তুমি যে বড় গম্ভীর হ'য়ে থাক—তাইতেই তো আমার মনে হয় তুমি কবি হ'য়ে গেছ।

অংশু। এঁ্যা—গম্ভীর হ'লেই কবি হয় নাকি! তা আমি কি বড্ড গম্ভীর হ'য়েছি?

শত। তোমার কথায় কথায় কত হাসি ছিল—

অংশু। কেন, এখন কি আমি হাসি না?

শত। হাসবে না কেন—সে হাসি শরতের প্রভাতের মত ভাস্বর ছিল, আর এ হাসি যেন কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের প্রভাত মত। সে হাসি বর্ষার নদীর মত দুকুল ছাপিয়ে উঠ্তো—আর এ হাসি—নিদাঘের শুষ্ক শীর্ণা তটিনীর মত।

অংশু। বাঃ বাঃ কবি তো হ'য়েছ তুমি—কি সুন্দর উপমার ঘটা।

শত। তুমি আমার সঙ্গে কত পরিহাস ক'র্ত্তে—কিন্তু এখন পরিহাস না ক'র্লে পাছে আমি কিছু মনে করি—সেই জন্যই যেন—

অংশু। তুমি বড় মিথ্যা কথা কও কিন্তু। পরিহাস করি না! এই দেখ তুমি গান গাইছিলে—চুপি চুপি তোমার অজ্ঞাতসারে এসে ঐখানটিতে ব'সেছিলুম্—তুমি আমাকে হঠাৎ দেখে চম্‌কে উঠ্‌লে—এ কেমন সুন্দর পরিহাস! তার পর হেসে হেসে কত কথা কইছি।—আগেই বা কি রকম ক'রে কথা কইতুম?

শত। না, তুমি আমার কাছে চাপ্‌ছো। তোমার কিছু হ'য়েছে।

অংশু। এই দেখ—পাগল আবার কাকে বলে! আমার আবার কি হবে!

শত। তুমি যেন কিছু ভাব! যে দিন বাবা এসেছিলেন—সেইদিন থেকে—তুমি যেন আর এক রকম হ'য়ে গেছ।

অংশু। কি হয়েছি! আমি কি উল্‌টে গেছি! আমার সাম্‌নের দিক্‌টা কি পেছন হ'য়ে গেছে!—আর পেছন দিক্‌টা সামনে হ'য়ে গেছে!

শত। বুঝতে পেরেছি—তুমি আমার কাছে কথা ভাঙ্গছো না।

অংশু। কথা ভাঙ্গবো কি ক'রে—কথা কি ভাঙ্গা যায়।

শত। যাও কেবল পরিহাস!

অংশু। এই যে ব'ল্‌ছিলে আমি পরিহাস করি না—তোমার নিজের কথায় তুমি হেরে গেলে! যাও, আর তোমার কথার মূল্য নেই।

শত। স্বামী! গোপন ক'র না—আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি—ব'ল তোমার কি হয়েছে!

অংশু। কি আশ্চর্য্য, কিছু হয় নি—তবু তোমার জোরে ব'ল্‌বো হ'য়েছে।

শত। না—তোমাকে ব'ল্‌তেই হবে, না ব'ল্‌লে আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

অংশু। বেশ তো না ছাড় যদি—আমার তাতে ভালই তো।

শত। তুমি আমাকে ব'ল্‌বে না!

অংশু। কি ব'ল্‌বো?

শত। তুমি এমন উদাস হ'য়েছ কেন?

অংশু। উদাস হ'য়েছি! উদাসীনতার লক্ষণ আমার কোন্‌খান্‌টায় দেখ্‌লে প্রিয়ে! নিত্য নূতন বেশ পরিবর্ত্তন ক'চ্ছি—কস্তুরী চন্দনে তো ডু্‌বেই আছি—আর খাওয়া—সে তো ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, ছানা,—তার তো আর বিরাম নাই।

শত। না, তোমার আগেকার মত বিলাস নেই—আহারও তোমার অনেক কমে গেছে।

অংশু। ন্যাবা হ'লে লোকে সমস্ত পৃথিবীটা হ'ল্‌দে দেখে। তোমার নিজের আহারে অরুচি—খেতে পার না,—নিজে গর্ভভারে অবসন্ন,—তাই বুঝি মনে ক'চ্ছো—সবারই তাই? পাগ্‌লি—আমরা যে পুরুষ মানুষ।

শত। স্বামী, আমি তোমার পায়ে ধ'র্‌ছি—আমাকে বল কি হ'য়েছে! তুমি আমার কাছে মুখে গোপন ক'চ্ছ বটে! কিন্তু আমার মন তো তা শুন্‌ছে না, মন যেন ব'ল্‌ছে—তোমার কিছু হ'য়েছে।

অংশু। না, আর তোমার কাছে গোপন ক'র্ব্ব না। তুমি ঠিক ধ'রেছ—আমার মানসিক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এতদিন জান্‌তুম আমি পিতৃমাতৃহীন—কিন্তু সেইদিন অকস্মাৎ আমার পিতাকে দেখে,—অন্ধের চক্ষুলাভ হ'লে যেরূপ আনন্দ হয়—সেইরূপ আনন্দ হ'য়েছিল। ভেবেছিলুম্ আশ মিটিয়ে পিতার চরণ সেবা ক'র্ব্ব। কিন্তু আমি সে আশায় নিরাশ হ'য়েছি ; তিনি জীবন্মুক্ত যোগী—তিনি কারুর সেবাপ্রার্থী নন্। পিতামহ, পিতামহীরা তাঁকে গৃহে রাখ্‌বার কত চেষ্টা ক'র্ল্লেন—কিন্তু তিনি কিছুতেই ধরা দিলেন না—বন-বিহঙ্গের মত উড়ে চলে গেলেন। আমার ইচ্ছা ছিল—তাঁর সঙ্গে কত কথা কইবো—কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে গেল।

শত। কেন মনে মিলিয়ে যাবে প্রভু, যদি তোমার একান্ত ইচ্ছা থাকে, ভগবান্ তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্ব্বেন—কোন না কোন দিন তাঁর সঙ্গে আবার তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন।

অংশু। দেখ' ভগবান্, সতী-বাক্য যেন মিথ্যা না হয়।

শত। এস প্রভু, লতাকুঞ্জে একটু বসি—এখানে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা—প্রাসাদ।

সগর ও সুমতি।

(সগর-সন্তানগণের প্রবেশ।)

সগর। এস প্রিয় বৎসগণ মোর,
অশ্ব ল'য়ে আসিয়াছ ফিরে?
আজি তবে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে আমার!
বল, বল, রাখিয়াছ কোথা তুরঙ্গম?
যজ্ঞ-ভূমে রেখেছ কি হয়?
এবে মোরে আসিয়াছ দিতে সমাচার?
বল, বল, নীরব কি হেতু—কেন ম্রিয়মাণ?
করি' দিগ্বিজয়, আনিয়াছ হয়,
উৎসবের চিহ্ন কেন না হেরি সবার?

১ম পুত্র। পিতা! শঙ্কায় না কথা সরে বদনে মোদের—
মোরা তব অকৃতী সন্তান,
অশ্ব ল'য়ে নারিনু ফিরিতে।
সহস্র ষাটি সোদর আমরা—
নাহি জানি কোন্ কুহকের বলে,
দেবতার ছলে,—
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে মোদের
অপহৃত হইল তুরঙ্গ।

সগর। এঁ্যা! আন নাই বাজী—

রিক্তহস্তে এসেছ ফিরিয়া ?
তাই ম্রিয়মাণ—
তাই নাই উৎসব লক্ষণ !
অপহৃত হ'য়েছে তুরঙ্গ—
আসিয়াছ দিতে সমাচার !
মোর পাশে না আসিয়া যদি,
এতক্ষণ অন্বেষণ করিতে সকলে,
কোন্‌কালে মিলে যেত' বাজী।
যাও মূর্খগণ, কোথা অশ্ব কর অন্বেষণ।

২য় পুত্র। পিতা, নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দর,
নিবিড় অরণ্য, দ্বীপ,
তোল্‌পাড়্‌ করিয়াছি, অশ্বের কারণ।
কোনখানে না মিলিল তাহার সন্ধান—
নারিনু জানিতে পিতা, অশ্বচোর কেবা !

সগর। যাও পুনঃ ফিরে,
স্বর্গ্য মর্ত্ত্য রসাতল, কর অন্বেষণ।
চিরতরে বিদায় দিতেছি সবে,
অশ্ব যদি পাও তবে ফিরিও আবার,
নহে এ জনমে কভু ফিরি'
আসিও না আর।

১ম পুত্র। তাই হোক্ তবে—
চিরতরে দাও পিতা, বিদায় মোদের,
পদধূলি দাও মা জননি,—

যদি অশ্ব এনে দিতে পারি পুনঃ
তবেই ফিরিব মোরা,—নহে এই শেষ।

সুমতি। ভগবান্, রক্ষা ক'র সন্তানে আমার।

(সগর-সন্তানগণের প্রস্থান।)

কি করিলে নাথ!
এক পুত্রে দিয়ে বিসর্জ্জন
অনুতাপানলে হৃদি,
আজও তব হ'তেছে দহন,—
একি পুনঃ করিলে রাজন্!
বড় অভিমানী নন্দনেরা মোর
অশ্ব যদি নাহি পায় কভু,
আর ফিরে আসিবে না তারা।

সগর। কি যে করিতেছি আমি জানি না সুমতি।
জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার-ক্ষমতা
কে যেন কাড়িয়া ল'য়েছে মোর।
যেন স্বপ্নবৎ কার্য্য ক'রে যাই,—
নাহি জানি কোন্ গ্রহ
হ'য়েছেন রুষ্ট মোর প্রতি।
সুমতি, বড় জ্বালা,—বড় জ্বালা—
বুঝিয়াছি জ্বালা দিয়ে গড়া এ সংসার।
তাই মহাযোগী মহেশ্বর সংসার-বিরাগী—
সেই সে কারণ,
মুনি ঋষি সকলেই কানন-নিবাসী।

সুমতি, গালি দাও,
তিরস্কার যত পার করহ আমায়—
মূর্খ আমি—পিতৃত্বের অহঙ্কারে
ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে,
বলিলাম পুত্রগণে ফিরিও না আর।
কিন্তু ভাবি নাই মনে একবার,
আছে তাহাদের প্রসূতি জননী—
মোর চেয়ে ঢের বেশী,
পুত্র 'পরে অধিকার যার।

সুমতি। মহারাজ, ক্ষমা কর মোরে।
অবলা রমণী আমি,
না বুঝে ক'য়েছি কথা—
করিও না রোষ গুণমণি।
তুমি পিতা—তোমার সন্তান,
যাহা ইচ্ছা করিবে তোমার।
তবে, সন্তানেরে বড় ভালবাসি আমি।

সগর। সকলেই ভালবাসে আপন সন্তানে।
মোর সম কথায় কথায়
কেবা দেয় সন্তানে বিদায়!
ওহো, মোর মত মহাপাপী নাহি বুঝি আর!

(প্রস্থান।)

সুমতি। কি যে হবে কিছুই বুঝিতে নারি!
চিত্তস্থির নাহিক রাজার—

হবে কি উন্মাদ !
পুত্রগণে ক্রোধভরে,
চিরতরে দানিল বিদায়—
পাবে কি তুরঙ্গ—
ফিরিবে কি বাছারা আবার !
ফিরে যদি আর নাহি আসে—

(কেশিনীর প্রবেশ।)

কেশিনী। কে সুমতি ?

সুমতি। দিদি, পুত্রগণে মোর, মহারাজ
চিরতরে দেছেন বিদায়।

কেশিনী। কেন বোন্, অপরাধ কিবা তাহাদের ?

সুমতি। অপহৃত হইয়াছে যজ্ঞের তুরঙ্গ,
—অন্বেষণ ক'রেছে বিস্তর তারা,
কিন্তু না পাইয়া হয়,
এসেছিল রাজপাশে জানাতে বারতা।
মহারাজ ক্রোধভরে, ব'লেছেন সবে
'যদি অশ্ব নাহি পাস্—
আর ফিরে আসিস্‌নি তোরা,'
অভিমান ভরে গেছে চলে বাছারা আমার।
দিদি, আর যদি নাহি আসে তারা ?

কেশিনী। কেন বোন্, কেন ফিরিবে না ?
ধীরতায় বাঁধ্ বুক—
কাতর কি হেতু হোস্ ?

সুমতি। দিদি, ধীরতা যে শিখিনি কখনো।
পুত্রতরে চিরকাল ব্যাকুলা যে আমি।
পুত্রদের সামান্য ধরিলে মাথা
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যাগ ক'রে ব'সে থাকি আমি।
এত বড় হ'য়েছে তাহারা,
রাত্রিকালে থাকে শুয়ে, পুত্র-বধূ সনে—
যদিও লজ্জার কথা—
তবু ছুটে গিয়ে দেখে আসি
সুখে নিদ্রা যাইতেছে কি না!
দিদি, বড় ভয় হ'তেছে আমার,
বাছারা কি আসিবে ফিরিয়া আর,
মা বলি', এ অভাগীরে ডাকিবে আবার?

কেশিনী। বৃথা অমঙ্গল চিন্তা কেন করিস্ সুমতি?
পুত্রগণে কর্ আশীর্ব্বাদ—
ল'য়ে হয়, ফিরিবে নিশ্চয়,
নিরাপদে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে মোদের।
কত রাজা রাজ-পুত্র, যজ্ঞের তুরঙ্গ ল'য়ে
নিয়ত যাইছে পৃথিবী-ভ্রমণে;
সংগ্রামে জিনিয়া সবে, ল'য়ে বাজী
মহা মহোৎসবে, ফিরিছে আবার—
তোর পুত্র একা যায় নাই বোন্।
তব ক্ষত্রিয় নন্দন, ডর কি কারণ,
ক্ষত্রিয় জননী তুই—

ধন্যা হবি পুত্রের গৌরবে।

সুমতি। দিদি, প্রাণ মোর কিছুতেই বোধ নাহি মানে।
রাজারে বলিতে গেনু কি করিলে প্রভু,—
অভিমানী নন্দনেরা মোর
আর যদি ফিরে নাহি আসে—
মোরে লক্ষ্য করি'
মহারাজ আত্মনিন্দা করিতে লাগিল কত—

কেশিনী। মহারাজ-বাক্য তুই ধরিস্ নি বোন্।
মনেতে কি আছে তাঁর মন!
সর্ব্বদাই উদাস গম্ভীর—
আমাদের উচিত এখন,
তিনি যাতে সুখে রন্,
নিশিদিন সেই চেষ্টা করা।

সুমতি। দিদি, আমাদের শান্তিময় সংসার আছিল,
এ অশান্তি কে আনিল তায়!

কেশিনী। কে আর আনিবে বল,
করেছি যেমন কর্ম্ম,
ফল তার ভুগিতে তো হবে?
চল যাই রাজার নিকট—
করিবেন চিন্তা শুধু রহিলে একাকা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

পাতাল-পথ।

ইন্দ্র ও অপ্সরাগণ।

ইন্দ্র। আসিতেছে দেখ চেয়ে সগর-নন্দন,
করিতে করিতে ঐ ধরা বিদারণ।
উহাদের অস্ত্রের আঘাতে,
চেয়ে দেখ মরিতেছে কত শত জীব—
শোন দিক্ পূর্ণ করুণ চীৎকারে।
কারো ছিন্ন শির, দীর্ণ কলেবর,
ভিন্ন ত্বক্, ভগ্ন অস্থি কারো,—
কত সংখ্যাহীন প্রাণীর রুধিরে
কর্দ্দম হ'তেছে ঐ ধরণীর
খনিত-মৃত্তিকা।
দেখ, দেখিতে দেখিতে হ'য়ে গেল
অতল গভীর এক প্রকাণ্ড গহ্বর।
অনন্ত অসীম—
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দৃষ্টি নাহি চলে।
যেরূপ উদ্যমে ওরা খুঁড়িছে ধরণী
অবিলম্বে রসাতলে হবে উপনীত।
লুকাইয়া সেইখানে রাখিয়াছি হয়,
অন্বেষণ করি' তারে করিবে বাহির—
যজ্ঞপূর্ণ হবে সগরের —

ইন্দ্রপদ যাইবে আমার।
এত শ্রম, এতটা কৌশল,
হয় বুঝি সকলি নিষ্ফল এবে।
সুলোচনে, ইন্দ্রপদ যাইলে আমার,
তোমাদেরও অবস্থার রবে না কো শেষ।
শীঘ্র এই স্থানে রহি'
সুধাকণ্ঠে তুলি' তান, গাও গান,
হাব ভাবে মুগ্ধ কর সগর-নন্দনে।
বক্ষে বিঁধি' কটাক্ষের শর,
জর জর করহ অন্তর,
ভুলে যাক্ পিতার আদেশ,—
ভুলে যাক্ কর্ত্তব্য আপন।

১মঅপ্সরা। কোন চিন্তা নাই তব, যান দেবরাজ,
ভুলাইতে উহাদের
সাধ্যমত করিব যতন।

ইন্দ্র। অঙ্গে তোমাদের
অধিষ্ঠিত হোক্ ঋতুপতি,
ফুলধনু ধরিয়া অতনু,
আঁখি-কোণে বসুক্ সবার,
সুধাকর সুধায় ডুবায়ে দিক্,
বাক্য তোমাদের,
ঢালুক্ সুস্বর পিক, কণ্ঠেতে রহিয়া,
নর্ত্তনের তালে তালে

চমকিয়া উঠুক্ বিজলী,
ডমরু-নিনাদ শুনি'
মন্ত্রমুগ্ধ হয় যথা ভীম অজগর—
নৃত্য গীতে হাব ভাবে বাক্যের ছটায়
সেইমত উহাদের মুগ্ধ কর সবে।
ঐ আসিতেছে ওরা,
ধর তান্—মুগ্ধ কর প্রাণ,
সমস্ত উদ্যম বলি দিক্ তোমাদের পদে।

(ইন্দ্রের প্রস্থান।)

(অপ্সরাগণের গীত।)

তার কি সুখ জীবনে লো;
করিল না যে নারী-প্রেম-সুধা পান।
হ'য়ে আত্মহারা, রমণীর করে, না করিল হৃদি দান।
রমণী হৃদয়-কুসুম-বনে লুব্ধ অলির মত,
দেখিল না যে তাহে মধু উথলে কত,
পিয়িল না, জানিল না স্বাদ কি তার,—
নিল না কখন' ঘ্রাণ।
যে না পরিল গলায়, মৃণাল কোমল ভুজের বাঁধনি,
বুঝিল না এই অধরের হাসি, চকিত চাহনি,
বিফল ভবে আসা তার,
বিফল জনম, জীবন, প্রাণ।

(মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে সগর-সন্তানগণের প্রবেশ।)

১ম পুত্র। মদন-মোহিনী-বেশে, এ বিজন দেশে
কে ললনা সবে গাহিতেছ মধুর সঙ্গীত ?

কণ্ঠে তোমাদের পিকবধূ মানে পরাজয়,
গোলাপের গর্ব্ব অপলাপ,
তোমাদের গণ্ডের নিকটে,
কি সুন্দর রক্তিম অধর!
সুলোচনে, কার তরে ব্যাকুল অন্তর,
এ আঁধারে কি হেতু বিহর?
দেবী কি মানবী—বুঝিতে না পারি!
করযোড়ে পরিচয় মাগি সবাকার,—
দেহ পরিচয় সংশয়ে রেখো না আর।

১মঅপ্সরা। মহাশয়! কিবা আর দিব পরিচয়,
দুঃখিনী মোদের সম নাহিক ধরায়।

১ম পুত্র। সেকি! এ হেন রূপের খনি, তোমরা দুঃখিনী!
পেলে তোমাদের—
রাজা রাজ্য বিকাইতে পারে;
দীর্ঘকাল অর্জ্জিত তপের ফল,
একটি কথায় পারে ত্যজিতে তাপস;—
তোমরা দুঃখিনী!

১মঅপ্সরা। বড়ই দুঃখিনী মোরা—
রূপ আছে সত্য বটে—
কিন্তু কি করিব আর শুধু রূপ নিয়া?
ভোগ করিবার লোক, না মিলিল যদি—
এ রূপ লইয়া বল—কিবা ফল তবে?

১ম পুত্র। আহা, এ হেন রতন মালা, কেহ চিনিল না!

কৃপাময়ি, যদি কৃপা ক'রে, এস মোর সনে
সমাদরে রাখিব সবায়।
মোরা রাজার কুমার—
ভৃত্য সম পদানত রব তোমাদের।

২য় পুত্র। দাদা! কি করিতেছ—
ভুলেছ কি পিতার আদেশ?
মায়াবিনী কুহকিনী এরা
শুনো না এদের কথা—
ভুলিও না কর্ত্তব্য আপন।
সাধ যদি হয়, অন্বেষিয়া হয়,
তারপর প্রাণভ'রে ক'র প্রেমালাপ,
অন্তরায় কভু মোরা হব না তাহাতে।
কিন্তু যতক্ষণ অশ্ব নাহি পাও,
ততক্ষণ কোন দিকে চাহিও না দাদা,
একাগ্র অন্তরে কর অশ্ব অন্বেষণ।
যাও, যাও এখন সুন্দরি—
যদি প্রেম ভিখারিনী সবে—
খনিত গহ্বরে ওই করহ অপেক্ষা—
অশ্ব ল'য়ে ফিরিবার কালে,
সাথে ল'য়ে যাইব সবায়।

১ম পুত্র। হ্যাঁ, সেই ভাল, ঐখানে করহ অপেক্ষা—
অশ্ব ল'য়ে এখনি ফিরিব মোরা।

২য়অপ্সরা। চল্—দিদি চল্—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি

করবো ! আমাদের কপালই এই ! চল্—আগুন জেলে পুড়ে মরি গে'—এ জ্বালা আর সহ্য হয় না।

১ম পুত্র। না, না কেন যাবে ? কিছুক্ষণ করহ অপেক্ষা—
এখনি আসিব ফিরি'।

২য়অপ্সরা। গেলে কি আর তোমরা ফিরবে ! আমরা দুঃখিনী—আমাদের কথা কি আর মনে থাক্‌বে !

১ম পুত্র। নিশ্চয় ফিরিব। সুলোচনা, কোথা যাব—
প্রেমফাঁসে বেঁধেছ হৃদয়।

৩য়অপ্সরা। তোমরা আর ফিরেছ—তোমরা পাতালে যাচ্ছ' সেখান থেকে কি আবার ফিরবে মনে ক'চ্ছ ? সে সাপের রাজত্ব সেখানে গেলে সববাইকে খেয়ে ফেল্‌বে। আমাদেরই সর্ব্বনাশ ক'রে গেলে। ওঃ, আমরা অবলা ব'লে এম্‌নি ক'রেই আমাদের মজাতে হয় ! তুমি দুটো মিষ্টি কথা কইলে, মনে ক'ল্লুম্ বুঝি আমাদের দুঃখ ঘুচ্‌লো ! তা আমাদের কপাল যে দুঃখের—সুখ আর হবে কোথা থেকে ? চল্, দিদি আগুনে পুড়ে এ সব জ্বালা জুড়ুই গে'।

১ম পুত্র। না, না, হ'য়োনা নিদয়,
অনলে ক'র না দগ্ধ এ কান্তি সোণার।
সুলোচনে ! প্রাণ রাখি' তোমাদের পায়ে,
যাইতেছি শূন্য দেহ ল'য়ে।
মম ন্যস্ত প্রাণ
প্রত্যর্পণ না করিয়া যদি

নিজ প্রাণ দাও বিসর্জ্জন
মহাপাপ হইবে ভুঞ্জিতে তবে।

২য় পুত্র। কি করিতেছ দাদা ?
হের দিনমণি অস্তগামী ওই—
বিলম্ব ক'র না আর,
শীঘ্র কর ধরা বিদারণ।
আর নহে, দূরে গিয়ে
নারী সনে কর প্রেমালাপ,
পথ ছেড়ে দাও আমাদের
মোরা করি অশ্ব অন্বেষণ।

১ম পুত্র। ছি, ছি, কাপুরুষ এতই কি আমি!
সর সুন্দরীরা, মম প্রেম চাও যদি
করহ অপেক্ষা তবে--
আগে করি আমাদের কর্ত্তব্য পালন।

(সগর-সন্তানগণের পৃথিবী খনন করণ।)

(অপ্সরাগণের হতাশভাবে প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য ।

অযোধ্যার উপকণ্ঠ ।

নারদ ও ইন্দ্র ।

ইন্দ্র । হোল না—হোল না—কিছুতেই হোল না ! এত কৌশল ক'র্লুম্—কিছুতেই হোল না ! সগর-সন্তানেরা পাতালে গমন ক'রেছে ।

নারদ । এঁ্যা ? গিয়েছে !

ইন্দ্র । গিয়েছে ;—বোধ হয় যজ্ঞাশ্ব নিয়ে এতক্ষণ ফির্ছে ।

নারদ । নিশ্চিন্ত হও দেবরাজ, তারা আর ফির্বে না ।

ইন্দ্র । সে কি !

নারদ । এই সত্য । মদমত্ত সগর-নন্দনের পাপে বসুমতী পীড়িতা ; তাঁর ভার অপনোদনের জন্য নারায়ণ কপিলমূর্ত্তিতে পাতাল প্রদেশে ব'সে আছেন । অশ্বচোর ভেবে তারা তাঁকে পদাঘাত ক'রে, তাঁরই কোপানলে সকলে ভস্মীভূত হবে । নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বর্গে ফিরে যাও দেবরাজ, তোমার ইন্দ্রত্ব-লোপের আর আশঙ্কা নেই ।

ইন্দ্র । সেকি, সগরের যজ্ঞ কি পূর্ণ হবে না ?

নারদ । না, যজ্ঞ তার পূর্ণ হবে ।

ইন্দ্র । তবে ?

নারদ । তোমার চিন্তা নাই । ষাট্ হাজার পুত্রের বিয়োগ-তাপে ব্যথিত সগর যখন কপিলের সাংখ্যযোগ শুন্‌বে,

তখন ইন্দ্রত্বে তার আর স্পৃহা থাক্‌বে না। যাও, আর তোমার কোন চিন্তা নাই—নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বর্গভোগ কর গে'।

ইন্দ্র। তবে প্রণাম। দেখ্‌বেন্ দেবর্ষি—না আমিও ওদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি।

নারদ। কোথায়, পাতালে? যেও না দেবরাজ, কপিলদেব যদি জান্‌তে পারেন তুমি যজ্ঞাশ্ব তাঁর কাছে লুকিয়ে রেখে এসেছ, তিনি তোমাকেও অব্যাহতি দেবেন না। তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বর্গে যাও।

ইন্দ্র। তবে প্রণাম। দেখ্‌বেন্ দেবর্ষি—

নারদ। যাও, যাও, আর তোমার কোন চিন্তা নাই।

(ইন্দ্রের প্রস্থান।)

(নারদের গীত।)

কোথা পাপবারণ, দীনতারণ দীননাথ!

(মধুভাণ্ডের প্রবেশ।)

মধু। ঠাকুর, ঠাকুর, ওগো ঠাকুর, দেবতা, দয়াময়! রাগিনী ভেঁজো এখন, এইদিকে একবার ফিরে দেখনা—কে এসেছে।

নারদ। কৈ কে—ও তুমি! কি খবর!

মধু। খবর আর কি—বলি, একজায়গায় বেড়াতে যাবে?

নারদ। কোথায়?

মধু। যেথায় হোক্ চল না—কিছুদিন বেড়িয়ে আসি।

নারদ। মহারাজের যজ্ঞ দেখ্‌বে না ?

মধু। সে তখন এসে দেখ্‌বো এখন—এখন চল না ঠাকুর, যাই।

নারদ। আচ্ছা মহারাজের যজ্ঞটা পূর্ণ হ'য়ে যাক্—তারপর—

মধু। তবে আর গিয়ে লাভ কি! যজ্ঞটা পূর্ণ হ'চ্ছে না ব'লেই তো যাওয়া।

নারদ। কেন তুমি কি মনে কর আমি আছি ব'লে যজ্ঞ পূর্ণ হ'চ্ছে না ?

মধু। মনে করা করি আর কি—আমার কি চোখ্ নেই!

নারদ। আচ্ছা তুমি আমাকে এত সন্দেহ কর কেন ?

মধু। রোগ।

নারদ। না, এ তোমার বড় অন্যায়!

মধু। আমার বাপ্, ঠাকুর্দ্দা, চোদ্দপুরুষের অন্যায়। আচ্ছা—আর কি কোথাও কেউ যজ্ঞ ক'চ্ছে না ?

নারদ। কেন ক'র্ব্বে না,—কত।

মধু। তবে এইখানেই বা এমন মড়িকাম্‌ড়ি দিয়ে প'ড়ে থাক্‌বার মানেটা কি ?

নারদ। ছি, খালি খালি ঐ কথা ব'ল না—আমার মনে কষ্ট হয়।

মধু। কষ্ট হয় ? তাই নাকি! আমি তো জান্‌তুম্ তুমি পাষাণ।

নারদ। সে কি, কষ্ট হয় না—বড্ড কষ্ট হয়।

মধু। তবে মহারাজ যে এই আধ্‌পাগ্‌লার মত হ'য়ে গেছে—নিত্য দেখ্‌ছো—তাঁর একটা বিহিত ক'চ্ছো না কেন ?

নারদ। আমি কি ক'র্বো ! বিধাতার ইচ্ছা—

মধু। আর চালাকি কর কেন চাঁদ, বিধাতার ইচ্ছা ব'লে ধাপ্পা দিচ্ছো ! বিধাতার ইচ্ছা তো তুমি ! তুমিই তো তাঁর সোণার কাটি, রূপোর কাটি। রাজার ওপর একটু দয়া কর না দয়াময়। ভেবে ভেবে রাজাটা যে গেল।

নারদ। তোমার এই নিষ্কাম প্রার্থনার বলে রাজা জীবন্মুক্ত হ'য়ে যাবে।

মধু। জীবন থেকে মুক্ত—সে তো একেবারে ইতি ! ও ঠাকুর, এতক্ষণে বুঝি সত্যি কথা বেরিয়ে প'ড়েছে—রাজার মাথা খাবার জন্যই বুঝি—

নারদ। পাগল ! জীবন্মুক্ত মানে মৃত্যু নয়।

মধু। তবে আবার কি ? আমায় একেবারে গাড়ল পেলে নাকি !

নারদ। জীবন্মুক্ত মানে—জীবতাবস্থায় মুক্তব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করা।

মধু। তবে মহারাজের মাগ ছেলে, রাজ্য ঐশ্বর্য্য, স্রোতের ঢেউয়ে ভাসিয়ে পরিষ্কার ক'রে দেবে নাকি ! বলনা দেবতা, ছেলেগুলো ফিরবে তো,—মহারাজের যজ্ঞ পূর্ণ হবে তো ?

নারদ। যজ্ঞ নিশ্চয় পূর্ণ হবে।

মধু। ছেলেগুলোর ফেরার সম্বন্ধে কি তেমন নিশ্চয়তা নেই ? বল-না ঠাকুর।

নারদ। আমি কি দৈবজ্ঞ, যে ভবিষ্যতে কি হবে এখন থেকে তা ব'ল্‌তে পার্ব্বো!

মধু। তবে যজ্ঞ পূর্ণ হবে কি ক'রে জান্‌লে?

নারদ। না, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া আমার ঝক্‌মারী।

(প্রস্থান।)

মধু। ও ঠাকুর, ঠাকুর, শোন না, শোন না। না, বুঝ্‌তে পেরেছি ছেলেগুলো আর ফির্‌ছে না। ওঃ একপাল ছেলে! একটা একটা ক'রে গুণ্‌তে গেলে একপ্রহর সময় লাগে।

(প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পাতাল।

ধ্যানমগ্ন কপিলদেব।

পার্শ্বে অশ্ব দণ্ডায়মান।

(সগর-সন্তানগণের প্রবেশ।)

১ম পুত্র। একি, আসিনু কোথায়! ভীষণ আঁধার,
দৃষ্টি নাহি চলে; শুধু মাত্র কণ্ঠস্বরে,
হয় অনুভব—মোর সাথে আসিতেছ সবে
এই কি পাতাল দেশ!

কি ভীষণ অন্ধকার !
কি ভয়ঙ্কর স্থান এই !
হেথা কে আসিবে বল রাখিতে তুরঙ্গ !

২য় পুত্র ! থাকে যদি হয়, এইখানে থাকিবে নিশ্চয়।
অন্বেষণ করিয়াছি সমস্ত ধরণী,
এই শেষ স্থান—হেথা না পাইলে অশ্ব
পাব না জীবনে আর। কর অন্বেষণ—

৩য় পুত্র। দেখ, দেখ, ছায়ামূর্ত্তি সম কে এক মানব
ঐ না বসিয়া আছে !
চল যাই, জিজ্ঞাসা করিগে' ওরে—জানে যদি—

২য় পুত্র। কই, কোথা ছায়ামূর্ত্তি ?
হেথায় কে আসিবে মানব !
অন্ধকারে দৃষ্টিভ্রম হইল কি তোর ?

৩য় পুত্র। দৃষ্টিভ্রম হ'য়েছে তোমার,
তাই নাহি পাও দেখিবারে।
নির্ব্বাপিতপ্রায় যজ্ঞাগ্নির ধূমরাশি সম
দেখিছ না—কি ঐ ভাতিছে দূরে !
হীনপ্রভ বহ্নির আভায়
অন্ধকারে ধূমরাশি, যথা দৃষ্ট হয়,
সেইমত এ আঁধারে
পরিদৃষ্ট হইতেছে উহা।
তোমরা কি দেখিতেছ সবে,
কিবা অনুমান হ'তেছে সবার ?

১ম পুত্র। অত্যন্ত অস্পষ্ট—
অন্ধকারে বুঝিতে না পারি
মানব কি কেবা ! তবে ছায়া সম—

৩য় পুত্র। নহে ছায়া—কায়া সুনিশ্চয়।

৪র্থ পুত্র। কিম্বা হয়তো উহাই হ'তে পারে হয়।

১ম পুত্র। আশ্চর্য্যও নয় ! চল যাই,
যাহা হয় দেখিগে' নিকটে গিয়া।

(কপিলের নিকটে সকলের গমন।)

৩য় পুত্র। এই দেখ মানব-মূরতি,
ব'লেছি তো ঠিক আমি—

২য় পুত্র। বেশ, বেশ—
দৃষ্টিশক্তির করিতেছি, প্রশংসা তোমার।

১ম পুত্র। কি হে, কে তুমি মানব,
অন্ধকারে কি হেতু বসিয়া আছ ?
দেখেছ কি অশ্ব কোন আসিতে হেথায় ?
একি, এযে কহে না ক' কথা !—মূক নাকি ?

২য় পুত্র। ব'সে ব'সে হয়তো বা প'ড়েছে ঘুমায়ে।
নাড়া দাও—এখনি কহিবে কথা।

(সকলের কপিলকে ধাক্কা দেওন।)

১ম পুত্র। এযে যেদিকে নাড়াই, নড়ে সেইদিকে !

২য় পুত্র। বোধ হয় গিয়েছে মরিয়া।

১ম পুত্র। তাই হবে। কিন্তু এযে র'য়েছে বসিয়া।

২য় পুত্র। বোধ হয় বসিয়া বসিয়া

প্রাণত্যাগ হ'য়েছে উহার,—
কাজেই এখনও বসিয়া আছে—

১ম পুত্র। দূর, তা' বুঝি আবার হয়!
মরিলে কি বসিয়া থাকিতে পারে!

২য় পুত্র। কেন পারিবে না? চক্ষু চেয়ে মরে যেবা—
সে চক্ষু চেয়েই থাকে;
মৃত্যু যার হয় হাঁ করিয়া,
মরণের প'রেও সে থাকে হাঁ করিয়া।
বসিয়া বসিয়া মৃত্যু হ'য়েছে ইহার,
কাজেই এখনও বসিয়া আছে।
তোমরা যেমন! অশ্ব অন্বেষণ—
(অশ্বপদধ্বনি ও সকলের চমকিত হওন।)

১ম পুত্র। এই যে এইখানে, আছে তবে হয়।
ঐ যে, ঐ যে তুরঙ্গ,
এই তবে তুরঙ্গম চোর—
ভণ্ডভাবে র'য়েছে বসিয়া।
মার্, মার্ তস্করেরে,
পদাঘাত কর্ অগ্রে এরে,
যে যাতনা দিয়েছে মোদের
প্রতিশোধ তার করহ গ্রহণ এবে।
তস্কর—

(কপিলকে পদাঘাত করণ।)

২য় পুত্র। বেটা, অশ্ব চুরি আর কভু করিবে এমন? (পদাঘাত)

৩য় পুত্র। মার্, মার্—চোর হ'য়ে সেজেছ তপস্বী। (পদাঘাত)

কপিল। কে রে, কে রে মূঢ়, ভাঙ্গিলি তপস্যা মোর !
পদাঘাত করিলি আমায় !
তপোবিঘ্ন হবে ব'লে, লোক-কোলাহলে—
আসিয়াছি নির্জ্জনে করিতে তপ
পাতাল-প্রদেশে,—
নির্ব্বিরোধী আমি—
কারো অপরাধ করি নাই কোন।
বিনা অপরাধে অপমান করিলি আমার !
অহঙ্কারে ধরাখানা দেখিতেছ সরা !
কেন, এত অহঙ্কার কিসের কারণ ?

১ম পুত্র। আরে রে দুর্জ্জন,
অশ্ব চুরি করি' পুনঃ কর আস্ফালন !
ফের্ যদি ক'বি কথা—এই পদাঘাতে,
চূর্ণ তোর করিব বদন।
বাঁধ্ বাঁধ্ বেটাকে,
অশ্বসনে, অশ্বচোরে
ল'য়ে যাব রাজার নিকটে
শূলে দিব—আগুনে পোড়াব, টের পাবি—
ঘোড়া চুরির মজা কত চোর।
বাঁধ্—বাঁধ্ তস্করেরে।

কপিল। বাঁধে কে আমারে !
সেই ভক্তি আছে কি তোদের

মহাপাপী তোরা,

ভারাক্রান্তা ধরা পাপেতে তোদের।

করি' মোরে অপমান, পাবে পরিত্রাণ!

যেইমত তৃণসম ভাবিতে সবায়,

সেইমত তৃণসম

ভস্ম হও মম কোপানলে।

(কপিলের নয়ন হইতে তেজ নির্গত হওন ও সগর-সন্তানগণের ভস্মে পরিণত হওন।)

(নারদের প্রবেশ ও কপিলকে স্তুতি করণ।)

নমো হরে ত্রাহি জগন্নাথ দুস্তরাদ্ভবসাগরাৎ।

নমো সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ত্তারংবিশ্বরূপিণমব্যয়ম্॥

নমো যোগমূর্ত্তেস্তনুর্বিষ্ণোস্ত্বং দেব জগতাং পতে।

কপিলায় নমস্তুভ্যং বিশুদ্ধায় পরায় চ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যজ্ঞস্থল।

বশিষ্ঠ, অরিষ্টনেমি, সগর, মধুভাণ্ড ও নারদ।

সগর। কি বলিলে দেব-ঋষি! একজনও নাই?
একাধিক সহস্র ষাটি নন্দন আমার—
একজনও নাই!
ওহো হো হো—শূর বীর পুত্র যে আমার—
তৃণসম ভস্ম হ'য়ে গেল!
ঋষিবর! কোনদিন ভাল কথা
কই নি তাদের সনে;
যবে অশ্ব অপহৃত হইয়াছে বলি'
এসেছিল জানাতে আমার পাশে,—
নির্ম্মম, পাষাণ আমি—
কঠিন পরাণে তাদের দিয়াছি বিদায়।
ব'লেছিনু—অশ্ব ফিরে নাহি পাস্ যদি—
আর ফিরে আসিস্ নি তোরা।
ঋষিবর, অভিমানভরে
চ'লে গেছে পুত্রেরা আমার!

ওহো হো হো—এত পুত্র মোর—
আজ পিতা ব'লে ডাকিতে আমায়
নাহি একজন!

নারদ। শোক পরিহার করহ রাজন্!
শিববাক্য করহ স্মরণ।
যবে পত্নিগণসনে, পুত্রকামনায়,
হিমাচলে, ক'রেছিলে তপস্যা কঠোর,
তপে তুষ্ট হ'য়ে মহাদেব,
বর দিতে আসিলেন যবে—
জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী কেশিনী তোমার
চেয়েছিল বংশধরএকটি নন্দন—
মহাযোগী অসমঞ্জ—সে পুত্র তোমার।
জনক তাহার বলি' গৌরব তোমার।
পুত্রপ্রিয়া কনিষ্ঠা সুমতি—
শিব পাশে চেয়েছিল—
হয় যেন সহস্র ষাটি নন্দন তাহার।
তথাস্তু বলিয়া বর, দে' ছিলেন হর।
কিন্তু ব'লেছিলেন তিনি—
মদমত্ত হইয়া যৌবনে,
এককালে কালগ্রাসে পড়িবে সকলে।

সগর। সব জানি ঋষি—
কিন্তু পুত্র-শোক-দাবানল
জ্বলিছে হৃদয়ে মোর।

ওহো, রাজ্ঞীগণে কেমনে বুঝাব !
এ সংবাদ শুনি'
ভূলুণ্ঠিতা লতিকার মত
স্নুষাগণ মোর, যবে
ভূমিতলে পড়িবে আছাড়ি',
কি বলিয়া শান্তি দান করিব তাদের !
হের, ঐ উন্মাদিনী সম
আসিতেছে সুমতি কেশিনী—
বল ঋষিবর, কি বলিয়া বুঝাব ওদের !

(সুমতি ও কেশিনীর প্রবেশ।)

সুমতি। মহারাজ, অশ্রু কেন নয়নে তোমার ?
বল প্রভু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে কি কোন ?
হৃদি মোর বড়ই চঞ্চল,
ঘুরিতেছে মস্তক আমার,
আঁধার আঁধার—
মনে হয় যেন এ সংসার,
কে যেন দিতেছে পাক
জরায়ু-মাঝারে মোর,
গমন মন্থর—
চলিতে চরণ বাধে ধরণীতে।
বাছাদের মোর
হয় নি তো কোন্ অমঙ্গল ?
বল মহারাজ,

অশ্ব ল'য়ে কবে তারা আসিবে ফিরিয়া ?
ওকি, নীরব কি হেতু ?
গণ্ড বাহি' অশ্রু কেন ঝরিছে তোমার ?
তবে কি আমার—
বল মহারাজ, হৃদি মোর
করিছে কেমন—
সংশয়ে রেখো না আর।

সগর। সুমতি—

সুমতি। কি, কি, বল মহারাজ।

সগর। না, না বলিতে নারিব তোরে।
সুকোমল হৃদি ভেঙ্গে যাবে তব
এ অশনি-বাণী যদি করহ শ্রবণ।

সুমতি। না, না, বল মোরে :
বুঝিয়াছি বাছাদের
অমঙ্গল ঘটিয়াছে কোন।
শুভ হোক্ অথবা অশুভ,
পুত্রের বিষয়,
কোন কথা মার কাছে ক'র না গোপন।
বল, বল, নরমণি।

সগর। সুমতি, সুমতি, আজি
হ'য়েছিস পুত্রহারা অভাগিনী তুই।
ব্রহ্মাশাপে ভস্ম তোর সকল সন্তান।

সুমতি। এঁ্যা ? এঁ্যা ? কি বলিলে মহারাজ!

ষাট্ হাজার পুত্র যে আমার !
ওহো হো বাপ্রে,
ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলি, দুঃখিনী মায়েরে !
মোর চেয়ে ভাল মা পেয়েছিস্ বুঝি ?
মোর চেয়ে বেশী বুঝি করিছে যতন ?
এ অভাগীরে তাই মনে ধরিল না আর !
ওহো বুক ফেটে যায় যে আমার ! (পতন ও মূর্চ্ছা।)

কেশিনী। মহাদেব !
ছারখার ক'রে দিলে সোণার সংসার !
(সুমতিকে ধারণ।)

অরিষ্ট। করি' চোখে মুখে সলিল সিঞ্চন,
কর মাতা অঞ্চল বীজন।

(সুমতির চোখে মুখে কেশিনী ও অরিষ্টনেমির জলসিঞ্চন করন।)

মা, মা, ওঠ্ মা আমার।

সগর। না, না, থাক্ শুয়ে,
যতক্ষণ থাকে জ্ঞানহীনা,
ততক্ষণ শান্তিতে থাকিবে তবু।
ওহো ওর সম
জ্ঞান যদি লুপ্ত হোত মোর—
তবু কিছুক্ষণ পারিতাম শান্তিতে রহিতে।

কেশিনী। বোন্, বোন্, ওঠ্ বোন্
রাজরাণী কেন আজি ধূলায় শায়িতা

অরিষ্ট। মা, মা, ওঠো মা আমার।

সুমতি। কে রে, মা বলিয়া কে ডাকে আমায়!
এসেছিস্ ফিরে কিরে যাদুরা আমার!
আয় বাপ্ বক্ষঃ-মাঝে
লুকাইয়া রাখি রে তোদের।

নারদ। মা, গতজীব শোকে নাহি ফিরে আসে কভু।
বৃথা শোকে তবে মাতা, আপনার
ইহকাল পরকাল কেন কর ক্ষয়?
কপিলের তেজে ভস্ম
হইয়াছে তোমার সন্তান,
দিব্যগতি লভেছে তাহারা।

সগর। দেবর্ষি!
এত ভয়ঙ্কর ব্রাহ্মণের তেজ!

নারদ। পদাঘাত যাঁর
নিজে নারায়ণ বক্ষঃ পাতি ল'ন—
সে ব্রাহ্মণ ভাব কি সামান্য, রাজা?
করিবারে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রচার,
ব্রহ্মতেজ দেখাইতে ভবে,
সাংখ্যযোগ শিখাইতে নরে,
কপিল-ব্রাহ্মণ-বেশে নিজে নারায়ণ
ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট পাতাল প্রদেশে।
পুত্রেরা তোমার
অহঙ্কারে অপমান করিল তাঁহার,

ক্রোধানলে তাঁর, ভস্ম হোল সেই সে কারণ।
শোন রাজা,
অবহিত চিত্ত হ'য়ে করহ শ্রবণ—.
কপিলের সাংখ্যযোগ-সার শুনাব তোমায়।
পুত্রশোক আর না রহিবে,
বিমল নির্ম্মল শান্তি পাইবে পরাণে।

সগর। ঋষিবর! পুত্রশোকে তনু জরজর
যে উপায়ে পার—শান্তিদান করহ আমায়।

নারদ। শোন সাংখ্যযোগ,
শোকের বিরতি রাজা, হইবে তোমার।
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক,
আধ্যাত্মিক আর—
এ ত্রিবিধ দুঃখ আছে সংসার মাঝারে।
করিতে পারিলে এই দুঃখের নিরোধ
মোক্ষলাভ ঘটে মানবের।

সগর। কি করিয়া করিবে মানব
এই দুঃখের নিরোধ?

নারদ। বলিতেছি। চিত্তই জীবের
বন্ধ ও মুক্তির কারণ।
বিষয়ে আসক্ত যবে বন্ধন তখন;
মুক্ত হয়—
'আমি' 'মোর' অভিমান ঘুচিয়া যখন
ঈশ্বরের পদে হয় অর্পিত সে চিত্ত।

সগর। ঈশ্বরপ্রাপ্তির নাম মোক্ষ কি তবে ?

নারদ। না, কপিলের মতে—
মোক্ষলাভ দুঃখের বিরতি।
কারণ, ঈশ্বর আছেন বলি'
সাংখ্যযোগে নাহিক প্রমাণ কোন।

সগর। জগতের কার্য্য তবে চলিছে কিরূপে ?

নারদ। প্রকৃতির দ্বারা।

সগর। পুরুষ কি কর্ত্তা নয় তবে ?

নারদ। হ্যাঁ পুরুষ অকর্ত্তা। কিন্তু নিত্য তিনি।
নহে একমাত্র, বহু—শরীরের ভেদে।

সগর। সে কিরূপ ?

নারদ। এক যদি হইত পুরুষ,
তবে একের জনমে, মরণে, সুখে, দুঃখে
সর্ব্ব শরীরেরই আস্থিত পুরুষ
জাত, মৃত, সুখী, দুঃখী হইত নিশ্চয়।

সগর। সত্য।
ঋষিবর, কোটী কোটী প্রণাম
চরণে তব। আজি মোর
পুত্রশোক-মহানল করিলে নির্ব্বাণ।
এবে কহ, কি করিয়া
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে আমার ?

নারদ। আছে তব পৌত্র অংশুমান্
ডাকি' তারে অশ্ব আনিবারে করহ প্রেরণ

সেই আনি' দিবে তোমা' যজ্ঞের তুরঙ্গ
চলিলাম আমি—আশীর্ব্বাদ করি
শান্তিসুখে রহ চিরকাল।

মধু। ঠাকুর, আমি তোমাকে প্রণাম ক'চ্ছি। তোমার ওপর আর আমার কোন রাগ নেই। তুমি মহারাজকে শান্তি দিয়েছ।

নারদ। দ্বিজোত্তম, তুমি জীবন্মুক্ত পুরুষ। তোমার মঙ্গল হোক্।

(নারদের প্রস্থান।)

সগর। কে আছ, অংশুমান্‌কে ডেকে আন।

(অংশুমানের প্রবেশ।)

অংশু। কেন পিতামহ ?

সগর। শুনিয়াছ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে কিবা ?

অংশু। শুনিয়াছি তাহা, পিতামহ !

সগর। তবে যাও ভাই ;
পিতারে তোমার করিয়াছি ত্যাগ,
ভস্মীভূত পিতৃব্যেরা তব,
তুমি বিনা কুলাঙ্কুর কেহ নাহি আর।
যাও ভাই, এনে দাও হয়,
যজ্ঞ-বিঘ্ন-নরক হইতে মোরে
করহ নিস্তার।

অংশু। পিতামহ, কেন এ মিনতি মোরে,
আমি ভৃত্য তব—

এই দণ্ডে চলিলাম আমি।
দাও পদধূলি, কর আশীর্ব্বাদ,
এনে দিতে পারি যেন যজ্ঞের তুরঙ্গ।
(সকলকে প্রণাম করণ।)

সকলে। পূর্ণ হোক্ অভীষ্ট তোমার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর।

শতপর্ব্বা ও অংশুমান্।

অংশু। দাও প্রিয়ে বিদায় আমায়,
আসিয়াছি তব পাশে মাগিতে বিদায়

শত। সেকি! কোথা যাবে নাথ?

অংশু। যাব অশ্ব অন্বেষণে আমি।
ঋষিশাপে ভস্মীভূত হ'য়েছেন
পিতৃব্যেরা মোর,—
অশ্বের উদ্ধার কিন্তু হ'ল না এখনও।

শত। তাই তুমি যাবে?

অংশু। হাঁ প্রিয়ে! আমি না যাইলে
আর কে যাইবে বল?

শত। তুমি যদি—

অংশু। ভস্ম হই ?—

শত। (অংশুমানের মুখ চাপিয়া)

না না বালাই—ব'লনা ও কথা।

কিন্তু তুমি যাবে ?

পিতামহ যাইতে কি ব'লেছে তোমারে ?

অংশু। ব'লেছেন। আর নাও যদি

বলিতেন মোরে—

যেচে যাওয়া নহে কি লো উচিত আমার ?

শত। সে তো উচিত—কিন্তু—

অংশু। কিন্তু কি ?

শত। কবে আসিবে ফিরিয়া ?

অংশু। কি করিয়া বলিব এখন তাহা।

শত। আমি একাকিনী গৃহমাঝে রব কি করিয়া ?

তোমা' বিনা অন্ধকার হেরি যে সংসার !

অংশু। কেন, পিতামহ পিতামহীগণে

করিবে শুশ্রূষা,

শোকপ্রপীড়িতা, পতিহীনা

পিতৃব্য-রমণীগণে করিবে সান্ত্বনা।

শীঘ্র আমি আসিব ফিরিয়া।

ওকি, কেন লো নয়ন করে ছল ছল,

অঞ্চলে মুছিছ কেন নয়নের জল,

কর্ত্তব্য সাধিতে পতি যাইতেছে তব,

হয় না কি গৌরব লো তোর ?

শত। তুমি একা যাবে ?

অংশু। আমি বিনা সূর্য্যবংশে আছে কেবা আর !

শত। তাই ভয় হয়—

অংশু। যদি মরি ! ভয় কিবা তাহে ?
ক্ষত্রিয় নন্দিনী তুমি, ক্ষত্রিয় রমণী ;
সাধিতে কর্ত্তব্য যদি
পতি তোর পড়ে মৃত্যুমুখে
খেদ কিবা তায় !
পতির গৌরব-গাথা গাঁথিয়া রাখিবি বুকে।
প্রেয়সি লো,
শুধু প্রেমখেলা খেলিবা'র তরে
নর নারী গড়ে নি বিধাতা।
অন্তরে বাহিরে তার কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে
নহি জ্ঞানহীন কপোত কপোতী মোরা—
বুকে বুকে, মুখে মুখে, রব নিশিদিন।
প্রেমখেলা খেলিব যখন,
প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
ভুলে যাব বিশ্বের অস্তিত্ব ;
কিন্তু কর্ত্তব্য যখন আসিবে সম্মুখে,
আর কিছু দেখিব না চেয়ে,
ল'য়ে যাবে যে দিকে কর্ত্তব্য
সেই দিকে যাইব ধাইয়া।
কর্ত্তব্য না পালে যদি, মানব মানবী—

বল প্রিয়ে, বিশ্ব তবে রহিবে কেমনে ?

শত। যাও নাথ, আর মোরে হবে না বলিতে।

পত্নী আমি—বাধা দান করিব না আর

কর্ত্তব্য পালনে তব।

যাও নাথ, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ

ঘিরিয়া তোমায়, যাউক্ পশ্চাতে তব।

(অংশুমানের প্রস্থান।)

(শতপর্ব্বার গীত।)

হৃদি শূন্য ক'রে আমার, বিদায় দিনু হৃদয়-নাথে ;
দেখ' দেখ' দেখ' দেব থেক' সাথে সাথে।
ঘিরে রেখ' আশীষ দিয়ে,
পথ দেখায়ে যেও নিয়ে,
পথশ্রমে কাতর হ'লে—
রেখ' রেখ' প্রভু, তোমার কৃপা-শীতল-ছায়াতে।
ক্ষুধা পেলে দিও ফল,
তৃষায় বারি সুশীতল,
দেখ' পায়ে ফোটেনা ক' এতটুকু কাঁটা যাতে।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

পাতাল-পথ।

অসমঞ্জ ও অংশুমান্।

অংশু। পিতা, বহু পুণ্য-ফলে পুনঃ আমি,
রাজীব চরণ তব পাইনু দেখিতে।
ভগবান্ রেখেছেন সতীর মর্য্যাদা,
সতী-বাক্য হ'য়েছে সফল আজি।
পিতা, শুনেছেন কি দুর্ঘটনা ঘটেছে মোদের ?
ষাট্ হাজার ভ্রাতা তব—
পিতৃব্য আমার, ঋষি-কোপে ভস্ম হ'য়ে গেছে।

অসমঞ্জ। জানি আমি—আসিয়াছ তুমি
অশ্ব অন্বেষণ করিতে যজ্ঞের।
তোমারই কারণে, এইখানে
এতদিন র'য়েছি দাঁড়ায়ে,
অশ্বের সন্ধান তোমা' ব'লে দিব ব'লে।

অংশু। অপার করুণা তব, অধম সন্তানে।

অসমঞ্জ। আমার করুণা কিবা! ভাগ্যবান্ তুমি,
নারায়ণ ক'রেছেন করুণা তোমারে।
নারায়ণ-অবতার কপিল দর্শনে আসি'
এ বন্ধনে প'ড়ে গেছি আমি।
আদেশ তাঁহার—
অশ্বের সন্ধান, করিবারে অংশুমান্

আগমন পাতাল-প্রদেশে করিবে যখন,
না বলিয়া তারে অশ্বের সন্ধান,
এ পাতাল ত্যজিতে নারিব আমি।
নারায়ণ-বাক্য আমি নারিনু ঠেলিতে।
আসিয়াছ তুমি—এবে মুক্ত আমি।
যাও বৎস, ওই দূরে র'য়েছেন
ধ্যানমগ্ন কপিল-মূরতি।
দীপ্তিমান বহ্নি যেন আপনার তেজে!
পাশে হয় রহিয়াছে বাঁধা।
যাও, করযোড়ে, নতজানু হ'য়ে,
স্তবে তুষ্ট করিয়া উঁহায়,
মেগে লও হয়।
রহিলাম আমি হেথা অপেক্ষা করিয়া,
অশ্ব ল'য়ে যাইলে ফিরিয়া তুমি,
তবে মোর কার্য্যসাঙ্গ হবে হেথাকার।

অংশু। পিতা, চরণে প্রণাম তব,
আশা মোর পূর্ণ হয় যেন।

অসমঞ্জ। নারায়ণ! নারায়ণ!
যাও, এই পথে, বিলম্ব ক'র না আর।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

পাতাল।

ধ্যানমগ্ন কপিলদেব।

(অংশুমানের প্রবেশ।)

অংশু। এই বুঝি ভস্মরাশি পিতৃব্যগণের !
দ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, ভালবাসা,
বীরত্ব, গৌরব—কিছু নাহি আর !
মানবের এই পরিণাম !
এমন সোণার দেহ
ভস্ম হ'য়ে যাবে এই মত !
তবে কেন এত—(কপিলকে দেখিয়া)
আহা, কিবা সৌম্য, শান্ত,
জ্যোতির্ম্ময় মূরতি সুন্দর !
মহাযোগে মগ্ন যেন মহা যোগেশ্বর !
জটাধারী—গৌরতনু আবরিত
গৈরিক বসনে,
অবিন্যস্ত কটিদেশে প'ড়ে আছে
উত্তরীয় খানি;
বক্ষে বিলম্বিত সুমার্জ্জিত
শুভ্র উপবীত—
আহা মরি, কি সুন্দর রূপ !
আপনার তেজে যেন জ্বলিছে আপনি !

বুঝিয়াছি কাল পূর্ণ হ'য়েছিল
পিতৃব্যগণের—
অশ্বচোর ভাবি' তাই
অপমান করিল ইঁহার।

করযোড়ে নতজানু হইয়া কপিলকে স্তোত্র করণ।

মদন-মোহন ঠাম, প্রেমময় শান্তিধাম,
যোগতনু যোগী জটাধারী ;
জ্যোতির্ম্ময় মনোহর, আঁখি-মন-মুগ্ধকর,
জগদীশ জীব-দুঃখ-হারী ;
কমলাখি নিমীলিত, বক্ষে শুভ্র উপবীত,
দুটি কর স্থাপিত তাহায়।
উরু 'পরে শোভে উরু, জগতের আদিগুরু,
বিমণ্ডিত মুখ মহিমায়।
অধরে অমল হাস, পরণে গৈরিক বাস;
উত্তরীয় প'ড়ে আছে কোলে।
অচলের মত স্থির, শুদ্ধ সত্ত্ব-মূর্ত্তি ধীর,
মহামোক্ষ চরণ-কমলে।
জ্ঞানশিক্ষা দিতে সবে, অবতার হ'লে ভবে,
সাংখ্যতরী এ সংসার-হ্রদে।
সৃষ্টি-স্থিতি লয়-কারী, কপিল-মূরতি-ধারী,
প্রণমামি তব রাঙ্গা পদে।
দয়াময়, দয়া কর, এ প্রাণের তম হর,
পূর্ণ কর মম মনোরথ।
(কপিলকে প্রণাম করণ।

কপিল। রে বাছনি, স্তবে তুষ্ট হ'য়েছি তোমার।
দিব বর, যাহা চাও করহ প্রার্থনা।

অংশু। বর যদি দিবে হরি—
তবে দুই বর যাচি তব পদে।
এক বরে ফিরে দাও যজ্ঞ-তুরঙ্গম,
যজ্ঞ পূর্ণ করিবেন পিতামহ মোর।
আর এক বর দাও দেব,
তব কোপানলে দগ্ধ মম
পিতৃব্য নিচয়—
দাও বর, সদগতি যাহাতে হয়
আত্মার তাঁদের।

কপিল। যেই দুটী বর করিলে প্রার্থনা তুমি,
তাহা আমি অবশ্যই করিব তোমারে দান।
তুমি মহা ভাগ্যবান্,
তোমারে করিয়া লাভ সগর ভূপতি
হ'য়েছেন কৃতার্থ জীবনে,
আর জনক তোমার, পাইয়া তোমারে,
পুত্রবান হ'য়েছে যথার্থ।
তোমার প্রভাবেই
স্বর্গলাভ করিবেন পিতৃব্যেরা তব।
কালে, ভগীরথ নামে পৌত্র জন্মিবে তোমার।
ইঁহাদের উদ্ধারের তরে,
পরিতুষ্ট করি' মহেশ্বরে,

স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যলোকে আনিবে গঙ্গায়।
লক্ষ লক্ষ জীব মুক্ত হবে,
মুক্ত হবে পিতৃব্যেরা তব,
আমিও পবিত্র হব
পতিতপাবনী গঙ্গায়
দরশন পরশন করি'।
তব পিতৃব্য-খনিত ঐ সুবিশাল খাত
পূর্ণ হ'য়ে জাহ্নবীর জলে,
সাগর আখ্যা করিবে ধারণ।
এই স্থান হবে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম—
আর্য্যদের পুণ্যময় মহাতীর্থ-স্থান।
লও—এই অশ্ব ল'য়ে
পিতামহ পাশে তব করহ গমন;
আশীর্ব্বাদ করিতেছি
যজ্ঞ তাঁর হোক্ সমাপন।
যাও বৎস, মহা তুষ্ট আমি তব প্রতি।

অংশু। দয়াময়, এ অধমে
এত দয়া করিলেন যদি,
তবে আর একটু দয়া করুন আমারে।
আর এক বর দেব, দিন কৃপা ক'রে—
সেবাপ্রার্থী হয় যেন জনক আমার।

কপিল। না, আর করিও না লোভ।
লোভে পাপ—মৃত্যু হয় পাপে।

যাও ফিরে, যোগাবিষ্ট হব পুনঃ আমি।

(ধ্যানমগ্ন হওন।)

অংশু। প্রণাম চরণে দেব,
আজি মম সার্থক জীবন।

(অশ্ব লইয়া প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

পাতাল-পথ।

অশ্ব লইয়া অংশুমান ও অসমঞ্জ।

অসমঞ্জ। পাইয়াছ হয় ? যাও অযোধ্যায়,
চলিলাম আমি,
কার্য্য শেষ হ'য়েছে আমার।

অংশু। পিতা—

অসমঞ্জ। বল কি বলিতে চাও।

অংশু। যদি মোর সাথে
কৃপা ক'রে আসেন আপনি—

অসমঞ্জ। কোথা, অযোধ্যায় ?

অংশু। হ্যাঁ পিতঃ—
পুত্রশোকাতুর পিতামহ
পিতামহী মোর,
পাইলে দর্শন তব

শান্তিলাভ করিবে পরাণে।

অসমঞ্জ। রে বালক—ব'লো গে' দের
ভগবানে করিবারে সেবা,
পুত্রশোক হবে প্রশমিত,
সব জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ।

(অসমঞ্জের প্রস্থান।)

অংশু। বৃথা আকিঞ্চন—বৃথা এ প্রয়াস!
বামন হইয়া মোর সুধাকরে সাধ!
জীবন্মুক্ত এ হেন পুরুষে
স্নেহ-ফাঁসে রাখিব আবদ্ধ করি'।

(অংশুমানের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—

যজ্ঞস্থল।

সগর, বশিষ্ঠ, অরিষ্টনেমি, কেশিনী, সুমতি, মধুভাণ্ড,
ঋত্বিকগণ ও কর্ম্মকার।

সগর। দেখুন, দেখুন ঋষিবর, অকস্মাৎ যজ্ঞভূমি কি এক স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ হ'য়ে গেল! কি এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে যেন চারিদিক উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো! শূন্যমার্গে মৃদু মৃদু বাদ্যের সঙ্গে কি যেন এক

অস্পষ্ট মধুর সঙ্গীত শ্রুত হ'চ্ছে—এর কারণ কি দেব ?

বশিষ্ঠ। মহাত্মা কপিলদেবকে স্তবে তুষ্ট ক'রে আপনার পৌত্র অংশুমান যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফিরে আস্‌ছেন। অংশুমানের কার্য্যে দেবগণ প্রসন্ন হ'য়েছেন, দেব-দেবীগণ আপনার যজ্ঞপূর্ণ দেখ্‌বার জন্য অন্তরীক্ষে উপস্থিত হ'য়েছেন—তাই এই স্বর্গীয় সৌরভ, তাই এই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ, তাই এই স্বর্গীয় সঙ্গীত !

কেশিনী। মহারাজ, দেখুন, দেখুন, যজ্ঞস্থলে পুষ্পবৃষ্টি হ'চ্ছে !

সগর। আমার মহা সৌভাগ্য—দেবগণ আমার উপর সদয় হ'য়েছেন—

সুমতি। মহারাজ, ঐ দেখুন, অংশুমান আস্‌ছে।

সগর। কই, কই ?

সুমতি। ঐ দেখুন—ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছে।

সগর। আর চিন্তা নাই সুমতি, যখন দেবদেবীগণ আমার উপর প্রসন্ন হ'য়েছেন—তখন আর—

(অশ্ব লইয়া অংশুমানের প্রবেশ।)

অংশু। পিতামহ ! এই নিন্—আপনার যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করুন।

সগর। এস ভাই এস, আমার বংশধর এস, এ যজ্ঞবিঘ্নরূপ নরক হ'তে তুই আজ আমাকে উদ্ধার ক'ল্লি। আশীর্ব্বাদ করি যেন কখনও অশান্তি তোর হৃদয় অধিকার না ক'র্ত্তে পারে।

সুমতি। অংশুমান্, তোর পিতৃব্যদের দেখে এলি !

অংশু। হ্যাঁ ঠাকুমা, সে মর্ম্মভেদী দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি, মহাত্মা কপিলদেবের পার্শ্বে তাঁদের ভস্মাবশেষ প'ড়ে আছে। —আমি কপিলদেবকে স্তবে তুষ্ট ক'রে, তাঁদের উদ্ধার-কামনায় বর প্রার্থনা ক'রেছিলুম—তিনি এই বর দান ক'রেছেন,—মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে, মর্ত্ত্যে সুরধনীকে আনতে পার্লে—তবে তাঁদের ভস্মদেহের উদ্ধার হবে।

সগর। তুই ধন্য অংশুমান্, সাক্ষাৎ নারায়ণ, কপিলদেবের দর্শন পে'য়েছিস্—তাঁর সুমধুর বচনামৃত পান ক'রেছিস্—তোর সার্থক জীবন—তোর এ নশ্বর নর-দেহ আজ পবিত্র হ'য়েছে। ঋষিবর! আর তবে বিলম্ব ক'র্বেন না—শেষ আহুতি প্রদান ক'রে আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন।

বশিষ্ঠ। না, অশ্ব ফিরে এসেছে, আর বিলম্ব কিসের! এই খড়্গ গ্রহণ করুন—আপনারা স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে অশ্বের স্কন্ধে এই খড়্গ স্পর্শ করান, তৎপরে, ঐ যূপকাষ্ঠে কর্ম্মকার অশ্বকে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে। —আমি অশ্বকে এই উৎসর্গ ক'ল্লেম—নিন, আপনারা খড়্গ স্পর্শ করান।

(অশ্ব স্কন্ধে সগর ও কৈশিনীর খড়্গ স্পর্শ করান।)

হ'য়েছে, ল'য়ে যাও—অশ্বকে বলি দিয়ে শীঘ্র মুণ্ড আনয়ন কর।

(অশ্ব লইয়া কর্ম্মকারের প্রস্থান, নেপথ্যে হ্রেষাধ্বনি ও কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বমুণ্ড লইয়া কর্ম্মকারের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। ঋত্বিকগণ আহুতি দাও, আহুতি দাও, আমি শেষ আহুতির সঙ্গে অশ্বমুণ্ড যজ্ঞে নিক্ষেপ ক'চ্ছি।

(ঋত্বিকগণের আহুতি প্রদান।)

বশিষ্ঠ। রাজাধিরাজঃ সগরস্য যজ্ঞসমাপনায় স্বাহা।

(অশ্বমুণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ ও স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি।)

বশিষ্ঠ। হরিবোল! হরিবোল! এইবার সকলে একবার বলুন—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥"
"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥"

যবনিকা পতন।